পরমার্থ-জ্ঞানরত্নাকর।

অর্থাৎ

আর্য্যজাতির শাস্ত্ররত্নাকর হইতে উদ্ধৃত

কএকখানি

জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রের

নিগূঢ় তাৎপর্য্যের সহিত স্বরূপার্থ-প্রকাশক গ্রন্থ

বিশ্বপূজ্য

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর সার্ব্বভৌমের

সাহায্যে

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় ভাষায়

ভাষান্তরিত ও বিরচিত হইয়া

কলিকাতাস্থ

চিৎপুর রোড ৺ বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট ১৭ নম্বর ভবনে

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহার

কবিতা-রত্নাকর যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল।

শকাব্দ। ১৭৯১

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোনিলেষু ভুবন মাবিবেশ।
য ওষধীষু যোবনস্পতিষ্ তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

অস্যার্থঃ।

অনল অনিলে, ভুবন সলিলে, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর।
যিনি ওষধীতে, বনস্পতিতে, বিরাজিত নিরন্তর॥
সে দেব-চরণে, সমাহিত মনে, ভক্তিযোগে বারবার।
বিঘ্ন বিনাশন, করি আকিঞ্চন, করিতেছি নমস্কার॥

প্রার্থনা।

হে ভগবন্! আপনি যেমন আমার অন্তঃকরণ-মধ্যে প্রকাশিত হইয়া এতদ্গ্রন্থদ্বারা আপনার স্বরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন; তদ্রূপ যে সকল মহাত্মারা ভক্তি-সহকারে এতদ্গ্রন্থ পাঠ করিবেন আপনি তাঁহাদিগের মানস-সরোরুহে প্রকাশিত হইয়া দর্শন দান করুন্।
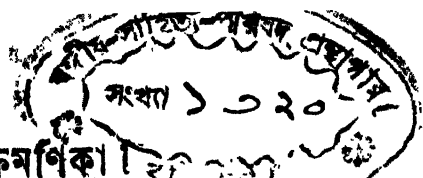
উপক্রমণিকা।

এতদ্দেশীয় অনেকানেক কৃতবিদ্য যুবকগণ কখন কখন এই কথা বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, পৃথিবীর মধ্যে অনেক প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত থাকিলেও তন্মধ্যে অধুনা আর্য্যজাতির বেদাদি শাস্ত্র ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এতদুভয় ধর্ম্মশাস্ত্রই অতি প্রাচীন ও প্রধান বলিয়া পরিগণিত আছে। ফলত ঐ উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কোন খানি যে সত্য তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

আমরা উক্ত যুবকগণকে সংশয়-নিরধি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সত্যপথের পথিক করিতে যত্নবান্ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আর্য্যজাতির বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রই সত্য-রত্নাকর, ঐ রত্নাকর হইতেই খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় এতদুভয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়া বিরচিত হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং এস্থলে তদ্বিষয় বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রও বেদাদি শাস্ত্রের ভাব উদ্ধৃত হইয়া বিরচিত হইয়াছিল কি না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বিবেচনা করিয়া দেখুন বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ যজ্ঞবেদি ও পশুচ্ছেদনপূর্ব্বক তদুপরি হোমাদি করিবার বিধান বর্ণিত আছে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেও সেই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্মাকে যে প্রকার সকলের পিতামহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন খ্রীষ্টীয়ানদিগের শাস্ত্রেও সেই প্রকার ইব্রাহিম সকলের পিতামহস্বরূপে বর্ণিত আছেন। ব্রহ্মা ও ইব্রাহিম এই দুই শব্দ প্রায় তুল্য। এবঞ্চ আর্য্যশাস্ত্রের ভিত্তিমূলস্বরূপ ঈশ্বর পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম এই তিনটি উপাধির পরিবর্ত্তে পিতা পুত্র ও ধর্ম্মাত্মা নাম দিয়া বাইবেল শাস্ত্রকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন; কিহেতুক একমাত্র পরমেশ্বর কেন তিন অংশে বিভক্ত হয়েন তাহার কোন নিগূঢ় বৃত্তান্ত বেদান্ত শাস্ত্রের ন্যায় বাইবেল শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ আর্য্যশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হওনের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে বাইবেল শাস্ত্রকারও সেই প্রকার কৃষ্ণ পরিবর্ত্তে খ্রীষ্ট নাম দিয়া তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

আগমন করেন, শ্রীখ্রীষ্টও তদ্রূপ জন্মমাত্রে হেরোদ রাজার ভয়ে পিতা-কর্ত্তৃক স্থানান্তরে নীত হয়েন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিতরণের পূর্ব্বে তাঁহার সহায়স্বরূপ বলরাম যেমন পূর্ব্বে আগত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীখ্রীষ্টের প্রেমবিতরণের পূর্ব্বে তাঁহার সহায়স্বরূপ যোহন আগত হইয়াছিলেন। বলরাম দিবানিশি মদ্যপান করিতেন, যোহনও মধুপান করিতে বিরত ছিলেন না, বরং তৎসহ গোটাকতক পঙ্গপালও ভোজন করিতেন। যেমন যমুনার জলে ও তত্তট গোয়ালাপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলভদ্র উভয়েই প্রেমলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীখ্রীষ্ট এবং যোহন উভয়ে যর্দ্দনের জলে ও তত্তট গালিলি প্রদেশে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রেমলীলার কারণ দ্বাদশ কৃষ্ণ মনোনীত করিয়াছিলেন, শ্রীখ্রীষ্টও তদ্রূপ প্রেম বিলাইবার কারণ দ্বাদশ শিষ্যকে মনোনীত করিয়াছিলেন। দ্বৈতবনে শ্রীকৃষ্ণ যেমন কণামাত্র শাকদ্বারা যষ্ঠি সহস্র লোকের তৃপ্তি জন্মাইয়াছিলেন, শ্রীখ্রীষ্টও তদ্রূপ পাঁচখানা রুটি ও দুইটি মৎসদ্বারা পাঁচ হাজার লোককে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমসখা অর্জ্জুন মণিপুরে মৃত হইলে পর তিনি যেমন তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন. শ্রীখ্রীষ্টও তদ্রূপ আপনার প্রিয় বন্ধু মৃত ইলিয়াসরকে প্রাণদান করিয়াছেন। চরমে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিম্ববৃক্ষের ডালে উপবেশন পূর্ব্বক ব্যাধের শরাঘাতে বিদ্ধপাদ হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন, শ্রীখ্রীষ্টও তদ্রূপ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীখ্রীষ্ট এতদুভয়ের নাম ও লীলা প্রায় একপ্রকার বটে, তবে কেবল বলরাম অপেক্ষা যোহনের পঙ্গপাল ভক্ষণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীখ্রীষ্টের পুনরুত্থানই অধিকমাত্র।

যদি বলেন কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট এতদুভয়ের নাম ও লীলা প্রায় এক প্রকার হইলেও তন্মধ্যে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। তাহার উত্তর এই যে, এক্ষণে যে প্রকার ভিন্নং ভাষা শিক্ষা করিবার সুগম উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে পুরাকালে তদ্রূপ ছিল না; তবে কেবল বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে পরস্পর পরস্পরের ভাষা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিলেন। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রের কঠিন ভাবসমূহ আর্য্যজাতির নিকট অন্যান্য জাতীয়েরা হস্তাভিনয়-দ্বারা বুঝিয়া লইতেন; সুতরাং এতদ্রূপ যে বৈলক্ষণ্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?।

অপিচ বিজাতীয় ভাষায় কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে কেহ২ কহিয়া থাকেন যে " খ্রীষ্টীয়ানদিগের নুতন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে প্রকার সদুপদেশ বাক্য বর্ণিত আছে হিন্দুদিগের কোন শাস্ত্রেই সেই প্রকার অমৃতময় উপদেশ-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না ; যদ্দ্বারা হিন্দুরা খ্রীষ্টীয়ানদিগের ন্যায় সচ্চরিত্র হইতে পারেন। ,, আমারা উক্ত যুবকগণের এতদ্রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আক্ষেপ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হই না। কেননা যে সকল কৃতবিদ্য মহাত্মারা হিন্দুদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রাদি ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে ইথু বা মঙ্গলচণ্ডিকার পুথীভিন্ন আর্য্যদিগের আর কোন শাস্ত্রের সহিত তুল্যরূপে মান্য করেন না। যাঁহারা দুই চারিখানি সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বাইবেল শাস্ত্রে একটিও নূতন সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন না, বরং কেবল সংস্কৃত নীতিগ্রন্থের ভাবসমূহ যে রূপান্তর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। আর্য্যজাতির নীতিগ্রন্থে বেগবেগা, চিরবেগা, বেগচিরা ও চিরচিরা, মনুষ্যজাতির এই যে চারি প্রকার বুদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত আছে, বাইবেল শাস্ত্রকার রূপান্তর করিয়া খ্রীষ্টের উক্তিতে বীজবাপকের দৃষ্টান্তে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর্য্য শাস্ত্রাদির ভাবের সহিত ঐক্য করিয়া যদ্যপি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাব উদ্ধার করা যায়, তবে দুইখানি মলাট ও কতকগুলি ঘুঘু মেষের গল্প ব্যতীত তন্মধ্যে আর কিছুমাত্র দেখিতে পাইবেন না।

সে যাহা হউক, আর্য্যশাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণার্থে উদ্যুক্ত হইয়া আমরা কএক খানি জ্ঞানকাণ্ডীয় ক্ষুদ্র২ শাস্ত্র একত্র করতঃ নিগূঢ় তাৎপর্য্যের সহিত গৌড়ীয় ভাষায় অর্থ বিবৃতি করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের নয়ন-প্রাঙ্গনে সংস্থাপন করিলাম। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমার্থ-জ্ঞানরত্নাকর নামক এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উত্তমরূপে বুদ্ধি পরিচালন করিবেন, স্বধর্ম্মে অনুরাগ থাকিলে গ্রন্থোক্ত সাধনাদ্বারা তিনি এই রত্নাকর হইতে অমূল্য মহারত্ন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিমধিকং নবেদনমিতি ।।

শ্রীরামপুর সন ১২৭৫ সাল
তারিখ ২৮ পৌষ

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

উত্তরগীতা।

অর্জ্জুন উবাচ।

যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতং॥ ১॥
কৈবল্যং কেবলং শান্তং শুদ্ধমত্যন্ত নির্ম্মলং।
কারণং যোগনির্ম্মুক্তং হেতুসাধনবর্জ্জিতং॥ ২॥
হৃদয়াম্বুজমধ্যস্থং জ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপকং।
তৎক্ষণাদেব মুচ্যেত যজ্জ্ঞানাৎ ব্রূহি কেশব॥ ৩॥

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-মধ্যে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধকালীন শ্রীমদ্ভগবান্ নারায়ণ শোকসন্তপ্তচিত্ত অর্জ্জুনকে যে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ-দ্বারা শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন ; রাজ্যভোগে আসক্ত হইয়া অর্জ্জুন তাহা বিস্মৃত হই-বায় পুনর্ব্বার সেই জ্ঞান প্রাপণাভিলাষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করি-তেছেন। হে কেশব ! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীব তৎক্ষণাৎ মুক্তিপদ লাভ করেন অজ্ঞাননাশক সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ স্বরূপলক্ষণা ও তটস্থ লক্ষণা-দ্বারা আমাকে পুনর্ব্বার কহিতে আজ্ঞা হউক। নারায়ণ-পরায়ণ ধনঞ্জয় এতদ্রূপে শ্রীমদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে স্বয়ং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বারা তটস্থ ও স্বরূপলক্ষণায় তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। যিনি এক (একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ) অর্থাৎ যিনি স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত (যেরূপ পত্র পুষ্প ফলাদির সহিত বৃক্ষের স্বগতভেদ, বৃক্ষান্তরের সহিত স্বজাতীয় ভেদ এবং মৃত্তিকা প্রস্তরাদির সহিত তাহার বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ ভেদরহিত) ও নিষ্কল অর্থাৎ উপাধি-শূন্য এবং [ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ মনঃ বুদ্ধি, প্রকৃতি

অহঙ্কার] এতৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যা মালিন্য বর্জ্জিত অথচ অপ্রতর্ক্য (তর্কের অবিষয়) "যদ্বাচা ন মনুতে যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে„ (ইতি শ্রুতিঃ) এবং যিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ মনোদ্বারা কেহই যাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না "যন্মনসা ন মনুতে„ (ইতি শ্রুতিঃ) এবং যিনি বিনাশোৎপত্তি বর্জ্জিত অর্থাৎ যাঁহার জন্ম বিনাশ নাই, অথচ যিনি শান্ত শুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্ম্মল এবং যিনি যোগনির্ম্মুক্ত হইয়াও অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়াও যিনি জগতের নিমিত্ত ও উপদান কারণ হয়েন (যে প্রকার ঘটের নিমিত্তকারণ চক্র দণ্ড কুলাল প্রভৃতি ও উপদান-কারণ মৃত্তিকা তদ্বৎ) এবঞ্চ যিনি নিত্যত্বহেতু জগদুৎপত্তির প্রতি স্বাতিরিক্ত কারণ ও সাধনবর্জ্জিত হয়েন, অর্থাৎ এই ভূত ভৌতিক পদার্থময় জগতের উৎপত্তির প্রতি একমাত্র তিনি ভিন্ন অপর কোন কারণ সাধন নাই; এবং যিনি সর্ব্ব কার্য্যের নিয়ামকত্ব-হেতু সর্ব্বজীবের হৃদয় পদ্মে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং যিনি জ্ঞান (বিষয় প্রকাশ) ও জ্ঞেয় অর্থাৎ বিষয় (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) এতদুভয়াত্মক হয়েন, এতদ্রূপ যে পরমাত্মা তাঁহার ভিন্ন ২ লক্ষণ দ্বারা হে কেশব আমাকে বিশেষরূপে উপদেশ করুন॥ ১॥ ২॥ ৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অর্জ্জুনের এতদ্রূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন।

সাধু পৃষ্টং মহাবাহো বুদ্ধিমানসি পাণ্ডব।
যস্মাৎ পৃচ্ছসি তত্ত্বার্থমশেষং তদ্বদাম্যহং॥ ৪॥

হে মহাবাহো! হে পাণ্ডুকুলচূড়ামণে! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্, যেহেতুক তুমি অশেষ তত্ত্বার্থ অবগত হইবার মানসে আমাকে সাধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ অতএব আমি হৃষ্টচিত্তে তোমাকে তাহা বিশেষরূপে কহিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৪॥

আত্মমন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পরসমন্বয়াৎ।
যোগেন গতকামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে॥ ৫॥

আত্মমন্ত্র অর্থাৎ প্রণবাত্মক যে মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয় যে হংস অর্থাৎ পরমাত্মা, তাঁহার ঐ প্রণবাত্মক মন্ত্রের সহিত পরস্পর সমন্বয় নিমিত্ত অর্থাৎ প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাবের সংসর্গ হেতুক যাঁহারা

আত্মতত্ত্ব-বিচাররূপ যোগদ্বারা বিগতকাম হইয়াছেন অর্থাৎ কামাদি ছয়টি রিপুকে জয় করিয়া হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যে ভাবনা অর্থাৎ সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের " তত্ত্বমসি ,, এই মহাবাক্য স্থিত তৎপদ প্রতিপাদ্য মায়োপাধিক পরব্রহ্মের সহিত ত্বম্‌পদ বাচ্য অবিদ্যোপাধিক জীবের ঐক্যরূপ যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তিনিই ব্রহ্মশব্দে কথিত হয়েন।৫॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ নিরূপণ করিতেছেন।

শরীরিণা মজস্যান্তং হংসত্বং পারদর্শনং।
হংসোহংসাক্ষরঞ্চৈতৎ কূটস্থং যত্তদক্ষরং।
যদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহ্যান্মরণজন্মনী॥ ৬ ॥

জীবের অবধীভূত যে হংসত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপত্ব প্রাপ্তি তাহাই জীবদিগের পরমজ্ঞান, এবং হংস অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও নশ্বর জীব এতদুভয়ের সাক্ষীভূত যিনি তিনিই কূটস্থচৈতন্যরূপ অক্ষর পুরুষ হয়েন। বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া জন্মমরণরূপ এই সংসারকে পরিত্যাগ করেন।৬।

গ্রন্থকারের আভাস।

সম্প্রতি অধ্যাহার ও অপবাদ ন্যায়দ্বারা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতেছেন।

কাকীমুখককারান্তো হ্যকারশ্চেতনাকৃতিঃ।
অকারস্য চ লুপ্তস্য কোঽনর্থঃ প্রতিপদ্যতে॥ ৭ ॥

" কাকী ,, এই শব্দের মধ্যে ক শব্দের অর্থ সুখ ও অক্ শব্দার্থ দুঃখ এবং ইন্ শব্দের অর্থ তদ্বিশিষ্ট ; সুতরাং যিনি কাকী তিনিই সুখ-দুঃখ শালি জীব ; কিন্তু ঐ কাকীশব্দের আদিস্থিত ককার বর্ণের পরে যে অকার তাহাই ব্রহ্মের চেতনস্বরূপ জীবাকার ন্যায় জানিবে, অর্থাৎ ঐ অকারই ব্রহ্মের চৈতনাকৃতি মূল প্রকৃতি ; ঐ অকারের লোপ হইলে কেবল সুখস্বরূপ ককারবর্ণ থাকে তাহাই অখণ্ডাদ্বিতীয় মহানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। সুখস্বরূপ ঐ ককারবর্ণ জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রতিপাদ্য হয়েন। অথবা হে ব্রহ্মাণ্ড ককার

বর্ণের অন্তস্থিত যে অকারবর্ণ-রূপ মূলপ্রকৃতি তৎপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও ; সুতরাং অকারার্থ মূলপ্রকৃতি বিলুপ্তা হইলে ককারার্থ সচ্চিদানন্দময় থাকে ; যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করেন্ তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন। ইতি কেচিৎ ॥ ৭ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা প্রাণায়াম পরায়ণ ও যোগধারণাদিযুক্ত উপাসকের অবান্তর ফল কহিতেছেন।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরং।
সর্ব্বকাল প্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥ ৮ ॥

যিনি গমনকালে ও স্থিতিকালে সর্ব্বদাই দেহমধ্যে প্রাণবায়ুকে ধারণ করেন অর্থাৎ প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়েন, সেই মনুষ্য সর্ব্বকাল প্রাণায়াম দ্বারা সহস্রবর্ষ জীবিত থাকেন। নবমে নিধনো নচ ইতি স্বরোদয়ঃ। অর্থাৎ মনুষ্যের দেহমধ্যে যে দ্বাদশাঙ্গুলি নিশ্বাস প্রবিষ্ট হয় তাহার নবমাঙ্গুলি বায়ু যে ব্যক্তি দেহমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন তাহার মৃত্যু হয় না ॥ ৮ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

এতদ্রূপ প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি তাহা কহিতেছেন।

যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৯ ॥

যত দূর পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত আকাশের আকার দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অণ্ডাকার আকাশ দৃষ্ট হয় ততদূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করিবেক। তদনন্তর আত্মাকে আকাশমধ্যে এবং আকাশকে আত্মমধ্যে স্থাপন করিবেক; সাধক আপন আত্মাকে আকাশমধ্যে স্থাপন করিয়া আর কিছু মাত্র চিন্তা করিবেন না; অর্থাৎ আকাশস্থিত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদি চিন্তা করিবেন না। ৯।

গ্রন্থকারের আভাস।

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মে অভিনিবেশ করেন, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান করেন, বায়ুশূন্যস্থানে দীপশিখার ন্যায় তাঁহার মন ও নিশ্বাস বায়ু স্থিরতর হয় অতএব সেই অবস্থার লক্ষণ কহিতেছেন।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
বহির্ব্যোমস্থিতং নিত্যং নাসাগ্রে চ ব্যবস্থিতং।
নিষ্কলং তং বিজানীয়াৎ শ্বাসো যত্রলয়ং গতঃ॥ ১০॥

ব্রহ্মবিৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মেতে স্থিত হওনানন্তর নিশ্চল জ্ঞানাবলম্বন করত অজ্ঞান রহিত হইয়া যাহাতে শ্বাসবায়ু লয় প্রাপ্ত হইতেছে সেই নাসাগ্রস্থিত যে বহিরাকাশ ও অন্তরাকাশ, অখণ্ডাদ্বিতীয় ব্রহ্মকে তত্রস্থ বলিয়া জানিবেন। ১০॥

গ্রন্থকারের আভাস।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানাবলম্বী হইয়া যেরূপে শ্রীশ্রীজগদীশ্বরকে ধ্যান করিতে হয় এক্ষণে তাহা কহিতেছেন।

পুটদ্বয়বিনির্ম্মুক্তো বায়ুর্যত্র বিলীয়তে।
তত্রসংস্থং মনঃকৃত্বা তং ধ্যায়েৎ পার্থ ঈশ্বরং॥ ১১॥

হে পার্থ! নাসিকাপুটদ্বয় হইতে শ্বাসবায়ু বিমুক্ত হইয়া যে স্থানে লয় প্রাপ্ত হয় সেই স্থানে অর্থাৎ হৃদয়কমলে মনকে সংস্থিত করিয়া বক্ষ্যমান প্রকারে পরম পরাৎপর জগদীশ্বরকে ধ্যান করিবেক। ১১॥

নির্ম্মলং তং বিজানীয়াৎ ষড়ূর্ম্মিরহিতং শিবং।
প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ং॥ ১২॥

সেই জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বরকে ষড়ূর্ম্মি রহিত অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্পাদি রহিত নিশ্চল ও মঙ্গলস্বরূপ ও নির্ম্মল অথচ প্রভাশূন্য ও মনঃশূন্য ও বুদ্ধিশূন্য এবং নিরাময় (নিব্যাজ) বলিয়া জানিবেন অর্থাৎ তাঁহাকে এতদ্রূপ জানিয়া ধ্যান করিবেন। ১২॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা সেইরূপ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির অর্থাৎ সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন।

সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ সতু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি যখন বিষয়াদি সর্ব্বশূন্য ও আভাস রহিত হইয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বরে নিশ্চল হওত অবস্থিতি করেন তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। ফলতঃ এতদ্রূপ সমাধিস্থ হইয়াও যিনি সেই জগদীশ্বরকে ত্রিশূন্য অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা রহিত বলিয়া জানিতে পারেন তিনি অচিরে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। ১৩।

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা সমাধিস্থিত পুরুষের বিশেষ২ লক্ষণ কহিতেছেন।

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে দেহী ন্যস্তসমাধিনা।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥ ১৪ ॥

জীব যৎকালীন সমাধিস্থ হয়েন তৎকালীন চৈতন্য জ্যোতিঃ করণক মায়া-চক্রের ভ্রমণহেতু তাঁহার দেহ ঊর্দ্ধাধোভাবে ঈষদান্দোলিত হইলেও তিনি সমাধিদ্বারা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে নিশ্চল বলিয়া জানিবেন ইহাও সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ। ১৪ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিয়া সম্প্রতি পরমাত্মার বিশেষ২ লক্ষণ কহিতেছেন।

অমাত্রং শব্দরহিতং স্বরব্যঞ্জনবর্জ্জিতং।
বিন্দুনাদকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১৫ ॥

যিনি পরমাত্মাকে মাত্রারহিত অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতাদি স্বর ব্যঞ্জন শব্দাত্মক পঞ্চাশৎ বর্ণরহিত, এবং বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার, ও নাদ অর্থাৎ কণ্ঠাদি স্থানোদ্ভূত ধ্বনি, ও কলা অর্থাৎ নাদৈকদেশ এই তিনের অতীত করিয়া জানিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ তিনিই সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

পুর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ দ্বারা যিনি পরমাত্মাকে জানিয়াছেন অধুনা তাঁহার সাধনাভাব কহিতেছেন।

প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে।
লব্ধশান্তিপদে দেহে ন যোগো নৈব ধারণং ॥ ১৬ ॥

সদ্গুরূপদিষ্ট মহাবাক্য জনিত অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা যাঁহার বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্মক জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তাঁহাকে যিনি হৃদয়কমলে সংস্থিত রূপে জানিয়াছেন এবং যাঁহার দেহেতে শান্তিপদ লাভ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি কামাদি রিপুবর্গকে পরাজয় পুর্ব্বক হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ করিয়াছেন সেই প্রশান্তচিত্ত যোগির আর যোগ ধারণাদি কোন প্রকার সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই; যেহেতু ফল সিদ্ধি হইলে কারণে প্রয়োজন থাকে না ॥ ১৬ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবন্মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরত্ব কহিতেছেন।

যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

বেদের আদি অন্ত মধ্যভাগে ওঁকারাত্মক যে স্বর উক্ত হইয়াছে যিনি সেই প্রকৃতিলীন প্রণবের পর অর্থাৎ প্রকৃতি-সংযুক্ত প্রণব হইতে শ্রেষ্ঠ হয়েন, তিনিই মহেশ্বর অর্থাৎ সেই অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানীই ঈশ্বর-স্বরূপ হয়েন। ১৭

গ্রন্থকারের আভাস।

আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে যে সকল সাধন কর্ত্তব্য হয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যে তত্তৎ সাধনের আবশ্যক থাকে না তাহা কতিপয় দৃষ্টান্তদ্বারা কহিতেছেন

নাবার্থী হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণেতু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং॥ ১৮ ॥

মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত নদীর পরপারগত না হয়েন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নৌকার প্রয়োজন হয় কিন্তু নদীর পরপারে গমন করিলে তাহার যেরূপ নৌকাতে আর কোন প্রয়োজন থাকে না; তদ্রূপ যদবধি জীবের আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষানুভব না হয় তদবধি তিনি যোগাভ্যাস প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারণাদির অনুষ্ঠান করিবেন কিন্তু আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার আর যোগাভ্যাসাদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই॥ ১৮॥

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ॥ ১৯ ॥

যে প্রকার ধান্যার্থি ব্যক্তি পালাল মর্দ্দন পূর্ব্বক ধান্য গ্রহণ করিয়া তৃণসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করে তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেষ শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানে তৎপর হওত পরিশেষে গ্রন্থসমূহকেও পরিত্যাগ করিবেন॥ ১৯ ॥

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ। ২০।

যে প্রকার অন্ধকার রজনীতে কোন দ্রব্য অন্বেষণার্থ মনুষ্য উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্রব্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উল্কাকে পরিত্যাগ করেন তদ্রূপ অবিদ্যা অন্ধকারাবৃত পরমার্থ-দিদৃক্ষু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উল্কাদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ যোগাভ্যাসাদি জ্ঞান সাধনও পরিত্যাগ করিবেন॥ ২০॥

যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং।
এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং। ২১।

যেরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির দুগ্ধে প্রয়োজন নাই, তদ্রূপ যিনি যোগাভ্যাস-দ্বারা পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া আনন্দামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহার প্রয়োজন কি? ২১ ॥

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য মস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ। ২২ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অমৃতদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এতদ্রূপ কৃতকৃত্য যোগির অপর কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই, যেহেতুক তিনি সকল তত্ত্ব অবগত আছেন, অর্থাৎ স্বদেহের ভোগ দৃষ্টির ন্যায় সাক্ষি চৈতন্য দ্বারা সর্ব্ব দেহের ভোগ দৃষ্টি থাকাতে তত্ত্বজ্ঞানির সম্বন্ধে সর্ব্বসুখ পর্য্যাপ্ত হয় সুতরাং তাঁহাকে কৃতকৃত্য বলা যায়। ফলতঃ তিনি লোকসংগ্রহার্থ কোন২ কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু যদ্যপি তিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিধি নিষেধাদি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তবে তিনি তত্ত্ববিদ্ নহেন ॥ ২২ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা পরমাত্মার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ কহিতেছেন ;

তৈলাধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবব্যঙ্গং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ২৩ ॥

প্রণবদ্বারা লক্ষ্য হয়েন এতদ্রূপ ব্রহ্মকে যিনি তৈলধারা এবং দীর্ঘঘণ্টার শব্দের ন্যায় বিচ্ছেদরহিত অথচ বাক্য মনের অগোচর বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, নচেৎ বেদ পাঠ করিলেই যে মনুষ্য বেদজ্ঞ হয়েন এমত নহে ॥ ২৩ ॥

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ২৪ ॥

যিনি জীবাত্মাকে অরণি অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ এবং প্রণবকে অপর অরণি কাষ্ঠ করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথনাভ্যাস করেন অর্থাৎ পুনঃ২ ধ্যান

করেন তিনি তদ্দ্বারা অর্থাৎ ধ্যানরূপ নির্ম্মথনাভ্যাস-দ্বারা অরণি কাষ্ঠস্থিত নিগূঢ় অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মাগ্নি দর্শন করেন ॥ ২৪ ॥

তাদৃশং পরমং রূপং স্মরেৎ পার্থ হ্যনন্যধীঃ।
বিধূমাগ্নিনিভং দেবং পশ্যেদত্যন্তনির্ম্মলং ॥ ২৫ ॥

হে পার্থ! ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় অত্যন্ত নির্ম্মল অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে জীব যাবৎ দর্শন করিবেক তাবৎ তাঁহার সেই উৎকৃষ্ট রূপকে অনন্যমনা হইয়া স্মরণ করিবেক অর্থাৎ সেই আনন্দস্বরূপেতেই অবস্থিতি করিবেক ॥ ২৫ ॥

দূরস্থোঽপি ন দূরস্থঃ পিণ্ডস্থঃ পিণ্ডবর্জ্জিতঃ।
বিমলঃ সর্ব্বদা দেহী সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! জীবাত্মা সর্ব্বদাই পরমাত্মা হইতে দূরস্থ হইয়াও তাহার সম্বন্ধে দূরবর্ত্তী নহেন, এবং এই পাঞ্চভৌতিক শরীরস্থ হইয়াও পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় শরীরের সহিত লিপ্ত নহেন। ফলতঃ এই জীবাত্মাই নির্ম্মল সর্ব্বব্যাপী ও স্বপ্রকাশ হয়েন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মা পরমা-আর সহিত [illegible]ভূত হয়েন ॥ ২৬ ॥

কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোঽপি ন জায়তে।
কায়স্থোঽপি ন ভুঞ্জানঃ কায়স্থোঽপি ন বধ্যতে ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ! জীবাত্মা শরীরস্থ হইয়াও শরীরস্থ নহেন অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানে বোধ হয় যে জীবাত্মা এই দেহমধ্যে আছেন, ফলতঃ তাহা নহে, এই মায়াময় দেহই আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে; এবঞ্চ জন্মমরণশীল এই দেহ-মধ্যস্থিত হইলেও তিনি জন্য নহেন; অর্থাৎ এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব দৃষ্ট হয় আত্মার ক্ষয়োদয় নাই; অপিচ এই ভোগ-সাধনশীল দেহমধ্যে অধিবাস করিলেও আত্মা কিছু মাত্র ভোগ করেন না, অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য বা জীব চৈতন্য এতদুভয়ের মধ্যে কেহই ভোক্তা নহেন তবে যে অজ্ঞ লোকসকল মিলিত সেই উভয়াত্মাকে ভোক্তা বলিয়া অভি-মান করে তাহা অজ্ঞান-নিমিত্ত, বাস্তবিক আত্মার ভোগ নাই; এবঞ্চ শত সহস্র বন্ধনযুক্ত দেহমধ্যে স্থিত হইলেও আত্মা কখন সুখ দুঃখরূপ সংসার-বন্ধনে বদ্ধ নহেন অর্থাৎ তিনি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও দেহের সহিত নির্লিপ্ত হয়েন ॥ ২৭ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা জগদীশ্বরের স্বরূপ কহিতেছেন।

তিলমধ্যে যথা তৈলং ক্ষীরমধ্যে যথা ঘৃতং।
পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ ফলমধ্যে যথা রসঃ ॥ ২৮ ॥
তথা সর্ব্বগতো দেহী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মনঃস্থো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥
কাষ্ঠাগ্নিবৎ প্রকাশেত আকাশে বায়ুবচ্চরেৎ ॥ ২৯ ॥

যে প্রকার তিলমধ্যে অর্থাৎ তিলের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়া তৈল ও ক্ষীরমধ্যে ঘৃত ও পুষ্পমধ্যে পারিমলাদি গন্ধ এবং ফলমধ্যে মধুরাদি রস থাকে তদ্রূপ জীবাত্মা এতদ্ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বগত হইয়াও দেহমধ্যে স্থিত হয়েন। অপিচ সমস্ত দেহির মনস্থ যে ঈশ্বর তিনি মনোমধ্যে অবস্থিতি করিয়া কাষ্ঠ-স্থিত স্বপ্রকাশ অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ; এবং নিখিল আকাশে অদৃশ্য বায়ু যদ্রূপ বিচরণ করে তদ্রূপ জীবগণের অদৃশ্য হইয়া হৃদয়াকাশে বিচরণ করিতেছেন ॥ ২৮।২৯ ॥

মনঃস্থং মনোমধ্যস্থং মনঃস্থং মনোবর্জ্জিতং।
মনসা মন আলোক্য স্বয়ং সিদ্ধ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৩০ ॥

যিনি হৃদয়স্থিত অথচ মনোমধ্যস্থ এবং অন্তঃকরণস্থিত হইয়াও মনোবর্জ্জিত অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্পাদি রহিত ; যোগিগণ এতদ্রূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ জগদীশ্বরকে মনোদ্বারা অন্তঃকরণমধ্যে অবলোকন-পূর্ব্বক স্বয়ং সিদ্ধ হয়েন ॥ ৩০ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন।

আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাস্পদং।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ৩১ ॥

যিনি মানসকে সঙ্কল্প বিকল্প রহিত ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী করিয়া সেই নিশ্চল সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন অর্থাৎ ইহাকেই সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩১ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিয়া অধুনা তাহার অবান্তর ফল কহিতেছেন।

যোগামৃতরসং পীত্বা বায়ু ভক্ষ্যঃ সদা সুখী।
যঃ সমভ্যস্যতে নিত্যং সমাধির্মৃত্যুনাশকৃৎ ॥ ৩২ ॥

যিনি বায়ুমাত্র ভোজন করিয়াও যোগরূপ অমৃতরস পান করতঃ সর্ব্বদা সুখী হওনার্থ প্রত্যহ সমাধি অভ্যাস করেন তিনি জন্মমরণাদিরূপ সংসারের বিনাশকারী হয়েন ॥ ৩২ ॥

ঊর্দ্ধ্বশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকং।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ৩৩ ॥

ঊর্দ্ধ্বশূন্য অর্থাৎ উপরিস্থিত চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্ররহিত কেবল শূন্যমাত্র এবং অধঃশূন্য অর্থাৎ নিম্নস্থিত পৃথিব্যাদি ভূত ভৌতিক পদার্থ শূন্য এবং মধ্যশূন্য অর্থাৎ দেহাদিশূন্য এতদ্রূপ সর্ব্বশূন্যাত্মক যে পরমাত্মা তাঁহাকে যিনি চিন্তা করেন তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন অর্থাৎ ইহাকেই নিরালম্ব সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩৩ ॥

শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতদ্রূপ সর্ব্বশূন্যাত্মক পরমাত্মার ভাবজ্ঞ যোগী সমস্ত পুণ্যপাপ হইতে পরিমুক্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধাদি শাস্ত্রের প্রত্যবায় নাই ॥ ৩৪ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

ভগবদুক্ত সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুকুল-চূড়ামণি পার্থবীর তাহার তাৎপর্য্য অববোধ করিয়াও লোকহিতার্থে অনভিজ্ঞের ন্যায় হওতঃ পুনর্ব্বার ভগবান নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ।। ৩৫ ।।

হে কেশব! যে ব্যক্তি যে বস্তু কখন দর্শন করে নাই সে ব্যক্তি সে বস্তু চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং যদ্যপি অদৃশ্য বস্তুর ভাবনা অসম্ভব হইল এবং দৃশ্য যে জগদাদি ভূতভৌতিক পদার্থ তাহাও বিনশ্বর; তবে যোগিগণ রূপাদি রহিত ব্রহ্মস্বরূপ সেই জগদীশ্বরকে কি প্রকারে ধ্যান করিবেক; তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশেষ বোধের নিমিত্তে আমাকে উপদেশ করুন্।৩৫।

গ্রন্থকারের আভাস।

অর্জ্জুনের এতদ্রূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান নারায়ণ তাহার বিশেষ বোধের নিমিত্তে পুনর্ব্বার সালম্ব সমাধির লক্ষণ কহিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং ।। ৩৬ ।।

যিনি ঊর্দ্ধাধো-মধ্যদেশাদি সর্ব্বত্রে পরপূর্ণ ভাবে বিরাজিত আছেন অর্থাৎ যিনি চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিব্যাদি ভূতভৌতিক পদার্থ সমূহের অন্তর্ব্বাহে পরিপূর্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন তিনিই আত্মা, যে ব্যক্তি আত্মাকে তাদৃশরূপে ধ্যান করেন তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন অর্থাৎ তাহার তাদৃশ ভাবনাকেই সালম্ব সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ।। ৩৬ ।।

গ্রন্থকারের আভাস।

সম্প্রতি অর্জ্জুন ভগবদুক্ত সালম্ব ও নিরালম্ব এতদুভয় সমাধির লক্ষণ শ্রবণ পূর্ব্বক তদুভয়েতেই দোষারোপণ করতঃ বিস্তারিতরূপে শ্রবণাভিলাষী হইয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

সালম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।
উভয়োরপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ।। ৩৭ ।।

হে কেশব! আমি সংশয় নিরধিতে নিমগ্ন হইয়া কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না, যেহেতুক আত্মা যদি সাকার হয়েন তবে তিনি অনিত্য হই-লেন অথবা যদি নিরাকার হয়েন তবে শশবিষাণ ন্যায় তাঁহার শূন্যত্বাপত্তি হয় অতএব যোগিগণ তাঁহাকে কিরূপ ভাবিয়া ধ্যান করিবেন তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ।। ৩৭ ।।

গ্রন্থকারের আভাস।

অর্জ্জুনের এতদ্রূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বিশেষ বোধের নিমিত্তে পুনর্ব্বার সালম্ব সমাধির লক্ষণ কহিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ং।
অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরংসুখী ।। ৩৮ ।।

যিনি হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া অর্থাৎ যিনি রাগদ্বেষাদি রহিত হইয়া নিরা-ময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান করতঃ অপনাকেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ অবলোকন করেন, তিনি চিদানন্দানুভবে পরমসুখী হয়েন ।। ৩৮ ।।

অর্জ্জুন উবাচ।

অক্ষরাণি সমাত্রাণি সর্ব্বে বিন্দুং সমাশ্রিতাঃ।
বিন্দুর্নাদেন ভিদ্যেত স নাদঃ কেন ভিদ্যতে ।। ৩৯ ।।

অর্জ্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! অকারাদি অক্ষর সকল সমাত্রা ও বিন্দু যুক্ত হয়, ফলতঃ সেই বিন্দু ভিন্ন হইয়া নাদে সমন্বিত হয় কিন্তু সেই নাদ বিভিন্ন হইয়া কোথায় সমন্বিত হয় তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ করুন্ ।। ৩৯ ।।

গ্রন্থকারের আভাস।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এতদ্রূপ প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক সেই নাদ যে ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয় ইহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদং॥ ৪০॥

ভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! অনাহত শব্দের যে নাদ তাহার মধ্যে জ্যোতিঃ অবস্থিতি করেন এবং সেই জ্যোতির মধ্যভাগে যে মনঃ থাকে তাহা ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়; সেই লয়স্থানকেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া জানিবেন॥ ৪০॥

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণান্তিকং।
নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য যত্র নাদো লয়ং গতঃ॥ ৪১॥

ওঁকার ধ্বন্যাত্মক নাদের সহিত প্রাণ বায়ুর উর্দ্ধগমন ক্রমদ্বারা সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া যে স্থলে সেই ওঁকার ধ্বন্যাত্মক নাদ লয় প্রাপ্ত হয় সেই স্থানকে বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া জানিবেন॥ ৪১॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অর্জ্জুন ভগবদুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া অধুনা জীবের দেহনাশ হইলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট কোথায় গমন করে তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রশ্ন করিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা।
প্রাণৈর্বিমুক্তে দেহে তু ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ক্ব গচ্ছতঃ॥ ৪২॥

অর্জ্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকর্ত্তৃক দেহ বিযুক্ত হইলে অর্থাৎ পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ এতৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ ঐ পাঁচে মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইলে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, কাহার সহিত কোথায় গমন করে তাহা আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন॥ ৪২॥

শ্রীভবানুবাচ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ।
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব যাশ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতা॥
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব্বে নিত্যমেবাভিমানতঃ।
জীবেন সহ গচ্ছন্তি যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥ ৪৩॥

শ্রীভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ রূপে আত্ম সাক্ষাৎকার না হয় তাবৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট ও পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ বিনির্ম্মিত মনঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী পঞ্চ দেবতা (দিক্ বায়ু অর্ক বরুণ অশ্বিনীকুমার) ইহারা অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা নিত্য অভিমান বশতঃ লিঙ্গশরীরোপাধিক জীবের সহিত গমন করে; অর্থাৎ যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি না হয় তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদির সমষ্টিরূপ লিঙ্গশরীরে আমি জীব বলিয়া একটি অভিমান থাকে, কিন্তু জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভদ্বারা ভ্রান্তিস্বরূপ এ অহঙ্কার নিবৃত্তি হইলেই পূর্ব্বোক্ত মনঃ প্রাণাদি সকলেই স্বীয়২ কারণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জীবের ভ্রান্তিরূপ অহঙ্কার বিনাশের সহিত তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টও বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৩॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা অর্জ্জুন মহাশয় ভ্রান্তিস্বরূপ জীবের জীবত্ব পরিত্যাগ কিপ্রকারে হয় তাহা জ্ঞাত হওনাভিলাষে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
জীবা জীবেন সিদ্ধ্যন্তি স জীবঃ কেন সিদ্ধ্যতি॥ ৪৪॥

অর্জ্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিমানি যে জীব তিনি সমাধিস্থিত হইয়া এতদ্ব্রহ্মাণ্ডস্থিত স্থাবর জঙ্গমাদি যে কিছু চরাচর বস্তু আছে সেই নিখিল বিশ্বাভিমানকে পরিত্যাগ করেন্ কিন্তু সেই জীবের ভ্রান্তিস্বরূপ যে জীবত্ব তাহা কাহার দ্বারা কি প্রকারে পরিত্যক্ত হয় তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন॥ ৪৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মুখনাসিকয়োর্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা।
আকাশঃ পিবতি প্রাণং স জীবঃ কেন জীবতি ॥ ৪৫ ।

শ্রীভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! মুখ নাসিকার মধ্যে যে প্রাণবায়ু সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে পঞ্চত্ব-কালীন, আকাশ সেই প্রাণবায়ুকে পান করে অর্থাৎ মৃত্যুকালে আকাশে সেই বায়ু লয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং তৎকালে জীব আর কাহার দ্বারা জীবিত থাকিবেক? জীবন ও প্রাণ এক পদার্থ, যেহেতুক একের অভাবে অন্যের অভাব হয় অর্থাৎ জীবন থাকিলে প্রাণ থাকে এবং প্রাণ না থাকিলেও জীবন থাকে না ॥ ৪৫ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা পাণ্ডুকুলতিলক পার্থবীর আকাশাতিরিক্ত পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ অবগত হইবার মানসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্না চাবেষ্টিতং জগৎ।
অন্তর্বহিস্তুতো ব্যোম কথং দেব নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্জ্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত যে আকাশ তদ্দ্বারা চরাচর বস্তুময় এই জগৎ বেষ্টিত আছে সুতরাং যদি আকাশ পদার্থ এতদ্ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্য স্থিত হইল তবে আকাশাতিরিক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকার বস্তু তাহা আমাকে উপদেশ করুন্। ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আকাশোহ্যবকাশশ্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! এই আকাশ অবকাশস্বরূপ অর্থাৎ শূন্যস্বভাব, কিন্তু এই অবকাশস্বরূপে এমত কোন অদৃশ্য পদার্থ আছে যাহাতে শব্দগুণ অনুমিত হয়, যেহেতুক শূন্যপদার্থের শব্দগুণ থাকা অসম্ভব, ফলতঃ সেই অদৃশ্য পদার্থকেই আকাশ কহা যায়; কেননা আকাশের কার্য্য বায়ুতে কেবল শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ থাকিলেও যখন বায়ুর রূপ নাই তখন তৎকারণ আকাশেরও যে রূপ নাই ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব সেই অদৃশ্য আকাশের কেবল শব্দমাত্র একগুণ কিন্তু যিনি শব্দরহিত সর্ব্বব্যাপি পদার্থ অর্থাৎ যাঁহাতে এই আকাশ ও বায়বাদি সমুদায় ভূত ভৌতিক পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়েন। ইতিশ্লোকার্থ।

হে অর্জ্জুন! যদি তুমি সেই সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মপদার্থের সত্ত্বা চর্ম্মচক্ষু-দ্বারা দর্শন করিতে অভিলাষী হও তবে মনোযোগ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। যদি বল নিরাকার সর্ব্বব্যাপি অথচ বাক্য মনের অগোচর যে ব্রহ্মপদার্থ তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা যে দর্শন করিতে পারা যায় এতদ্রূপ বাক্য বেদবিরুদ্ধ হয়। তাহার উত্তর এই যে আমিই স্বয়ং বেদস্বরূপ; বিশে-ষতঃ বেদাদি শাস্ত্রসমূহে তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া কথিত আছেন, অতএব যিনি স্বপ্রকাশ ও যাঁহার প্রকাশদ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে তাঁহাকে যে চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায় না বরং এতদ্রূপ বাক্যই বেদবিরুদ্ধ হয়: অতএব তুমি স্থিরচিত্তে আমার বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া সেই নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদার্থের সত্ত্বা দর্শন কর। ফলতঃ তাঁহার স্বরূপ বাক্য মনের অগোচর বটে। হে অর্জ্জুন! তুমি এবং আমি উভয়ে উপবেশন করিয়া আছি, কিন্তু আমারদিগের উভয়ের মধ্যে যে শূন্যস্বরূপ স্থান আছে তন্মধ্যে তুমি কি দর্শন করিতেছ? যদি বল ইহার মধ্যে কিছুই নাই; হে অর্জ্জুন! তুমি এমত কথা বলিও না, যেহেতুক এই শূন্য স্থানের মধ্যে অদৃশ্য আকাশ এবং বায়ু ও মৃত্তিকা জলাদির সূক্ষ্ম পরমাণু আছে, ফলতঃ তাহা আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে না, কিন্তু যাহা দৃষ্ট হই-তেছে সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ শূন্যের সত্ত্বাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ কর। ইহাতেও যদি তুমি এমত আপত্তি কর যে ইহার মধ্যে শূন্যব্যতীত অপর কিছু মাত্র দৃষ্ট হইতেছে না তবে পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে কহিতেছি শ্রবণ কর। শূন্য শব্দের অর্থ অভাব অর্থাৎ কিছুই নহে, কিন্তু যাহা কিছুই নহে তাহা মনুষ্যের দৃষ্ট হইবে কেন? বিশেষতঃ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষমধ্যে কিছুই নয় বলিয়া অতি প্রাচীন কালাবধি নরবিষাণ শশবিষাণ খপুষ্প ও ঘোটকাণ্ড প্রভৃতি ক-তকগুলি সত্ত্বাহীন পদার্থের নাম প্রচলিত আছে, বাস্তবিক ঐ পদার্থ সমূহের সত্ত্বা নাই বলিয়া কস্মিন্‌কালে কেহ তাহা দর্শন করিতে পারেন নাই; দর্শন

করা দূরে থাকুক বরং কেহ কখন বুদ্ধিদ্বারা ঐ সত্ত্বাহীন পদার্থ গুলির আকার প্রকার অনুমান করিতেও সক্ষম হয়েন নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে এই শূন্যস্বরূপ আকাশ অবিস্থিতি করিতেছে বলিয়া তাঁহার সত্ত্বাতেই আকাশের সত্ত্বাসিদ্ধি হইতেছে। সত্ত্বা হইতে শূন্যকে ভিন্ন করিয়া তাহার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা আর এক্ষণকার মত দৃষ্ট হইবেক না যেহেতুক তাহা খপুষ্পের ন্যায় অলীক পদার্থ। অতএব শূন্যাতীত যে সর্ব্বব্যাপি স্বপ্রকাশ পদার্থকে তুমি দর্শন করিতেছ এবং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে সেই সত্ত্বারূপি পূর্ণমঙ্গলস্বরূপ পদার্থকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হও। ইতি নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ॥ ৪৭॥

গ্রন্থকারের আভাস।

বাহ্য বস্তুর সহিত মনুষ্যের মনের কোন সম্বন্ধ নাই এবং মনের সহিত বাহ্য বস্তুরও কোন সংস্রব নাই সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আকাশাদি ভূত ভৌতিক পদার্থের সত্ত্বা দর্শনে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলেও তদ্দ্বারা জীবের মনের মায়িকতা (অজ্ঞানতা) বিনাশের সম্ভাবনা বিরহ। অতএব সেই সর্ব্ব ব্যাপি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে যেরূপে জীব আপন মনোমধ্যে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়া অজ্ঞানরহিত হয়েন অধুনা ভগবান্ নারায়ণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্যন্তি মানবাঃ।
দেহে নষ্টে কুতোবুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোঽজ্ঞতা॥ ৪৮॥

যোগিগণ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সমূহের নিরোধদ্বারা দেহমধ্যে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে অবলোকন করেন, তদনন্তর সেই অপ্বরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানির দেহ নষ্ট হইলেই দেহের সহিত তাঁহার বুদ্ধি বিনষ্ট হয় সুতরাং বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে তাহার অজ্ঞানতা আর কি প্রকারে থাকিতে পারে? অর্থাৎ তৎকালে জীব নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়েন। ৪৮॥

গ্রন্থকারের আভাস।

পূর্ব্বে ৪০ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শব্দদ্বারা যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন অর্জ্জুন মহাশয় তাহার অসম্ভাবনা বোধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

দন্তোষ্ঠতালুজিহ্বানামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে।
অক্ষরত্বং কুতস্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা।। ৪৯ ।।

অর্জ্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! যখন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে অকারাদি ধন্যাত্মক অক্ষর সমূহ কণ্ঠ তালু দন্তোষ্ঠ জিহ্বাদি স্থানকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইতেছে তখন তাহারদিগের অক্ষরত্ব অর্থাৎ অবিনশ্বরত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে বরং সর্ব্বদাই তাহারদিগকে বিনাশ্য বলিয়া কহিতে হইবেক।। ৪৯ ।।

শ্রীভগবানুবাচ।

অঘোষমব্যঞ্জন মস্বরঞ্চ
অতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং পরমুষ্মবর্জ্জিতং
তদক্ষরং নক্ষরতে কথিতং।। ৫০ ।।

শ্রীভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! অঘোষ অর্থাৎ উচ্চারণ প্রযত্ন নাদাদি রহিত ও ককারাদি ব্যঞ্জন ও অকারাদি স্বরবর্ণাতীত এবং স্বর ব্যঞ্জনাদি বর্ণের উৎপত্তিস্থান যে কণ্ঠ তালু নাসিকাদি অষ্টবিধস্থান তদ্ব্যতিরিক্ত ও রেখাতীত ও উষ্মবর্জ্জিত অর্থাৎ শ ষ স হকার এতচ্চতুষ্টয় বায়ুপ্রধান বর্ণ বর্জ্জিত এতদ্রূপ সর্ব্ববর্জ্জিত অথচ প্রণবদ্বারা লক্ষ্য হয়েন যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর বলিয়া জানিবেন যেহেতুক তিনি ক্ষয়োদয় রহিত হয়েন। ফলতঃ আমি তোমাকে ককরাদি অক্ষরসমূহের অক্ষরত্ব কহি নাই।। ৫০ ।।

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা যোগিগণ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আপন হৃদয় স্থিত জানিয়া কিপ্রকারে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন অর্জ্জুন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতাধিবাসিতং।
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন কথং সিধ্যন্তি যোগিনঃ॥ ৫১ ॥

অর্জ্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! যোগিগণ ইন্দ্রিয়-নিরোধ-দ্বারা পৃথিব্যাদি সমুদায় ভূত ভৌতিক পদার্থময় এতদ্ব্রহ্মাণ্ডগত ও সকল জীবের হৃদয়পদ্মস্থিত সেই নিরবয়ব ব্রহ্মপদার্থকে জ্ঞাত হইয়া কি প্রকারে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন তাহা-আমাকে উপদেশ করুন॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্যন্তি মানবাঃ।
দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোঽজ্ঞতা॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! যোগিগণ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য নিরোধদ্বারা দেহমধ্যে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করেন তদনন্তর যৎকালে সেই অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানির দেহ নাশ হয় তৎকালীন দেহের সহিত তাহার বুদ্ধিও স্বীয় কারণে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত হইলে তাহার অজ্ঞানতা আর কি প্রকারে থাকিতে পারে? অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে দেহনাশকালীন জীব নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়েন॥ ৫২ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

জীবগণ কোন্ কাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-নিরোধদ্বারা পরমাত্মার চিন্তা করিবেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা অর্জ্জুনকে কহিতেছেন।

তাবদেব নিরোধঃ স্যাৎ যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
বিদিতে চ পরে তত্ত্বে একমেবানুপশ্যতি॥ ৫৩ ॥

হে অর্জ্জুন! যাবৎ জীবের অপরোক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয় তাবৎ তাহার ইন্দ্রিয়-নিরোধদ্বারা পরমাত্মাকে চিন্তা করা কর্ত্তব্য, পরে যখন তাঁহার প্রত্যক্ষরূপে তত্ত্ব বোধ হয় তখন তিনি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে অভিন্ন

রূপে দর্শন করেন অর্থাৎ তৎকালে তিনি একমাত্র সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মপদার্থের সহিত অভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করেন, সুতরাং তৎকালে তাঁহার আর ইন্দ্রিয় নিরোধের আবশ্যকতা থাকে না ॥ ৫৩ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

তৎকালে তাহার ইন্দ্রিয় নিরোধের কেন আবশ্যকতা থাকে না অধুনা ভগবান তাহা কহিতেছেন।

নবছিদ্রান্বিতা দেহাঃ স্রবন্তে জালিকা ইব।
ব্রহ্মনৈব ন শুদ্ধং স্যাৎ পুমান্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ ৫৪ ॥

হে অর্জ্জুন! যে প্রকার ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র হইতে নিরন্তর বারি ক্ষরিত হয় সেই প্রকার ইন্দ্রিয়রূপ নবছিদ্রযুক্ত দেহঘট হইতে সর্ব্বদাই জীবের জ্ঞানবারি ক্ষরিত হইতেছে সুতরাং যাবৎ পুরুষ ইন্দ্রিয় নিরোধদ্বারা ব্রহ্মের ন্যায় বিশুদ্ধ অর্থাৎ দেহাভিমান ও রাগদ্বেষাদি রহিত না হয়েন তাবৎ তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে জানিতে সক্ষম হয়েন না ॥ ৫৪ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবন্মুক্ত পুরুষের শৌচাদির অনাবশ্যকতা কহিতেছেন।

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং মত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥

হে অর্জ্জুন! মলমূত্রের আধারহেতুক এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অতিশয় মলিন কিন্তু এতদ্দেহে চৈতন্যরূপি যে আত্মা অধিবাস করিতেছেন সুখদুঃখাদি সংসারধর্ম্ম রহিতত্ব হেতু তিনি অত্যন্ত নির্ম্মল হয়েন। যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভদ্বারা দেহ ও আত্মার এতদ্রূপ অন্তরত্ব বুঝিয়াছেন তিনি আর কাহার শৌচাশৌচ বিধান করিবেন? অর্থাৎ স্নানাদিদ্বারা মলিন দেহেরই শুদ্ধি হয় কিন্তু স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ যে আত্মা তাঁহার আর শৌচাদির প্রয়োজন কি?। ৫৫ ॥

সুবোধানুবাদে এইপর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত উত্তরগীতার প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা অর্জ্জুন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরং।
অহং ব্রহ্মেতি নির্দ্দেষ্টুঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিতেছেন।

হে কেশব! জীবাত্মা তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচারদ্বারা সেই পরব্রহ্মকে সর্ব্বগত ও সর্ব্বান্তর্যামী ও সকলের বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ামকরূপে জ্ঞাত হইয়া "আমিই সেই ব্রহ্মপাদার্থ,, এতদ্রূপ যে নির্দ্দেশ করেন তাহার প্রমাণ কি আছে? অর্থাৎ নির্ব্বিকার পরমাত্মার সহিত সবিকার জীবাত্মার কি প্রকারে ঐক্য সম্ভব হয় তাহা আমাকে উপদেশ করুন॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং।
অবিশেষো ভবেৎ তত্ত্বে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান কহিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! যে প্রকার কোন পাত্র হইতে জলে জল, ক্ষীরে ক্ষীর ও ঘৃতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে তাহা মিশ্রিত হইয়া অবিশেষ হয় তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এতদুভয়ের ঐক্য সম্ভব হয়, অর্থাৎ যে প্রকার পাত্রস্থিত জল ও নদীর জল এতদুভয় জল এক বস্তু হইলেও পাত্ররূপ

উপাধিদ্বারা নদীজল হইতে পাত্রস্থিত জল ভিন্ন হয় তদ্রূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এতদুভয়েই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য হইলেও অবিদ্যারূপ উপাধিস্থিত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাকে ভিন্ন বলা যায় পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞান-লাভে অবিদ্যা উপাধি ক্ষয় হইলে পাত্রচ্যুত জলের জল-মিশ্রিতের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত নির্ব্বিশেষ হয়েন ॥ ২ ॥

জীবে পরেণ তাদাত্ম্যং সর্ব্বগং জ্যোতিরীশ্বঃ।
প্রমাণলক্ষণৈ জ্ঞেয়ং স্বয়মেকাগ্রবেদিনা ॥ ৩ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শাস্ত্রবাক্যরূপ প্রমাণলক্ষণদ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যানুভব করেন সর্ব্বব্যাপি জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়েন। অর্থাৎ যেহেতুক ঘটাদি জড়-পদার্থের ন্যায় পরমাত্মা জ্ঞেয় নহেন অতএব তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার-দ্বারা নিরন্তর,জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যানুভবরূপ সাধনানুষ্ঠান করি-বেক, পশ্চাৎ সেই সাধনদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পরমাত্মা স্বয়ং সেই সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন। যে প্রকার ঘটাদি জড়পদার্থ দর্শন করিতে হইলে চক্ষু ও প্রদীপাদি একটি জ্যোতি এই উভয় পদার্থের প্রয়োজন হয় কিন্তু দীপাদি জ্যোতিঃ পদার্থকে দর্শন করিতে একমাত্র চক্ষু ব্যতীত অন্য কোন জ্যোতির প্রয়োজন থাকে না; সেই জ্যোতিঃ পদার্থ স্বয়ং প্রকাশিত হয় তদ্রূপ জ্ঞাতা এবং জ্ঞানান্তরের অভাবহেতু পরমাত্মা অজ্ঞেয়; সুতরাং মনোদ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না; দীপাদি জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানেনৈব ভবেজ্জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেনতু।
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণং ॥ ৪ ॥

হে অর্জ্জুন! জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার এতদ্রূপ ঐক্যানুভবাত্মক জ্ঞানদ্বারা যখন পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞেয় হয়েন তখন সাধক তাঁহাকে অপরোক্ষে জ্ঞাত হইয়া সেই জ্ঞানদ্বারাই জীবন্মুক্ত হয়েন সুতরাং পুনর্ব্বার তাহার আর যোগধারণাদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না ॥ ৪ ॥

জ্ঞানেন দীপিতে দেহে বুদ্ধি ব্রহ্মসমন্বিতা।
ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্নির্দহেৎ কর্ম্মবন্ধনং ॥ ৫ ॥

হে অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের বুদ্ধি ব্রহ্মেতে সমন্বিতা ও জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা দেহ প্রদীপ্ত হইলে তিনি সেই ব্রহ্মরূপ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সমুদায় শুভাশুভ কর্ম্মবন্দনকে ভস্মসাৎ করেন ॥ ৫ ॥

ততঃ পবিত্রং পরমেশ্বরাখ্য
মদ্বৈতরূপং বিমলাম্বরাভং।
যথোদকে তোয়মনুপ্রবিষ্টং
তথাত্মরূপো নিরুপাধি সংস্থিতঃ॥ ৬ ॥

হে অর্জ্জুন: তদনন্তর নির্ম্মল আকাশের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বব্যাপি যে পরমাত্মা তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে জানিয়া জলে জল-প্রবিষ্টের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষ উপাধিরহিত হইয়া আত্মরূপে সেই পরমাত্মাতেই সংস্থিত হয়েন॥ ৬॥

আকাশবৎ সূক্ষ্মশরীর আত্মা
ন দৃশ্যতে বায়ুবদন্তরাত্মা।
সবাহ্যচাভ্যন্তর নিশ্চলাত্মা
অন্তর্মুখঃ পশ্যতি তত্ত্বমৈক্যং॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরী সুতরাং কাহারো নয়নগোচর হয়েন না এবং বায়ুবৎ যে অন্তরাত্মা অর্থাৎ মনঃ তিনিও দৃশ্য পদার্থ নহেন কিন্তু যিনি বাহ্যাভ্যন্তর স্থিত হইয়া অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থিত হইয়া নিশ্চলাত্মা হয়েন সেই অন্তর্মুখচিত্ত মহাযোগী তদুভয়ের ঐক্যতা জানেন॥ ৭॥

যত্র তত্র মৃতোজ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যথা সর্ব্বগতং ব্যোম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন! যে প্রকার একমাত্র সর্ব্বব্যাপি আকাশ পদার্থ ঘট পট মঠাদি অশেষ উপাধিগত হইয়া ভিন্নং হইলেও তত্তৎ উপাধিনাশে সেই

মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকারে মৃত্যু হউক দেহরূপ উপাধি বিনাশে তিনি সেই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

শরীরব্যাপি চৈতন্যং জাগ্রদাদি প্রভেদতঃ।
ন হ্যেকদেশবর্ত্তিত্ব মন্বয়ব্যতিরেকতঃ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! দেহব্যাপি যে চৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা তাঁহাকে অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভেদে তিন অবস্থার অতীত বলিয়া জানিবেন। যে প্রকার অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারিবে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। হে অর্জ্জুন! স্বপ্নাবস্থায় এতৎ স্থূলদেহ বিষয়ক জ্ঞানের অভাব হইলেও তৎকালে স্বপ্নসাক্ষিরূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিদ্যমানতা তাহাকে এস্থলে অন্বয় কহা যায় এবং আত্মার বিদ্যমানতা থাকিলেও স্থূলদেহ-বিষয়ক যে জ্ঞানের অভাব তাহাকে ব্যতিরেক কহা যায়। এই অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে জাগ্রদবস্থায় জীব যে স্থূলদেহে অভিমান প্রকাশ করেন সেই স্থূল দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন হয়েন। এবঞ্চ সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মদেহ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ বায়ু এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাবয়বকে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মদেহ কহা যায়) বিষয়ক জ্ঞানের অভাব হইলেও তদবস্থায় সাক্ষিরূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিদ্যমানতা তাহাকে এস্থলে অন্বয় বলা যায় এবং আত্মার বিদ্যমানতা থাকিলেও সূক্ষ্মশরীর বিষয়ক যে জ্ঞানের অভাব তাহাকে ব্যতিরেক কহা যায়। এই অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা জানিতে পারা যায় যে স্বপ্নাবস্থাতে জীব যে সূক্ষ্মশরীরে অভিমান প্রকাশ করেন আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন। অপিচ সমাধিকালে আনন্দময়কোষ অর্থাৎ কারণদেহরূপ অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের অভাব হইলেও তদবস্থায় সাক্ষিরূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিদ্যমানতা তাহাকে এস্থলে অন্বয় বলা যায় এবং আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও কারণশরীররূপ অজ্ঞান বিষয়ক যে জ্ঞানের অভাব তাহাকে ব্যতিরেক কহা যায়। এই অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে সুষুপ্তিকালে জীবের যে কারণশরীর থাকে আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন। হে অর্জ্জুন! এই তিন প্রকার অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা আত্মাকে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত বলিয়া জানিবেন। ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৯ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা ভগবান ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রথম সোপান স্বরূপ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ফল কহিতেছেন।

মুহূর্ত্তমপি যো গচ্ছেন্নাসাগ্রে মনসা সহ।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং তস্য জন্মশতার্জ্জিতং ॥ ১০ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি মুহূর্ত্তকালও মনের সহিত নাসাগ্রে গমন করেন অর্থাৎ চৈতন্য জ্যোতিঃ অনুভব করণার্থ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তিনি শত জন্মার্জ্জিত সমুদায় পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ১০ ।

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা ভগবান ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের দ্বিতীয় সোপান স্বরূপ নাড়ীপ্রভৃতির নাম ও স্থানাদি কহিতেছেন।

দক্ষিণা পিঙ্গলানাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী ॥ ১১ ॥

হে অর্জ্জুন! দেহের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ দক্ষিণ পদের নিম্নস্থানাবধি মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা পিঙ্গলা নাম্নী যে নাড়ী আছে বহ্নিমণ্ডলের ন্যায় প্রাকাশবিশিষ্টা অথচ পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী সেই নাড়ীকে দেবযান বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ঐ পিঙ্গলা নাড়ীতে মনকে স্থাপন করিয়া যে সাধক উত্তমরূপে সাধনা করেন তিনি দেবতার ন্যায় আকাশমার্গে অরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে সক্ষম হয়েন তৎপ্রযুক্ত ঐ পিঙ্গলা নাড়ী দেবযান বলিয়া কথিত হয় ॥ ১১ ॥

ঈড়া চ বাম নিশ্বাস সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

দেহের বামাংশে অর্থাৎ বামপদতলাবধি মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা যে ঈড়া নাম্নী নাড়ী আছে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অল্প প্রকাশবিশিষ্টা অথচ বামনাসিকাস্থিতা সেই নাড়ীকে পিতৃযান বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ অল্প প্রকাশবিশিষ্টা ঐ ঈড়ানাড়ীতে মনকে স্থাপন করিয়া যে সাধক উত্তমরূপে সাধনা করিতে পারেন তিনি গগণমার্গে আরূঢ় হইয়া পিতৃলোকস্থান চন্দ্রমণ্ডলপর্য্যন্ত গমন করিতে সক্ষম হয়েন এতন্নিমিত্ত ঐ ঈড়ানাড়ী পিতৃযান বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২ ॥

গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্তু দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥ ১৩॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ॥ ১৪॥

যেপ্রকার বীণাযন্ত্রের অলাবু হইতে বীণাদণ্ড নামক একখানি দীর্ঘ কাষ্ঠ লম্বিত থাকে তদ্রূপ জীবের মূলাধার অবধি মস্তকপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দেহধারণ কারি যে দীর্ঘ অস্থি আছে মেরুদণ্ড নামক সেই অস্থিই ব্রহ্মদণ্ড বলিয়া কথিত হয়। ঐ ব্রহ্মদণ্ড নামক অস্থির মধ্যদিয়া যে সূক্ষ্মছিদ্র আছে, মস্তকাবধি মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সেই ছিদ্রান্তর্গতা নাড়ীই বুধগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মনাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না বা জ্ঞাননাড়ী বলিয়া কথিতা হয়॥ ১৩॥ ১৪॥

ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং॥ ১৫॥

হে অর্জ্জুন! বামাঙ্গস্থিতা ঈড়া ও দক্ষিণাঙ্গস্থিত পিঙ্গলা এতদুভয় নাড়ীর মধ্যদেশে অতিশয় সূক্ষ্মরূপিণী যে সুষুম্না নাড়ী তাহাতেই সমস্ত জ্ঞাননাড়ী প্রতিষ্ঠিতা আছে, এবং সেই নাড়ী হইতেই অসংখ্য সূক্ষ্ম২ নাড়ী সর্ব্বতোমুখ হইয়া শরীরের সর্ব্বাবয়বে গমন করিয়াছে। অর্থাৎ জীবের মস্তকস্থিত সহস্র-দল পদ্ম-হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া মেরুদণ্ডের ছিদ্রমধ্যে যে ধমনী (অতিসূক্ষ্ম নাড়ীবিশেষ) প্রবিষ্টা হইয়াছে তাহাকেই সুষুম্নানাড়ী কহা যায়। ঐ ধমনীহইতে প্রথমতঃ নয় গোছা ধমনী উৎপন্ন হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহে গমন করিয়াছে তদ্দ্বারা দর্শনাদি ইন্দ্রিয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদনন্তর মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গাঁইট হইতে যে এক২ যোড়া পঞ্জরাস্থি উৎপন্ন হইয়াছে সেই পঞ্জরাস্থির মূলদেশে সুষুম্নানাড়ী হইতে দুই পার্শ্ব দিয়া ক্রমশঃ ৩২ দ্বাত্রিংশৎ গোছা ধমনী উৎপন্না হইয়া অসংখ্য মুখবিশিষ্টা হওতঃ দেহের সর্ব্বাবয়বে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে; তদ্দ্বারা জীবের স্পর্শজ্ঞান ও পরিপাকাদি অপরাপর দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। ধমনী সূত্রের ন্যায় এমত সূক্ষ্ম পদার্থ যে চারিপাঁচ সহস্র ধমনী একত্রিত হইয়া না থাকিলে তাহা চক্ষুর্দ্বারা মনুষ্য দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন না। ফলতঃ জীবের ধমনী এতাদৃশ সূক্ষ্ম হইলেও তাহা ছিদ্রময় নলাকার পদার্থ; সেই ছিদ্রমধ্যে তৈলের ন্যায় যে এক প্রকার দ্রব পদার্থ আছে সেই পদার্থেতেই চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়েন; এতন্নিমিত্ত বুধগন ঐ অসংখ্য ধমনীর মূলাধার যে সুষুম্না নাড়ী তাহাকে জ্ঞাননাড়ী কহিয়া থাকেন এবং যোগিগণ ঐ অসংখ্য সূক্ষ্ম২ ধমনীর সহিত সুষুম্না নাড়ীকে জীবনবৃক্ষ বলিয়া নাম দিয়াছেন। ইতি তাৎপর্য্যার্থ॥ ১৫॥

তস্যামধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকাঃ দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ।
দ্বীপাশ্চ নিম্নগাবেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যাকুলাক্ষরাঃ।
স্বরমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগঃ।
বীজং জীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥ ১৬॥

হে অর্জ্জুন! চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ এবং ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, পূর্ব্বাদি দশ দিক্, বারাণস্যাদি ধর্ম্মক্ষেত্র, লবণাদি সপ্ত সমুদ্র, হিমালয়াদি পর্ব্বত ও শিলাসমূহ, জম্বাদি সপ্ত দ্বীপ, গঙ্গাদি সপ্তনদী, ঋগাদি চারিবেদ, মীমাংসাদি শাস্ত্রবিদ্যা, অকারাদি ষোড়শ স্বর ও ককারাদি চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণ, গায়ত্র্যাদি মন্ত্রসমূহ, ব্রহ্মাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি গুণত্রয়, মহদাদি বীজাত্মক জীব ও তাহাদিগের আত্মা, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ও নাগাদি পঞ্চবায়ু এই সমস্ত পদার্থযুক্ত এই বিশ্বসংসার সেই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ জীবের ইন্দ্রিয়-গোচর হয় তৎসাবৎ সুষুম্না নাড়ীতে (জীবের অন্তঃকরণে) প্রতিবিম্বিত আছে তন্নিমিত্ত জ্ঞানিগণ এতদ্দেহকে ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড কহিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যৎকালে তুমি চন্দ্রসূর্য্যাদি কোন দৃষ্ট পদার্থ স্মরণ কর, তৎকালে তোমার মন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া বাহ্য পদার্থের নিকটগামী হয়েন না; কিন্তু অন্তরে অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীতে চন্দ্র সূর্য্যাদির যে প্রতিবিম্ব আছে তাহাই দর্শন করেন। কেননা জীবের মন যদ্যপি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজমার্গে গমন করিতে পারিত, তাহা হইলে রাজপথে কিং বস্তু আছে এবং কোথায় কি ঘটনা হইতেছে তাহা অনায়াসে জানিতে পারিত। হে পাণ্ডুকুলচূড়ামণে! তুমি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ জীব যৎকালে বাহ্যস্থিত কোন বিস্মৃত পদার্থকে স্মরণ করেন তৎকালে তিনি নাসিকা বিস্তার করিয়া ঈষৎ ঊর্দ্ধমুখ হওতঃ প্রাণবায়ুর সহিত সুষুম্না-মূলে (মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যে স্থানে শিখা থাকে) গমনপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া সেই বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তির কোন পীড়াবশতঃ মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া স্মরণমার্গ একবারে রুদ্ধ হইয়া যায় জ্ঞানমার্গ-রোধ-হেতু সেই মনুষ্য উন্মত্ত হইয়া থাকে। অতএব সুষুম্না নাড়ীই যে জ্ঞাননাড়ী তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ যেহেতুক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে অবস্থিতি করিতেছে অতএব জ্ঞাননাড়ীতে সেই ব্রহ্মপদা-

র্থের প্রতিবিম্ব থাকাতে, সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যমানতা তাহাতে (সুষুম্নানাড়ীতে) সম্ভব হয়। ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৬॥

নানা নাড়ী প্রসবগং সর্ব্বভূতান্তরাত্মনি।
ঊর্দ্ধ্বমূল মধঃ শাখং বায়ুমার্গেণ সর্ব্বগম্ ॥ ১৭ ॥

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মার আধার যে সুষুম্নানাড়ী তাহা হইতে নানা নাড়ী উৎপন্না হইয়া শরীরের সর্ব্বাবয়বে গমন করাতে সেই সুষুম্না নাড়ী ঊর্দ্ধ্বদিগে মূল ও অধোভাগে শাখাবিশিষ্ট একটি বৃক্ষের ন্যায় হইয়া আছে; তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষ প্রাণবায়ু-দ্বারা তাহার (সুষুম্না-নাড়ীরূপ বৃক্ষের) সর্ব্বদেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাণবায়ুর সহিত জীবনবৃক্ষের ভিন্ন২ শাখাতে আরোহণ করিয়া ভিন্ন২ প্রকারে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি নাড্যাঃস্যু র্বায়ুগোচরাঃ।
কর্ম্মমার্গেণ শুষিরা তির্য্যঞ্চ শুষিরাত্মিকা ॥ ১৮ ॥

হে অর্জ্জুন! এতদ্দেহমধ্যে বায়ুদ্বারা গমনানুকূল ছিদ্রাত্মিকা ৭২০০০ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে, যোগিপুরুষ সরলভাবে পুনরাবৃত্তিরূপ কর্ম্ম-দ্বারা সেই সমস্ত নাড়ী জ্ঞাত হয়েন। অর্থাৎ যেপ্রকার নিরুহণ যন্ত্র (পিচ-কারি) দ্বারা জলোত্তোলন ও নিক্ষেপ কালীন তাহার দণ্ড সরলভাবে ছিদ্র-মধ্যে গমনাগমন করে তদ্রূপ যোগিগণ সেই সমস্ত ছিদ্রযুক্তা সূক্ষ্ম২ নাড়ীর মধ্যে বায়ুর সহিত গতিবিধি করিয়া তৎসমূহ জ্ঞাত হয়েন ॥ ১৮ ॥

অধশ্চোর্দ্ধ্বং গতাস্তাস্তু নবদ্বারিণি রোধয়ন।
বায়ুনা সহজীবোর্দ্ধ্ব জ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥

হে অর্জ্জুন! সুষুম্নানাড়ী হইতে যে সকল নাড়ী উৎপন্না হইয়া ঊর্দ্ধ্বাধো দেশে ইন্দ্রিয়রূপ নবদ্বারাদি স্থানে গমন করিয়াছে জীব বায়ুর সহিত ঊর্দ্ধ্ব-জ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ উপরিস্থিত জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ সেই দ্বারসমূহ জ্ঞাত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দর্শনাদি কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইতেছে ইহা যিনি বুঝিতে পারেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৯ ॥

গ্রন্থকারের আভাস।

যেরূপে ইন্দ্রিয়কার্য্য জ্ঞাত হইতে পারিলে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন অধুনা ভগবান তাহা কহিতেছেন।

অমরাবতীন্দ্রলোকেঽস্মিন্নাসাগ্রে পূর্ব্বতোদিশি।
অগ্নিলোকাস্থথজ্ঞেয় শ্চক্ষুস্তেজোবতীপুরী॥ ২০ ॥

হে অর্জ্জুন! এই সুষুম্না নাড়ীর পূর্ব্বদিগে নাসাগ্রে অমরাবতী নামক ইন্দ্রলোক আছে এবং নয়নমধ্যে তেজোবতী নামা যে পুরী আছে তাহাকে অগ্নিলোক বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে এতদ্রূপ কথিত হইয়াছে যে সুষুম্না নাড়ী হইতে নয় গোছা ধমনী বা জ্ঞাননাড়ী উৎপন্না হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে গমন করিয়াছে তদ্দ্বারা জীবের দর্শনাদি জ্ঞান সম্পন্ন হয় তাহাই পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া কহিতেছি। প্রথমতঃ এক গোছা ধমনী চক্ষুর নিকট গমন পূর্ব্বক একটি মণ্ডলাকার হওতঃ তদনন্তর দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই ধমনীর মণ্ডলটিকেই তেজোবতী পুরী কহা যায়; এবং যে ধমনী নাসিকায় গমনপূর্ব্বক মণ্ডলাকার হওতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উভয় নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই মণ্ডলটির নাম অমরাবতী বলিয়া জানিবেন। ইতি তাৎপর্য্যার্থ॥ ২০॥

যাম্যাং সংযমনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
নৈর্ঋতোহ্থ তৎপার্শ্বে নৈর্ঋতোলোক আশ্রিতঃ॥ ২১ ॥

হে অর্জ্জুন! দক্ষিণদিগে কর্ণসমীপে সংযমনী নাম্নী যমলোক ও তৎপার্শ্বে নৈঋত দেবতা সম্বন্ধীয় নৈঋত নামক লোক আছে। অর্থাৎ গবাদি মনুষ্য পর্য্যন্ত শস্যভক্ষক জীবের কর্ণমূলে এমত একটি স্থান আছে যে স্থানে একটি অঙ্গুলি দ্বারা প্রহার করিলেও জীব অচৈতন্য হয় গুরুতরত আঘাত করিলে যে প্রাণ বিয়োগ হয় ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। ফলতঃ সেই স্থানকেহ সংযমনী বা যমলোক কহা যায়! এবঞ্চ পূর্ব্বোক্ত যমলোকের পার্শ্বেতেই যে স্থানে নৈঋত লোক অর্থাৎ রাক্ষস লোক আছে সেই রাক্ষস লোকের (ধমনীমণ্ডলের) সাহায্যেই জীব মাংসাদি কঠিন দ্রব্য চর্ব্বন করিয়া ভক্ষণ করে। ইতি তাৎপর্য্যার্থ॥ ২১॥

বিভাবরী প্রতিচ্যান্তু পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী।
বায়োর্গন্ধবতী কর্ণপার্শ্বে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২২ ॥

পশ্চিমদিগে পৃষ্ঠমধ্যে বিভাবরী নাম্নী বরুণ সম্বন্ধীয় পুরী এবং কর্ণপার্শ্বে যে গন্ধবতী পুরী আছে তাহাতে বায়ুলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ স্নান করিয়া আহ্নিক করিবার সময়ে সাধারণ লোকে পৃষ্ঠের যে স্থান জলসংযুক্ত অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করে সেই স্থানকেই বিভাবরী কহা যায়। ঐ স্থানে যে ধমনীমণ্ডল আছে তাহাতে মনঃ সংযোগ করিবামাত্র জীব মায়ামেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হয়। এবঞ্চ কর্ণসমীপে চন্দনাদি ধারণ করিলে যে স্থান হইতে নাসিকামধ্যে পরমাণুর সহিত গন্ধ আগত হয় সেই স্থানকেই গন্ধবতী এবং যে স্থানের বায়ুদ্বারা নাসিকায় গন্ধ আগত হয় সেই স্থানকে বায়ুলোক বলিয়া জানিবেন। ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২২ ॥

সৌম্যাং পুষ্পবতী সৌম্যা সোমলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
বামকর্ণেতু বিজ্ঞেয়া দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥

সুষম্না নাড়ীর উত্তরদিগে কণ্ঠদেশাবধি বামকর্ণপর্য্যন্ত কুবের সম্বন্ধীয় পুষ্পবতী পুরীতে বামদেহ আশ্রয় করিয়া চন্দ্রলোক অবস্থিতি করিতেছে। ২৩ ॥

বামচক্ষুষিচৈশানী শিবলোকো মনোন্মনী।
মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মপুরীজ্ঞেয়া ব্রহ্মাণ্ডং দেহসংশ্রিতম্ ॥ ২৪ ॥

বামনয়নে ঈশানসম্বন্ধীয় মনোন্মনী নাম্নী শিবলোক আছে এবং মস্তকে যে ব্রহ্মপুরী আছে তাহাকেই দেহাশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ এই ব্রহ্মপুরীকেই সুষুম্নামূল বা মনোময় জগৎ বলিয়া জানিবেন ॥ ২৪ ॥

পাদাদধঃ স্থিতোঽনন্তঃ কালাগ্নিঃ প্রলয়াত্মকঃ।
অনাময় মধশ্চোর্দ্ধং মধ্য মন্তর্বহিঃ শিবম্ ॥ ২৫ ॥

প্রলয়কালের অগ্নিসদৃশ যে অনন্ত তিনি পদতলে অবস্থিতি করিতেছেন; সেই নিরাময় অনন্তদেব ঊর্দ্ধাধো মধ্য অন্ত বহির্দ্দেশাদি সর্ব্বত্র মঙ্গলদায়ক হয়েন। অর্থাৎ জীব যৎকালে সুষুম্না নাড়ীদ্বারা আনন্দামৃত পান করেন তৎকালে ঊর্দ্ধাধো মধ্যদেশাদিতে যে বাধা জন্মে পদতলস্থিত অনন্তদেবের প্রতি মনঃসংযোগ করিবামাত্র সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সাধকসমূহ এই মহামঙ্গলদায়ক অনন্তদেবকে কদাচ বিস্মৃত হইবেন না ॥ ২৫ ॥

অধঃপাদেঽতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ।
নিতলং পাদসন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

হে অর্জুন! পাদাধঃ প্রদেশকে অতল ও পাদকে বিতল ও পাদসন্ধি-স্থানকে অর্থাৎ গুল্‌ফের উপরিভাগের গাঁইটকে নিতল ও জঙ্ঘা প্রদেশকে সুতল বলিয়া জানিবেন॥ ২৬॥

মহাতলংহি জানুঃস্যাৎ উরুদেশে রসাতলম্।
কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতাল সংজ্ঞয়া ॥ ২৭ ॥

এবং জানুদেশকে মহাতল ও উরুদেশকে রসাতল ও কটিদেশকে তলাতল বলিয়া জানিবেন। এই প্রকারে যে সপ্ত পাতাল জীবের দেহমধ্যে ব্যবস্থিত আছে তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইবেন॥ ২৭॥

কালাগ্নি নরকং ঘোরং মহাপাতাল সংজ্ঞয়া।
পাতালং নাভ্যধোভাগে ভোগীন্দ্র ফনিমণ্ডলম্।
বেষ্টিতঃ সর্ব্বতোঽনন্তঃ সবিভ্রজ্জীব সংজ্ঞকঃ॥ ২৮ ॥

অপিচ নাভির অধোভাগে ভোগীন্দ্র ও সামান্য সর্পের আবাসস্থান যে পাতাল প্রদেশ তাহা ভয়ানক কালাগ্নিরূপ নরকসদৃশ মহাপাতাল বলিয়া কথিত হয় এবং সেই স্থানে জীবসংজ্ঞক যে অনন্ত তিনি কুণ্ডলাকারে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছেন॥ ২৮॥

ভূর্লোকং নাভিদেশেতু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ॥
হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদি গ্রহতারকম্॥ ২৯ ॥

নাভিদেশকে ভূর্লোক ও কুক্ষিদেশকে ভুবর্লোক এবং হৃদয়কে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রযুক্ত স্বর্লোক বলিয়া জানিবেন॥ ২৯॥

সূর্য্য সোম সু নক্ষত্রং বুধ শুক্র কুজাঙ্গিরাঃ।
মন্দশ্চ সপ্তমোজ্ঞেয়ো ধ্রুবোঽন্তঃ সর্ব্বলোকতঃ।
হৃদয়ে কল্পয়েদ্যোগী তস্মিন্ সর্ব্ব সুখং লভেৎ॥ ৩০ ॥

হে অর্জ্জুন! যোগিপুরুষ আপন হৃদয়াকাশ-মধ্যে সূর্য্য সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র ও শনি প্রভৃতি সপ্তলোক ও ধ্রুবলোকাদি অশেষ লোক কল্পনাদ্বারা পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩০ ॥

হৃদয়েঽস্য মহর্লোকং জনলোকন্তু কণ্ঠতঃ।
তপোলোকং ভ্রুবোর্মধ্যে মূর্দ্ধ্নি সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩১ ॥

যে যোগী হৃদয়াকাশে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যলোকাদি কল্পনা করেন তাঁহার হৃদয়ে মহর্লোক ও কণ্ঠদেশে জনলোক ও ভ্রূমধ্যে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে।
অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্ব বায়ুনা গ্রস্যতেঽনলঃ ॥ ৩২ ॥
আকাশন্তু পিবেৎ বায়ুং মন আকাশ মেবচ।
বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি ॥ ৩৩ ॥
অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়দেকাগ্র মনসাকৃতং।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং কল্পকোটি শতৈঃ কৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী এই পৃথিবী জলমধ্যে লীনা হয় এবং সেই জল অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই অগ্নি বায়ুতে লয় পায় এবং সেই বায়ু আকাশে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই আকাশ মনেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং মনঃ বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি অহঙ্কারে ও অহঙ্কার চিত্তমধ্যে ও চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে (আত্মাতে) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়েন। যে যোগী ঐ সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ এতদ্রূপ একাগ্রচিত্ত হওত আমাকেই পরমাত্মস্বরূপ জানিয়া ধ্যান করেন তিনি শতকোটি কল্পকৃত পাপরাশি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

ঘটসংবৃত মাকাশং লীয়মানং যথা ঘটে।
ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবঃ পরাত্মনি ॥ ৩৫ ॥

হে অর্জ্জুন! ঘটমধ্যস্থিত ঘটাবৃত আকাশ যেরূপ ঘটভগ্ন হইলে মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ দেহমধ্যস্থিত অবিদ্যাবৃত জীবাত্মা বিবেকদ্বারা অবিদ্যানাশে পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ঘটাকাশের মহাকাশে লয় প্রাপ্তির ন্যায় জীবাত্মার পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্তি জ্ঞাত হয়েন তিনি ঘোরতর মায়ান্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরালম্ব জ্ঞানালোকে (পরিপূর্ণ পরম সুখধামে) গমন করেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৬ ॥

তপেদ্বর্ষ সহস্রাণি একপাদস্থিতোনরঃ।
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥
ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণি ভ্রূণহত্যা শতানিচ।
এতানি ধ্যানযোগশ্চ দহত্যগ্নি রিবেন্ধনম্ ॥
আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোহংব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা ॥ ৩৭ ॥

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য
সারং নজানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে যে এই ধ্যানযোগ উপদেশ করিলাম; যিনি একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন তিনি তাহার (ধ্যানযোগের) ষোড়শ কলার এক কলা যোগ্যও ফল প্রাপ্ত হয়েন না। ফলত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে অবিলম্বে দগ্ধ করে তদ্রূপ এই ধ্যানযোগ শত সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও শত২ ভ্রূণহত্যা জনিত পাপরাশিকে অচিরে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। এবঞ্চ দর্ব্বী (হাতা) যেমন পাককার্য্য সম্পন্ন করিয়াও ব্যঞ্জনের আস্বাদন অনুভব করিতে পারে না তদ্রূপ যে মনুষ্য চারি বেদ ও মন্বাদি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াও আমি ব্রহ্ম, বলিয়া জ্ঞাত না হয়েন তিনি আত্মানন্দ রসানুভব করিতে সক্ষম হয়েন না। অপিচ গর্দ্দভ

যেমন চন্দনকাষ্ঠের ভার বহন করিয়া গর্দ্দভ ব্যতিরেকে তাহার সারাংশ যে সৌগন্ধ্য গুণ তাহা অনুভব করিতে পারে না তদ্রূপ যে ব্যক্তি বহু শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তাঁহাকে জানিতে না পারেন তিনি ঐ গর্দ্দভের ন্যায় কেবল গ্রন্থাদির ভারমাত্র বহন করেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞ স্তথৈবচ।
তীর্থযাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয় তাবৎ তিনি যত্নপূর্ব্বক বিধিবোধিত অনন্ত কর্ম্ম, শৌচ, তপ, জপ, যজ্ঞ ও তীর্থযাত্রাদি এই সকল চিত্তশুদ্ধিজনক কার্য্য করিবেন ॥ ৩৮ ॥

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে অহং ব্রহ্মাত্র সংশয়ী।
চতুর্ব্বেদ ধরোবিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জ্জুন। দেহ স্বয়ং উচ্চলিত হইলেও যিনি আমি ব্রহ্ম কি না এতদ্রূপ সংশয়চিত্ত হয়েন সেই বিপ্র চতুর্ব্বেদবেত্তা হইলেও তিনি পরমসূক্ষ্ম ব্রহ্মপদার্থকে প্রাপ্ত হয়েন না। অর্থাৎ হস্ততলে অর্দ্ধপূর্ণ জলপাত্র রাখিয়া চালনা করিলে সেই পাত্রস্থিত জল যেমন পাত্রমধ্যে টলটলায়মান হয় তদ্রূপ ব্রহ্মতেজোদ্বারা যখন জীবের সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের ছিদ্রমধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাবে নৃত্য করিতে থাকে তদ্দ্বারা এতৎ স্থূল দেহের সহিত লিঙ্গশরীর স্বয়ং উচ্চলিত হইলেও তৎকালে যিনি আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে না পারেন তিনি চতুর্ব্বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞাতা হইলেও পরমসূক্ষ্ম (আন্দোলন রহিত গম্ভীর স্বভাব) ব্রহ্ম পদার্থকে প্রাপ্ত হয়েন না। ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৩৯ ॥

গবামনেক বর্ণানাং ক্ষীরং স্যাদেক বর্ণতঃ।
ক্ষীরবদ্দৃশ্যতে জ্ঞানং দেহানাঞ্চ গবাং যথা ॥ ৪০ ॥

হে অর্জ্জুন! যেমন গোসকল অনেক বর্ণবিশিষ্ট হইলেও তাহাদিগের দুগ্ধ এক বর্ণ হয়, তদ্রূপ জীবের দেহ নানা প্রকার হইলেও জ্ঞানকে অর্থাৎ সকল জীবের আত্মাকে একরূপ জানিয়া দর্শন করিবেক ॥ ৪০ ॥

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং ॥
জ্ঞানং নরাণা মধিকং বিশেষো
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাতর্মূত্র পুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎ পিপাসয়া।
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে চান্তে বা নিশি নিদ্রয়া ॥ ৪২ ॥

নাদবিন্দু সহস্রাণি জীব কোটি শতানিচ।
সর্ব্বঞ্চ ভস্মনির্ধূতং যত্র দেবো নিরঞ্জনং ॥ ৪৩ ॥

অহংব্রহ্মেতি নিয়তো মোক্ষহেতু র্মহাত্মনাম্। ৪৪ ॥

হে অর্জ্জুন! আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই সামান্য জ্ঞানচতুষ্টয় যেরূপ মনুষ্যদিগের আছে তদ্রূপ পশুদিগেরও হয় তবে পশুহইতে মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞানই অধিকমাত্র; সুতরং যে সকল মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞানবিহীন তাহারা পশুর সদৃশ। এবঞ্চ মনুষ্যগণ যেমন প্রাতঃকালে মল মূত্র ত্যাগপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসান্বিত হওতঃ ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মৈথুনাভিলাষ পূর্ণ করতঃ রজনীযোগে নিদ্রায় অভিভূত হয়, তদ্রূপ পশুসমূহও হইয়া থাকে। ফলতঃ যে হেতুক শতকোটি জীব ও সহস্রং নাদবিন্দু নিরন্তর সেই নিরঞ্জন দেবতাতে ভস্মসাৎ হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ নিয়তঃ এইরূপ যে দৃঢ়জ্ঞান তাহাকেই মহাত্মাদিগের মোক্ষহেতু বলিয়া জানিবেন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

দ্বেপদে বন্ধ মোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতিচ।
মমেতি বধ্যতে জন্তু র্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

হে অর্জ্জুন! নির্ম্মম ও মম এই দুই শব্দে জীবের বন্ধ মোক্ষ নিশ্চিত হইয়া থাকে। মম অর্থাৎ আমি ও আমার এইরূপ যে দৃঢ়জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ এবং নির্ম্মম অর্থাৎ আমি ও আমার এতদ্রূপ জ্ঞান রহিত হইলেই জীব মুক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৫ ॥

মনসোহ্যুন্মনী ভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে।

যদা যাত্যুন্মনী ভাবং তদা তৎ পরমংপদম্॥ ৪৬ ॥

যেহেতুক চিত্তের উন্মনীভাব হইলে অর্থাৎ অহঙ্কারাদি পরিত্যক্ত হইলে জীবের দ্বৈতজ্ঞান (ঘট পট মঠাদি সমুদায় মায়িক বস্তুর জ্ঞান) থাকে না অতএব যৎকালে চিত্তের উন্মনীভাব হয় তৎকালে তাহার সেই অবস্থাকে পরমপদ বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ যৎকালে জীবের সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতজ্ঞান না থাকে তৎকালে তাহার মনঃ পরম সুক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদার্থে লীন হওত অখণ্ডৈকরস-স্বরূপ হয়॥ ৪৬॥

হস্তাভ্যাং মুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েত্তুষং।

নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্নবিদ্যতে॥ ৪৭ ॥

যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আকাশে মুষ্টি প্রহার অথবা তুষ কণ্ডন করিয়া অনর্থক ক্লেশভাগী হয় কোনক্রমেই অন্ন প্রাপ্ত হয়েন না তদ্রূপ যিনি বেদান্তাদি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াও আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে না পারেন তিনি কেবল অধ্যয়ন জনিত অনর্থক ক্লেশভাগী হয়েন কোনক্রমেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না॥ ৪৭॥

সুবোধানুবাদে এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত উত্তরগীতার দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত হইল।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চকালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রম্॥ ১॥

হে অর্জ্জুন! শাস্ত্র অনন্ত, যেহেতুক অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। যদিও কোন ব্যক্তি শত সহস্র বর্ষ জীবত থাকিয়া সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন, তথাচ সেই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বোধগম্য করিতে বহুকাল সাপেক্ষ হয়; তাহাতে অষ্টাধিক শতবর্ষজীবি মনুষ্যের যে অত্যল্প সময় আছে তন্মধ্যে পীড়াদি নানা-প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অতএব হংস যেমন নীরমিশ্রিত ক্ষীর-হইতে নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরপান করে তদ্রূপ শাস্ত্র সমূহের যাহা সারাংশ বুদ্ধিমান লোকের তাহাই উপাসনা করা কর্ত্তব্য॥ ১॥

পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
পুত্রদারাদিসংসারে যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ॥ ২॥

হে অর্জ্জুন! বেদ পুরাণ ভারতাদি শাস্ত্র সমূহ ও স্ত্রীপুত্রাদিরূপ যে সংসার ইহারা সকলেই যোগাভ্যাসের বিঘ্নকারী হয়॥ ২॥

ইদং জ্ঞান মিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি।
অপিবর্ষ সহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি॥ ৩॥

হে অর্জ্জুন! যদি তুমি এই বস্তু জ্ঞান ও এই পদার্থ জ্ঞেয় এতদ্রূপে সমুদায় পদার্থ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কর তবে সহস্রাধিক বর্ষজীবী হইলেও শাস্ত্র সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইতে পারিবে না॥ ৩॥

বিজ্ঞেয়োঽক্ষরং সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥ ৪ ॥

হে অর্জ্জুন! জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়া সেই সন্মাত্র অবিনাশি আত্মাকে জ্ঞাত হও এবং সমুদায় শাস্ত্রপাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যবস্তুর উপাসনা কর॥ ৪ ॥

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থ নিমিত্তকং।
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কি প্রয়োজনং॥ ৫ ॥

হে অর্জ্জুন! পৃথিবীতে যে সকল রমণীয় পদার্থ আছে তাহা কেবল জিহ্বা ও গউস্থ এই দুই ইন্দ্রিয়ের নিমিত্তই জানিবে সুতরাং জিহ্বা ও উপস্থ এতদুভয় ইন্দ্রিয়ের ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলে পৃথিবীতে আর প্রয়োজন্ কি? অর্থাৎ জীবের বৈরাগ্যোদয় হইলেই স্বভাবতঃ ঐ দুই ইন্দ্রিয়ের ভোগ রহিত হয় নচেৎ জিহ্বাদি কর্ত্তন করিলেই যে ভোগরহিত হইবেক এমত নহে। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকদ্বারা যিনি নিত্যবস্তুকে জানিতে পারেন তিনি আর কি ইচ্ছা করিয়া অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হইবেন? সুতরাং অনিত্য বিবেচনায় তাহার সম্বন্ধে ভূতভৌতিক পদার্থময় এই বিশ্বসংসার থাকা না থাকা দুই তুল্য। ইতি তাৎপর্য্যার্থ॥ ৫ ॥

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণ মৃণ্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥ ৬ ॥

হে অর্জ্জুন! আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ নদ্যাদিরূপ তীর্থস্থানে গমন করেন না এবং মৃত্তিকা পাষাণাদিময় দেবতাসমূহকেও অর্চ্চনা করেন না। যেহেতুক তাঁহারদিগের দেহমধ্যেই বারাণস্যাদি সমুদায় তীর্থ ও শ্রীহরি প্রভৃতি দেবগণ নিরন্তর বিরাজিত আছেন॥ ৬ ॥

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ব্রাহ্মণবৃন্দের একমাত্র অগ্নিই দেবতা হয়েন এবং মুনিগণের অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আত্মা-

রূপী দেবতা আছেন এবং অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের মৃত্তিকা পাষাণাদিময় প্রতিমাই দেবতা হয়েন আর সমদর্শি যোগিগণের সর্ব্বত্রেই অর্থাৎ প্রতিমা ও অগ্নিপ্রভৃতি সমুদায় পদার্থেতেই ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন।৭। (আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের সে ভাব নাই ইহাঁরা প্রতিমাদিতে ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন না কেবল হোটেলালয়ে ম্লেচ্ছাদির সহিত মদ্যমাংসে ব্রহ্ম-দর্শন করেন।°)

সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যে জ্জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিহীনত্বা দন্ধঃ সূর্য্য মিবোদিতং॥ ৮॥

যেমন সূর্য্যোদয় হইলেও অন্ধব্যক্তি দিবাকরকে দেখিতে পায় না তদ্রূপ জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিহীনত্ব-হেতুক অজ্ঞানান্ধ জীবসমূহ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ প্রশান্ত জনার্দ্দনকেও দর্শন করিতে সক্ষম হয় না॥ ৮॥

যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র পরং পদং।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতং॥ ৯॥

হে অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষ যেহ বস্তুতে মনোনিবেশ করেন সেইহ বস্তুতেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন যেহেতুক একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত আছেন॥ ৯॥

দৃশ্যন্তে দৃশিরূপাণি গগণং ভাতি নির্ম্মলং।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণু মব্যয়ং॥ ১০॥

হে অর্জ্জুন! যেমন নির্ম্মল আকাশ ও তত্রস্থিত নামরূপাত্মক সমুদায় জ্ঞেয় পদার্থ প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইতেছে তদ্রূপ যিনি আমিই সেই অবিনশ্বর ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া জানিতে পারেন তিনি সেই অব্যয় পরম বিষ্ণুকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করেন। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভাসমান হইলে বাহ্য পদার্থের ন্যায় যোগিপুরুষ তাঁহাকে অন্তর্ব্বাহ্যে স্পষ্টরূপে দর্শন করেন॥ ১০॥

গ্রন্থকারের আভাস।

যে প্রকারে সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে অন্তর্ব্বাহ্যে দর্শন করিতে হয় অধুনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্পষ্ট করিয়া কহিতেছেন।

অহমেক মিদং সর্ব্ব মিতি পশ্যেৎ পরং সুখং।
দৃশ্যতে তৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ॥
সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং মোক্ষদ্বার বিনির্গতং।
অপবর্গস্য নির্ব্বাণং পরমং বিষ্ণু মব্যয়ং॥
সর্ব্বাত্ম জ্যোতি রাকারং সর্ব্ব ভূতাধিবাসিতং।
সর্ব্বত্র পরমাত্মানং ব্রহ্মাত্মা পরমাত্মনাং॥ ১১॥

হে অর্জ্জুন! যোগিপুরুষ নয়ন মুদ্রিত হইয়া আমিই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ময় এতদ্রূপে পরমসুখস্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞান চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিবেক তাহাতে যৎকালে সেই যোগির আপনাকে খগাকাররূপে অর্থাৎ সমুদায় আকাশগতরূপে দৃষ্ট হইবেক তৎকালে তিনি সেই খগাকারকেই অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত পরমাত্মার আকারকেই চিন্তা করিবেন। যে হেতুক সেই মোক্ষদ্বার বিনির্গত পরমসূক্ষ্ম অথচ পরিপূর্ণ ও নির্ব্বাণ মুক্তির স্থান যে অব্যয় পরমবিষ্ণু তিনি আত্মরূপ জ্ঞানজ্যোতির আকার বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের হৃদয়কমলে অধিবাস করিতেছেন অতএব এতদ্রূপ পরমাত্মাকেই পরমাত্ম যোগিগণের ব্রহ্মাত্মা বলিয়া জানিবেন॥ ১১॥

গ্রন্থকারের আভাস।

অধুনা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানির পরিশুদ্ধাচরণের কর্ত্তব্যতা কহিতেছেন।

অহং ব্রহ্মেতি যঃ সর্ব্বং বিজানাতি নরঃ সদা।
হন্যাৎ স্বয়মিমান্ কামান্ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥ ১২॥

হে অর্জ্জুন! যিনি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আমিই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন তিনি যদি সকলের অন্নভোক্তাও সমুদায় দ্রব্যবিক্রয়ী হয়েন তবে তিনি ঐ সমস্ত কদাচরণ অর্থাৎ সর্ব্বান্ন ভোজন ও সর্ব্বদ্রব্য বিক্রয়ের কামনা অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী যদি নিষিদ্ধান্ন ভোজনাদি রূপ কদাচারে রত থাকেন তবে অশুচি ভক্ষণে কুক্কুরাদির সহিত তাঁহার বিশেষ কি থাকে? অতএব কদাচারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বজন-সমীপে দেবতার ন্যায় পূজ্যমান হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য॥ ১২॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনং ॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনোঽধ্যাত্মচিন্তকাঃ।
ক্রতুকোটি সহস্রাণাং ধ্যানমেকো বিশিষ্যতে॥ ১৩ ॥

যেং স্থানে নিমেষমাত্র বা নিমেষার্দ্ধকালও যোগিগণ অবস্থিতি করেন, সেইং স্থান কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও নৈমিষারণ্য তুল্য হয়। যেহেতুক নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধকালও যে অধ্যাত্মচিন্তা তাহা সহস্র কোটি যজ্ঞফলাপেক্ষাও বিশেষ ফলদায়িকা হয়॥ ১৩॥

ব্রহ্মজ্ঞানান্নান্যদাস্তি নির্দহেৎ পুণ্যপাপকৌ।
মিত্রামিত্রং সুখং দুঃখ মিষ্টানিষ্টং শুভাশুভং।
এবং মানাপমানঞ্চ তথা নিন্দা প্রশংসনং॥ ১৪ ॥

যে যোগী একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এতদ্ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুমাত্র দৃশ্য পদার্থ নাই এতদ্রূপ জ্ঞাত হয়েন তিনি পুণ্য ও পাপ এতদুভয়কেই ভস্মসাৎ করেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ ইষ্টানিষ্ট শুভাশুভ মানাপমান ও স্তুতিনিন্দা সকল পদার্থই তুল্য হইয়া থাকে॥ ১৪॥

শতছিদ্রান্বিতা কন্থা শীতাশীত নিবারণম্।
অচলা কেশবে ভক্তি র্বিভবৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥ ১৫ ॥

শত ছিদ্রান্বিতা কন্থাও যখন শীতাশীত নিবারণ করে অর্থাৎ শীতকালে গাত্রাচ্ছাদক ও গ্রীষ্মকালে আস্তরণরূপে ব্যবহৃতা হয়; তখন কেশবে যাহার অচলা ভক্তি আছে তাহার বিভবাদিতে প্রয়োজন কি? অর্থাৎ জগদীশ্বর সকলকেই যথোপযুক্ত অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু জ্ঞানবিহীন মনুষ্যগণ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অতিরিক্তের নিমিত্তে ব্যাকুলচিত্ত হয় তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের তদ্রূপ হওয়া উচিত নহে॥ ১৫॥

ভিক্ষান্নং দেহরক্ষার্থং বস্ত্রং শীতনিবারণম্।
অশ্মানঞ্চ হিরণ্যঞ্চ শাকং শাল্যোদনন্তথা॥
সমানং চিন্তয়েদ্যোগী যদি চিন্তামপেক্ষতে॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! যোগিপুরুষের বিষয় চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই তথাচ যদি চিন্তা অপেক্ষিতা হয় তবে তিনি দেহরক্ষার্থ ভিক্ষান্নভোজন ও শীত নিবারণের নিমিত্তে বস্ত্র ধারণ করিবেন এবং হীরক হিরণ্য, ও শাক শাল্যন্ন এতৎ সমস্ত দ্রব্যকে তুল্যরূপে জানিবেন। অর্থাৎ যেহেতুক ভোজনাদি পরিত্যাগ করিলে অচিরে দেহনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে অতএব তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের দেহরক্ষার্থ ভোজনাদি করা তাদৃশ দূষণাবহ নহে যাদৃশ হীরক হিরণ্য ও শাক শাল্যন্ন প্রভৃতি হেয় উপাদেয় বস্তুতে অভিমান প্রকাশ করিয়া অজ্ঞলোকেরা সুখদুঃখ-ভাগী হয়॥ ১৬॥

—ভূত বস্তুন্যশোচিত্বে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৭ ॥

হে অর্জ্জুন! হীরক হিরণ্যাদি ভৌতিক পদার্থের লাভালাভে যাহার সুখ দুঃখ না থাকে তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; অর্থাৎ তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৭॥

সুবোধানুবাদে এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত উত্তরগীতার তৃতীয়াধ্যায়ে এতদ্গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

আত্মজ্ঞান-নির্ণয়।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভ মেববা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ ১ ॥

যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয় তাবৎ শতকল্প জীবনধারন করিলেও তাহার মুক্তি হয় না ॥ ১ ॥

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ ॥ ২ ॥

যে প্রকার পাদদ্বয়ে লৌহশৃঙ্খল থাকুক আর সুবর্ণশৃঙ্খলই বা থাকুক কোনক্রমে বন্ধনের অন্যথা হয় না তদ্রূপ জীব যে কোন শুভাশুভ কর্ম্ম করেন তদ্দ্বারা তিনি বদ্ধ থাকেন কোন প্রকারেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ২ ॥

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্ট শতান্যপি।
তাবন্নলভতে মোক্ষং যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ॥ ৩ ॥

যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান না হয় তাবৎ তিনি নিরন্তর বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও শতং কষ্টভোগ করিলেও কোনক্রমে মুক্তিফল প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৩ ॥

জ্ঞানং তত্ত্ব বিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণ তমসা বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং ॥ ৪ ॥

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা নির্ম্মলাত্মা প্রাজ্ঞলোকদিগের মানসান্ধকার দূরীভূত হইলে পশ্চাৎ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয় ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়াং কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থময় এই জগৎকে মায়াকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যাপদার্থ এবং সেই সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্মকে একমাত্র সত্যপদার্থ জানিয়াই জীব সুখী হয়েন ॥ ৫ ॥

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিত তত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ৬ ॥

যিনি এই মায়িক সংসারস্থিত পদার্থসমূহের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সেই নিত্য নিশ্চল নিরাকার ব্রহ্মপদার্থেই তত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন তিনিই শুভাশুভ কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

ন মুক্তি র্জপনাদ্ধোমা দুপবাস শতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ৭ ॥

শতং জপ যজ্ঞ হোম ও উপবাসাদি করিলেও জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ এতদ্রূপে পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়েন। ৭ ॥

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোহপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥ ৮ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা ত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ এবং পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট পরাৎপর সর্ব্বব্যাপি সত্য পদার্থ অথচ এতদ্দেহস্থিত হইয়াও দেহস্থ নহেন এতদ্রূপে যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই মোক্ষভাজন হয়েন। ৮

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯ ॥

বালকের ক্রীড়ার ন্যায় কল্পিত এই জগজ্জাত বস্তু সমূহের নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন তিনিই জীবন্মুক্ত ইহাতে সংশয় নাই। অর্থাৎ ক্রীড়াকালীন বালকেরা কর্দ্দম লইয়া কল্পনাদ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এইটি কার্ত্তিক হইল এইটি গণেশ হইল এই একটি মিঠাই হইল বলিয়া যেরূপ ক্রীড়া করে তদ্রূপ এই জগতের সমুদয় বস্তুর রূপ কেবল বিকারমাত্র এবং নাম কেবল বাক্যনিষ্পাদ্য কল্পনা মাত্র, সুতরাং

তাহার সত্যতা নাই। কিন্তু নামরূপবিশিষ্ট এই জগৎ যে সত্য পদার্থে অবস্থিতি করিয়া সত্য বস্তুর ন্যায় ভাসমান হইতেছে নামরূপকে পরিত্যাগ করিলেই সেই সত্য পদার্থকে জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ যখন জীব ব্রহ্ম দর্শন করেন তখন এই জগতের নাম ও রূপ উভয় পরিত্যক্ত হয় অথবা নামরূপকে পরিত্যাগ করিলেই জীবের ব্রহ্ম দর্শন হয়। অতএব যিনি এই জগজ্জাত বস্তুসমূহের কল্পিত নামরূপকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম দর্শন করেন তিনিই মুক্ত হয়েন ইহাতে সংশয় কি আছে? ॥ ৯ ॥

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবা স্তথা ॥ ১০ ॥

যদি মনোদ্বারা কল্পিতা দেবাদির প্রতিমূর্ত্তিই জীবের মোক্ষসাধিকা হয় বল, তবে স্বপ্নকালীন কল্পনাদ্বারা মনুষ্যগণ যে রাজ্যপ্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা তাহারও রাজা হউক। অর্থাৎ কল্পিত সাকার দেবদেবীর উপাসনাতে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জীবের কদাচ মুক্তিলাভ হয় না ॥ ১০ ॥

মৃৎ শিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্ত স্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তিতে ॥ ১১ ॥

যাহারা মৃত্তিকা পাষাণ ও কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বরবোধে পূজাদি করে তাহারা এতদ্রূপ তপস্যাদ্বারা অনর্থক ক্লেশভাগী হয় যেহেতুক এক মাত্র তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কদাচ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেক না ॥ ১১ ॥

অহোরস সমাহৃষ্টা যথেষ্টাহার তুণ্ডিভাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনাশ্চেৎ নিষ্কৃতিন্তে ব্রজন্তি কিং ॥ ১২ ॥

হায়! মদ্যাদি নানারস ভোগদ্বারা হৃষ্টচিত্ত ও যথেষ্টাহার দ্বারা পরিপুষ্ট কলেবর হইয়াও যদি ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন হয়েন তবে তাহারা কোন প্রকারে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবেক না ॥ ১২ ॥

বায়ু পর্ণকণাতোয় প্রাশিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তিচেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১৩ ॥

যদ্যপি বায়ু ও গলিত পত্র ও তণ্ডুলকণা ও জল এতাবন্মাত্র দ্রব্যাহারি তপস্যাকারিগণ মোক্ষভাজন হয়েন তবে পশু পক্ষি জলচরাদি প্রাণিমাত্রেই মুক্ত হইতে পারে যেহেতুক ইহারাও ঐ সকল দ্রব্যাদি আহার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে ॥ ১৩ ॥

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজা ধমাধমা ॥ ১৪ ॥

জীবের ব্রহ্মরূপ যে সদ্ভাব তাহাই উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, জপ ও স্তুতিভাব অধম এবং শৌচাচার ও বাহ্য পূজাদিকে অধমাধম বলিয়া জানিবেন ॥ ১৪ ॥

যোগো জীবাত্মনো রৈক্যং পূজনং শিবকেশবৌ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো নচ পূজনং ॥ ১৫ ॥

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঐক্যজ্ঞান তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবেন এবং সদাশিব ও কেশবের যে পূজা তাহাকেই পূজা বলিয়া জানিবেন। ফলত যে জ্ঞানি ব্যক্তির ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহার আর যোগপূজাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈ স্তপোভি র্নিয়মব্রতৈঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমজ্ঞান যাঁহার চিত্তে নিরন্তর বিরাজিত আছে তাহার আর জপ যজ্ঞ তপ ও ব্রত নিয়মাদিতে প্রয়োজন কি ? ॥ ১৬ ॥

সত্যং বিজ্ঞান মানন্দ মেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ব্রহ্ম ভূতস্য কিং পূজা ধ্যান ধারণা ॥ ১৭ ॥

যিনি একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে সচ্চিদানন্দরূপে দর্শন করেন স্বভাবত ব্রহ্মভাবাপন্ন সেই ব্যক্তির ধ্যান ধারণা পূজাদিতে আর প্রয়োজন কি ? । ১৭

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ
নাপি ধ্যেয়ো নবা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে আর পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক ও ধ্যাতা ধ্যেয়াদি কিছুই নাই। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানির দেহেতে অভিমান না থাকাতে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াও তিনি তাহাতে বদ্ধ হয়েন না এবং কামনারাহিত্য হেতু তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মের ফলরূপ স্বর্গ নরকও হইতে পারে না। অপিচ যখন তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াছেন তখন তিনি আর কাহার ধ্যান করিবেন এবং ধ্যানই বা কে করিবেক ॥ ১৮ ॥

অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ব বস্তুষু।
কিমস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তি মিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এই আত্মা পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় সকল বস্তুতেই নির্লিপ্ত ; সুতরাং তাঁহার বন্ধন কি, তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত আছেন এবং দুর্বুদ্ধি লোকেরাই বা কাহা হইতে তাঁহার মুক্তি ইচ্ছা করে ॥ ১৯ ॥

স্ব মায়া রচিতং বিশ্ব মবিতর্ক্যং সুরৈ রপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র পরাত্মাহ্য প্রবিষ্টবৎ ॥ ২০ ॥

পরমাত্মার স্বীয় শক্তি মায়াদ্বারা বিরচিত এই যে বিশ্বসংসার যাহা দেবগণেরও অবিতর্কনীয় হয় সেই বিশ্বসংসারে পরমাত্মা প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় স্বয়ং বিরাজিত আছেন ॥ ২০ ॥

বহিরন্ত র্যথা কাশং সর্ব্বেষা মেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ২১ ॥

যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্তুসমূহের বাহ্যাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদায় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ যে পরমাত্মা তিনি সত্তারূপে ইহার অন্তর্ব্বাহে অবস্থিতি করিয়া আকাশাদি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশিত আছেন ॥ ২১॥

ন বাল্যং নাপি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈক রূপ শ্চিন্মাত্রো বিকার পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥

যেহেতুক সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বিকাররহিত হয়েন অতএব তাঁহার বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ত্রিতয় নাই অর্থাৎ বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই হয় আত্মা নির্ব্বিকার হয়েন॥ ২২ ॥

জন্ম যৌবন বার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব নচাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃত বুদ্ধয়ঃ॥ ২৩ ॥

জন্ম বিনাশ ও বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থাসমূহ এই দেহেরই হয় আত্মার নহে। যাহারদিগের বুদ্ধি মায়া মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না॥ ২৩ ॥

যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যন্ত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মান মীক্ষতে॥ ২৪ ॥

যে প্রকার একমাত্র দিবাকর নানা শরাবস্থিত জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলে মনুষ্যগণ প্রত্যেক শরাবেতে এক২ সূর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় তদ্রূপ একমাত্র সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে মায়াচ্ছন্ন জীবসমূহ নানা দেহস্থিত বুদ্ধি-বারিতে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া অনেক আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে॥ ২৪ ॥

যথা সলিল চাঞ্চল্যং মন্যন্তে তজ্জাতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধে শ্চাঞ্চল্যং পশ্যত্যাত্মন্যকোবিদাঃ॥ ২৫ ॥

যে প্রকার সলিল আন্দোলিত হইলে তজ্জাত চন্দ্রপ্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় তদ্রূপ অজ্ঞানি লোকসকল বুদ্ধিচাঞ্চল্য দর্শন করিয়া আত্মার চঞ্চলতা অনুমান করে॥ ২৫ ॥

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশং।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥ ২৬ ॥

যেরূপ ঘটমধ্যস্থিত আকাশ ঘটভগ্ন হইলে সেই আকাশই থাকে কোন-রূপে বিকৃত হয় না তদ্রূপ দেহমধ্যস্থিত যে আত্মা দেহ নষ্ট হইলে (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে) তিনি তুল্যরূপে বিরাজিত থাকেন। অর্থাৎ

ঘটাকাশ ও মহাকাশ এতদুভয়ের মধ্যে ঘটরূপ একটি উপাধি থাকাতে তাহারা ভিন্ন২ বলিয়া কথিত হয়, ঘট নষ্ট হইলে সে ভিন্নতা আর থাকে না তদ্রূপ আত্মা মহাকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইলেও অবিদ্যারূপ উপাধি থাকাতে অজ্ঞানাবস্থায় জীবাত্মা ঘটাকাশের ন্যায় ভিন্ন থাকে পশ্চাৎ তত্ত্ব জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে ঘটভগ্ন আকাশের তুল্যরূপে অবস্থিতির ন্যায় আত্মা সমরূপে বিরাজিত থাকেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এক্ষণেও তদ্রূপ আছেন এবং আগামী কালেও সেইরূপ থাকিবেন। ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২৬ ॥

আত্মজ্ঞান মিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনং।
জানন্নিহৈব মুক্তঃস্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! আমি তোমাকে সত্য২ কহিতেছি এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধন যিনি ইহা জানিতে পারেন তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় করিও না ॥ ২৭ ॥

ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্নমন্ত্রারাধনেন বা।
আত্মনাত্মান মাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ২৮ ॥

হে দেবি! যপ যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা অথবা মন্ত্রসাধনাদি দ্বারাও জীবের মুক্তি লাভ হয় না কেবল আত্মাদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্য মুক্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

প্রিয়োহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং মাত্মানান্ত্যপরং প্রিয়ং।
লোকেঽস্মিন্নাত্ম সম্বন্ধাদ্ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ২৯ ॥

হে মঙ্গলস্বরূপে! এই আত্মাই জীবগনের পরম প্রিয় পদার্থ হয়েন; আত্মাভিন্ন আর কোন প্রিয়বস্তু নাই! তবে যে পুত্রমিত্র ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বাহ্য পদার্থও লোকের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধহেতু জানিবেন অর্থাৎ তাহা যদি আত্মসম্বন্ধ হেতু না হইত, তবে আত্ম সমন্ধি পুত্রমিত্রাদি ও উদাসীন ব্যক্তিতে সমান প্রীতি থাকিত। ফলতঃ পুত্রমিত্রাদির সহিতও কদাচ বিচ্ছেদ হয় কিন্তু আপনার প্রতি প্রীতির বিচ্ছেদ কখনও সম্ভব হয় না, সুতরাং আত্মা পরম প্রিয়পদার্থ হয়েন ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্য আত্ম ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

হে দেবি! এতদ্ব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়াদ্বারা জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন পদার্থে আত্মবিচার করিলে আত্মা আত্মাতেই অবশেষ হয়। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীবের তত্ত্বজ্ঞান না হয় তদবধি তাহার চক্ষুঃ কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনকে জ্ঞান ও শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি বিষয় সমূহকে জ্ঞেয়, এবং আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া বোধ থাকে, পশ্চাৎ আত্মবিচার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড স্থিত যাবতীয় পদার্থের নাম রূপ পরিত্যক্ত হইলে ঐ জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন পদার্থই সেই একমাত্র পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়। ইতি তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৩০ ॥

জ্ঞান মাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয় মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥ ৩১ ॥

হে দেবি! যিনি চেতনস্বরূপ এই আত্মাকেই জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই আত্মবিৎ ॥ ৩১ ॥

এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণং।
চতুর্ব্বিধাবধূতানা মেতদেব পরং ধনং ॥ ৩২ ॥

হে দেবি! সাক্ষাৎ নির্ব্বাণমুক্তির কারণস্বরূপ এই যে জ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম ইহাকে কুটীচক বহূদক হংস ও পরমহংস এই চারি প্রকার অবধূতদিগের পরম ধন বলিয়া জানিবেন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্ম
নির্ণয়সারে জীবনিস্তারোপায়ে শ্রীমদাদ্যা
সদাশিবসম্বাদে আত্মজ্ঞাননির্ণয়ঃ।
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

ইতি সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রের সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়রূপ জীবনিস্তারোপায়ে শ্রীমদাদ্যাশক্তি সদাশিব-সংবাদে আত্মজ্ঞাননির্ণয় নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

আত্মবোধ।

ভাবময় ভগবান যৎকালে এই অবনিমণ্ডলে প্রথমে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেন তৎকালে তাহারদিগের মনের উপাধিস্বরূপ যে মস্তিষ্ক তাহা জলের ন্যায় তরল ও নির্ম্মল পদার্থ ছিল, একারণ তাহাতে চৈতন্য জ্যোতির প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইত; যদ্দ্বারা সকলেই আপনাকে আপনি জানিতে পারিতেন, অর্থাৎ তৎকালে সকলেরই আত্মবোধ ছিল। কাল সহকারে বিবিধ পাপবশতঃ মনুষ্যের মস্তিষ্ক অতিশয় মলিন ও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন হইলে পর কর্দ্দমে সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় তাহাতে আর পূর্ব্বের মত স্পষ্টরূপে চৈতন্য জ্যোতি ভাসমান হইল না; সুতরাং অধিকাংশ লোক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইলেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন বালককালে মনুষ্যের মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ কোমল ও স্বচ্ছ থাকে বলিয়া বিনোপদেশে বালক বালিকাগণ দুই তিন বৎসরের মধ্যেই মাতৃভাষায় যে প্রকার ব্যুৎপত্তি লাভ করে দশ বারো বৎসর বয়ঃক্রম কালে মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইলে শিক্ষকের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পাঁচ সাত বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিলেও অন্য কোন ভাষায় তাহারা তদ্রূপ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে যে একমাত্র পাপই মনুষ্যজাতির আত্ম-বিস্মৃতির প্রধান কারণ। ফলত মনুষ্যগণ এতদ্রূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেও তাহারদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় সংস্থাপিত করণ জন্য সংসর্গ-দোষ-নিবর্ত্তক আত্মাচারাদি ঘটিত বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে সেই সমস্ত শাস্ত্রাদি-কথিত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা যাহারদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়া মন নির্ম্মল হইয়াছে তাহাদিগের আত্মবোধের নিমিত্তে ভগবান শঙ্করাচার্য্য আত্মবোধ নামক গ্রন্থ বিরচনে আদিম শ্লোক অবতরণ করিতেছেন।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাং।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥ ১ ॥

যাহারা তপস্যাদ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়াছেন এবং বিষয়ভোগের বাসনাও পরিত্যাগ করিয়াছেন মোক্ষাভিলাষি এতদ্রূপ ব্যক্তিগণের প্রয়োজনীয় আত্মবোধ নামক এই গ্রন্থ বিহিত হইতেছে॥ ১ ॥

বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানকেও যে মোক্ষসাধন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন তাহা মোক্ষ ফল লাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে আত্মতত্ত্বজ্ঞানই তাহার সাক্ষাৎ কারণ ইহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন।

বোধোহন্য সাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনং।
পাকস্য বহ্নিবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিদ্ধ্যতি॥ ২॥

কর্ম্মানুষ্ঠানাদি মোক্ষ সাধনের অন্যান্য যে সকল উপায় আছে তৎসমূহ অপেক্ষা একমাত্র আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষাৎ উপায় হইয়াছে। কেননা অন্নাদি পাকের প্রতি স্থালী কাষ্ঠ জলাদিরূপ বহুবিধ কারণ থাকিলেও বহ্নি ব্যতিরেকে যে প্রকার কদাচ পাকসিদ্ধি হয় না সেই প্রকার মোক্ষসিদ্ধির প্রতি পাককার্য্যের স্থালী কাষ্ঠাদির ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি অন্যান্য কারণ উক্ত থাকিলেও বহ্নিরূপ আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে না॥ ২॥

কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কেন মোক্ষ লাভ হইতে পারে না অধুনা তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাহবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ। ৩॥

কর্ম্ম এবং অবিদ্যা এতদুভয়ের পরস্পর বিরোধিতা না থাকা প্রযুক্ত কর্ম্ম কদাচ অবিদ্যাকে নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আলোক এবং অন্ধকার এতদুভয়ের পরস্পর বিরোধিতা থাকাতে আলোক যে প্রকার অন্ধকারকে বিনষ্ট করে তদ্রূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এতদুভয়ের বিরোধিতা থাকাপ্রযুক্ত বিদ্যাই অবিদ্যাকে বিনষ্টা করিতে সক্ষমা হয়॥ ৩॥

যদি কেহ এমত বিবেচনা করেন যে অবিদ্যাকে বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি? অতএব কহিতেছেন।

পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েহংশুমানিব॥ ৪॥

যে প্রকার অখণ্ড সূর্য্যমণ্ডল মেঘসমূহ দ্বারা আবৃত হইলে স্থানেং তাহার জ্যোতিঃ খণ্ড খণ্ডের ন্যায় হইয়া প্রকাশিত হয় কিন্তু মেঘাবলি অপগত হইলে পুনর্ব্বার সেই সূর্য্যমণ্ডল অখণ্ডরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ যদবধি জীবের অবিদ্যা (অজ্ঞান) থাকে তদবধি অখণ্ড আত্মতত্ত্ব ঐ অবিদ্যাহেতুখণ্ড খণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তুমি আমি তিনি উনি ও ঘোটক পক্ষিমৎস্য প্রভৃতি পৃথক পৃথক জীবাকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় হইলে উপাধিশূন্য স্বয়ং আত্মা অখণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েন ॥ ৪ ॥

যদি বল বেদান্তমতে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ ভিন্ন যাবতীয় বস্তু অবিদ্যাকল্পিত সুতরাং বিদ্যা ও মায়াকার্য্য বলিয়া পরিগণিতা আছে; এতাবতা বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা নাশ সম্ভব হইলেও মায়াকার্য্য বিদ্যাসত্ত্বে কি প্রকারে জীবের মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে। অতএব সেই অবিদ্যাকার্য্য বিদ্যা যে প্রাকারে স্বয়ং বিনষ্টা হইয়া থাকে অধুনা তাহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন।

অজ্ঞান কলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥

যে প্রকার নির্ম্মলী বীজের রেণু মলিন জলের মালিন্য সমুদায় বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ জ্ঞানাভ্যাস হেতুক অজ্ঞান কলুষরূপ জীবত্ব ভ্রান্তিকে বিনষ্ট করিয়া আত্মতত্ত্বকে বিশেষরূপে নির্ম্মল করতঃ জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্টা হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যদি বল বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা বিনষ্টা হইলে পর সেই বিদ্যা কাহার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্তা হয় ইহা বোধগম্য হইতেছে না। অতএব কহিতেছেন যে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি যত প্রকার মায়াকার্য্য আছে সেই সংসাররূপ সমুদায় মায়াকার্য্যই মিথ্যা ইহা জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হয়।

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেহসত্যবদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥

যেহেতুক রাগদ্বেষাদিযুক্ত এই সংসার স্বপ্নতুল্য অর্থাৎ স্বপ্ন যে প্রকার আত্মাধিষ্ঠানে অন্তঃকরণের ভ্রান্তিদ্বারা বিবিধরূপে কল্পিত হয় এই সংসারও সেই প্রকার ব্রহ্মাধিষ্ঠানে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অতএব স্বাপ্নিক কল্পনা যেরূপ স্বপ্ন কালেই সত্য ও জাগ্রৎকালে অসত্যরূপে ভাসমান হয় সেই

প্রকার এই সংসারও অজ্ঞানাবস্থায় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অসত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যদবধি ভ্রমাত্মক বস্তুর অধিষ্ঠান তত্ত্বের জ্ঞান না জন্মে তদবধি যে ভ্রম নিবৃত্তি হইতে পারে না অধুনা তাহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন॥

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্নজ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ং ॥ ৭ ॥

যে প্রকার শুক্তিতে রজত ভ্রম হইলে যে পর্য্যন্ত শুক্তিজ্ঞান না জন্মে তাবৎ তাহার শুক্তিতে রজত বলিয়া বোধ থাকে পশ্চাৎ শুক্তিজ্ঞান হইলে রজতের অসত্যতা প্রতীতি হয় সেই প্রকার যদবধি সমস্ত বিশ্বভ্রান্তির আধার স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগতি না হয় তদবধি এই সংসার সত্যরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অধুনা সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে যেপ্রকারে এই বিশ্ব মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন।

সচ্চিদাত্মন্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ বিকল্পিতাঃ।
ব্যক্তয়োবিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮ ॥

যে প্রকার সুবর্ণপিণ্ডে কটক কুণ্ডল হার কেয়ুরাদি অলঙ্কার সমূহ স্বর্ণকার দ্বারা কল্পিত হয় সেইপ্রকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে বিবিধ প্রকারে ভাসমান এই জগৎ সমুদায় মায়াদ্বারা বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

যদি বল-অলঙ্কারসমূহ ভিন্নভিন্নরূপে দৃষ্ট হইলেও তৎসমূহকে যেপ্রকার স্বর্ণ বলিয়া বোধ হয় সংসারসমূহকে তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া বোধ না হয় কেন? অতএব অধুনা তাহার ভিন্নভিন্নরূপে প্রতীতি হইবার হেতু কহিতেছেন।

যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ ॥ ৯ ॥

যে প্রকার আকাশ এক বৃহৎ বস্তু হইলেও ঘট পট মঠাদি নানা প্রকার উপাধিগত হইয়া উপাধির বিভিন্নতা হেতু ঘটাকাশ পটাকাশ ও মঠাকাশ

দি ভিন্নভিন্নরূপে প্রতীতির বিষয় হয় এবং সেই সমস্ত উপাধির নাশ হইলে পর পূর্ব্বসিদ্ধ একরূপেই থাকে তদ্রূপ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপি যে পরমাত্মা তিনি দেবতা মনুষ্যাদিরূপ বিবিধ উপাধিগত হইয়া ভিন্নং রূপে প্রতীতির বিষয় হয়েন এবং সেই সমস্ত উপাধির নাশ হইলে পর পূর্ব্বের ন্যায় একত্বরূপেই থাকেন। ৯ ॥

সম্প্রতি উপহিত বস্তুতে উপাধির ধর্ম্ম যে প্রকারে আরোপিত হয় তাহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন।

নানোপাধিবশাদেবং জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদি ভেদবৎ ॥ ১০ ॥

যে প্রকার বিশেষং বস্তু সংযোগে জলেতে মধুরাদি রস ও নীল পীত লোহিতাদি বর্ণ প্রভৃতি আরোপিত হয় সেই প্রকার নানা উপাধি বশতঃ আত্মাতে জাতি নাম ও আশ্রয় প্রভৃতি আরোপিত হইয়া থাকে। ১০ ॥

অধুনা আত্মার দেহাদি উপাধি নিরূপণ করণার্থ প্রথমতঃ স্থূল দেহের বিবরণ করিতেছেন।

পঞ্চীকৃত মহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

পঞ্চীকৃত অর্থাৎ একং ভূত প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত এবম্ভূত মহাভূত হইতে জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ উৎপন্ন এতৎ স্থূল দেহ সুখ দুঃখ ভোগের আয়তনরূপে কথিত হয় ॥ ১১ ॥

স্থূলদেহের বৃত্তান্ত কহিয়া সম্প্রতি সূক্ষ্মশরীরের বিবরণ করিতেছেন।

পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং ॥ ১২ ॥

প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এই পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এবং শ্রোত্র ত্বক চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদ আস্য গুহ্য লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সাকল্যে এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রনামক ভূতনির্ম্মিত সূক্ষ্ম শরীর জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগের সাধন হয়॥ ১২ ॥

সম্প্রতি কারণশরীর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বকে উক্ত উপাধিত্রয়ের বিপরীত বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

অনাদ্যবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥ ১৩॥

অনাদি অথচ নির্ব্বচন করণাশক্যা যে অবিদ্যা তাহাই কারণদেহ বলিয়া কথিত হয় কিন্তু আত্মতত্ত্বকে উক্ত উপাধিত্রয় হইতে অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া অবধারণ করিবেন॥ ১৩॥

উপাধিত্রয় হইতে আত্মার ভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া সম্প্রতি তাঁহার পঞ্চকোষ-বিলক্ষণতা কহিতেছেন।

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকোযথা॥ ১৪॥

যে প্রকার শুদ্ধস্বভাব স্ফটিক নীল পীত লোহিতাদি বস্ত্রযোগহেতু সেই২ বস্ত্রের নীলতাদি বর্ণ ধারণ করে তদ্রূপ অন্নময় প্রভৃতি পঞ্চ কোষাদির যোগ হেতু আত্মা তন্ময় তুল্য হইয়া থাকেন। পঞ্চকোষের নাম যথা অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময় কোষ। তন্মধ্যে পিতৃ মাতৃভুক্ত অন্নবিকার হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় যে স্থূলদেহ তাহাকেই অন্নময় কোষ বলা যায়। কেননা কোষ যেপ্রকার খড়্গাদিকে আচ্ছাদন করে অজ্ঞানাবস্থায় এতৎ স্থূল দেহও সেই প্রকার আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এতন্নিমিত্ত তাহা কোষ বলিয়া কথিত হয়। এই অন্নময় কোষধর্ম্মের অধ্যাসে আমি স্থূল আমি কৃশ আমি দীর্ঘ ইত্যাদি দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টাসাধন প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণময়কোষ বলিয়া কথিত হয়। এই প্রাণময়কোষধর্ম্মের অধ্যাসে আমি কার্য্য করিতেছি আমি ক্ষুধিত আমি পিপাসিত এতদ্রূপ প্রাণধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনকে মনোময়কোষ বলা যায়, এই মনোময় কোষদ্বারা অসন্দিগ্ধ আত্মার সংশয়বিশিষ্টতা অধ্যাস হয়। এবঞ্চ ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া অভিহিত হয়, এতদ্দ্বারা আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি রূপ বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আনন্দময়কোষ কারণ শরীর (অবিদ্যা) এতদ্দ্বারা সামান্য প্রিয়মোদ-রহিত আত্মাতে প্রিয়মোদ বিশিষ্টতা আরোপিতা হয়॥ ১৪॥

অধুনা প্রাগুক্ত পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে বিবেচনা করিবার উপায় কহিতেছেন।

বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ।

আত্মানমান্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা ॥ ১৫ ॥

যে প্রকার অবঘাতদ্বারা ধান্য প্রভৃতির তুষাদি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ তণ্ডুল প্রভৃতি গ্রহণ করা যায়, সেই প্রকার যুক্তিরূপ অবঘাতদ্বারা আত্মার দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে বিবেচনা করিবেক। সে যুক্তি এইরূপ, এতদ্দেহ আত্মা নহে যেহেতু ইহা জড় সুতরাং অনিত্যপদার্থ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও মরণের পরে তাহার অভাব হয়। এবং এতৎ প্রাণ সমূহও আত্মা নহে যেহেতু বায়ু সুতরাং জড়পদার্থ। অপর এতৎ মনও আত্মা নহে যেহেতু কামক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা তাহার বিকার জন্মে। এবং বুদ্ধিও আত্মা নহে যেহেতু তাহা সুষুপ্তিকালে স্বকীয় কারণীভূত অবিদ্যাতে লয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং প্রলয় উৎপত্ত্যাদি অবস্থাবিশিষ্ট প্রযুক্ত বুদ্ধিকে কোনক্রমে আত্মা বলা যাইতে পারে না। এবং আনন্দময় কোষরূপ কারণশরীরও আত্মা নহে যেহেতু তাহা সমাধিতে লীন হয় সুতরাং ক্ষণবিধ্বংশী। অতএব এতৎ পঞ্চ কোষহইতে ভিন্ন ও তদ্বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত অখণ্ড চিদানন্দ আত্ম. শব্দের বাচ্য হয়েন ॥ ১৫ ॥

আত্মার পঞ্চকোষ-বিলক্ষণতা উক্ত করিয়া অধুনা তাহার সর্ব্বগতত্ব বিষয়ক আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন।

সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।

বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১৬ ॥

যে প্রকার সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্তুতে প্রকাশিত না হইয়া জলাদি স্বচ্ছ বস্তুতেই প্রকাশিত হয় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সর্ব্বগত হইলেও সর্ব্বত্রে প্রকাশিত হয়েন না কারণ বুদ্ধিব্যতীত অবিদ্যাকল্পিত অন্যান্য সর্ব্বপদার্থই মলিন অতএব তাহা কেবল বুদ্ধিতেই প্রতিভাসমান হয় ॥ ১৬ ॥

অধুনা আত্মার প্রভুত্ব ও সর্ব্বসাক্ষিত্ব নিরূপণ করিতেছেন।

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যোবিলক্ষণং।

তদ্বৃত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১৭ ॥

যে প্রকার রাজার ক্ষমতাদ্বারা ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষেরা যে সকল কর্ম্ম করে তাহাতে একমাত্র রাজারই প্রভুত্ব থাকে, সেই প্রকার দেহেন্দ্রিয়াদিগণ যে সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করে তাহাতে কেবল আত্মারই একমাত্র প্রভুত্ব আছে আত্মা না থাকিলে তাহারা কেহই স্বস্ব ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন হইতে পারে না। অতএব আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ও প্রকৃতি এতৎ সমস্ত হইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ও ঐ সমস্ত বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ জ্ঞান করিবে ॥ ১৭ ॥

অধুনা আত্মার কর্ত্তৃত্ব-শূন্যতা বর্ণনা করিতেছেন।

ব্যাপৃতেম্বিন্দ্রিয়েম্বাত্মা ব্যাপারীবা বিবেকিনাং।
দৃশ্যতেঽভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী ॥ ১৮ ॥

যে প্রকার মেঘসমূহ ধাবমান হইলে অজ্ঞলোকেরা চন্দ্রকে ধাবমানরূপে বিবেচনা করে তদ্রূপ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত হইলে অবিবেকিগণ আত্মতত্ত্বকেই ব্যাপারশালিরূপে বিবেচনা করে ॥ ১৮ ॥

যদি বল ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত হইলে আত্মার প্রভুত্ব কি প্রকারে থাকে অতএব কহিতেছেন।

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥ ১৯ ॥

যে প্রকার লোকসমূহ সূর্য্যের আলোককে আশ্রয় করিয়া স্বীয়ং কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সেই প্রকার আত্ম চৈতন্যকে আশ্রয় পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহারা স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যদি বল দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মা না হইলে আমি স্থূল আমি কৃশ আমি করি এরূপ ভান কেন হয়। অতএব কহিতেছেন।

দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যস্যন্তেঽবিবেকেন গগণে নীলতাদিবৎ ॥ ২০ ॥

যে প্রকার প্রকৃত তত্ত্বের অজ্ঞান বশতঃ মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে নীলত্বাদির আরোপ হয় তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেও অবিবেকদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির গুণ ও কর্ম্মসকল আরোপিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যন্তেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ ॥ ২১ ॥

যে প্রকার জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমণ্ডলে জলের চলনাদি কল্পিত হয় অর্থাৎ যেপ্রকার জল আন্দোলিত হইলে তন্মধ্যস্থিত চন্দ্রপ্রতিবিম্বও সচঞ্চল হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানহেতু অন্তঃকরণোপাধির কর্ত্তৃত্বাদি আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

অধুনা অন্তঃকরণধর্ম্ম রাগেচ্ছাদির অনাত্মধর্ম্মতা প্রতিপাদন করিতেছেন।

রাগেচ্ছা সুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥ ২২ ॥

যেহেতু মনুষ্যাদির জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদুভয় অবস্থাতে বুদ্ধির বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অনুরাগ ইচ্ছা ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকলই থাকে কিন্তু সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি স্বীয় কারণে লয় প্রাপ্ত হইলে প্রস্তাবিত সুখ দুঃখাদি কিছুই থাকে না, অতএব তৎ সমূহকে বুদ্ধির গুণ বলিয়া জানিবেন; আত্মার গুণ নহে ॥ ২২ ॥

অধুনা আত্মার স্বরূপ বর্ণনদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে দৃঢ় করিতেছেন।

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্ম্মলতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

যেপ্রকার সূর্য্যের স্বভাব প্রকাশ, জলের স্বভাব শীতলতা ও অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা সেই প্রকার আত্মার স্বভাব সত্তা জ্ঞান আনন্দ ও নিত্য নির্ম্মলতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৩ ॥

যদি বল আত্মার সত্তা জ্ঞান আনন্দাদি ভিন্ন অন্য কোন স্বভাব না থাকিলে "আমি জানি", এই বাক্যে জ্ঞানের "আমি", এইরূপ অভিমানাবগাহিতা কি হেতু প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব কহিতেছেন।

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

জীব, আত্মার সচ্চিদংশ অর্থাৎ সত্তাত্মক জ্ঞানাংশ এবং বুদ্ধির বৃত্তিরূপ অভিমান এই দুই পদার্থকে অবিবেকহেতুক সংযোগ করত " আমি জানি " এই বাক্য কহিতে প্রবর্ত্ত হয়॥ ২৪ ॥

আত্মনোবিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধোনজাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি॥ ২৫ ॥

অপিচ আত্মার বিক্রিয়া নাই ও বুদ্ধির জ্ঞান নাই কিন্তু জীব ঐ উভয়কে মিলিত জানিয়া আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ভাবিয়া মুগ্ধ হয়॥ ২৫ ॥

যদি বল জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সমুদায় অবিদ্যা কল্পিত হইলে সংসারাদির ভয় কি, অতএব কহিতেছেন।

রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবোজ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞাতশ্চেন্নির্ভয়োভবেৎ॥ ২৬ ॥

যে প্রকার অনিবিড় অন্ধকারস্থিত রজ্জুখণ্ডে পুরুষ বিশেষের হঠাৎ সর্প বলিয়া বোধ হইলে বিবেচনাদ্বারা যাবৎ তাহার যথার্থ তত্ত্ব অববোধ না হয় তাবৎ মানসিক ভয়ের নিবৃত্তি হয় না, সেই প্রকার অভয়স্বরূপ আত্মাতে জীবত্ব আরোপিত হইলে সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ তত্ত্বমস্যাদি মহা-বাক্য দ্বারা সে যখন জানিতে পারে যে আমি জীব নহি কিন্তু পরমাত্মা তখন সেই পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানহেতু তাহার কল্পিত জীবত্বের বিনাশ হইলে সুতরাং ভয় থাকে না॥ ২৬ ॥

যদি বল সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা যদি দেহমধ্যে আছেন তবে কি নিমিত্তে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না, অতএব কহিতেছেন।

আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি হি।
দীপোঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে॥ ২৭ ॥

যে প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপ ঘটাদি সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করে কিন্তু ঘটাদি বস্তুসমূহ প্রদীপকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেই প্রকার আত্মা জীবের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমুদায়কে প্রকাশ করেন কিন্তু জড়স্বভাব উক্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিদ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন না॥ ২৭ ॥

স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
নদীপস্যান্যদীপেচ্ছা যথা স্বাত্মপ্রকাশনে॥ ২৮ ॥

আপিচ যে প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপের অবয়ব প্রকাশের নিমিত্তে অন্য দীপের অপেক্ষা করে না, সেই প্রকার আত্মার স্বরূপ জানিবার নিমিত্তে জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন নাই যেহেতু আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন॥ ২৮ ॥

অধুনা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভের উপায় কহিতেছেন।

নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥ ২৯ ॥

ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে, এতদ্রূপে আত্মার পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত উপাধিকে নিষেধ করিয়া তত্ত্বমসি অর্থাৎ সেই পরমাত্মা তুমি এই মহাবাক্যদ্বারা সমস্ত নিষেধের অবধীভুত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যকে জ্ঞাত হইবেন॥ ২৯॥

আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরং।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলং॥ ৩০ ॥

অবিদ্যানির্ম্মিত শরীরাদি দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়পদার্থ সকল জলবুদ্বুদ তুল্য নশ্বর কিন্তু ইহা হইতে বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত নির্ম্মল ব্রহ্মপদার্থস্বরূপ " আমি" এইরূপ জ্ঞান করিবে॥ ৩০ ॥

দেহান্যত্বান্নমে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গোনিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ॥ ৩১ ॥

যেহেতু আমি দেহহইতে ভিন্ন অতএব আমার জন্ম জরা কৃশতা বা লয় প্রভৃতি নাই এবং ইন্দ্রিয়শূন্যতাহেতু শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত আমার সম্বন্ধও নাই॥ ৩১ ॥

অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥ ৩২ ॥

এবঞ্চ আমার মনঃশূন্যতা প্রযুক্ত রাগ দ্বেষ ও ভয় প্রভৃতির সম্ভাব নাই যে হেতু শ্রুতিতে আত্মা অপ্রাণ অমনা ও স্বচ্ছ এই প্রকার শাসন দৃষ্ট হয়॥ ৩২.

নির্গুণোনিষ্ক্রিয়োনিত্য নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারোনিরাকারো নিত্য মুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ॥ ৩৩ ॥

ফলতঃ আমি যে পদার্থ তাহা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্পরহিত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যা মালিন্যবর্জ্জিত ও বিকারবিহীন ও আকারশূন্য এবং নিত্যমুক্ত ও নির্ম্মলস্বরূপ॥ ৩৩ ॥

অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধোনিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ॥ ৩৪ ॥

আমি আকাশের ন্যায় সকল বস্তুর বাহ্য ও অন্তর্গত এবং চ্যুতিরহিত ও সর্ব্বকালে সকল বস্তুতে সমভাবে স্থিত অথচ শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ এবং মালিন্যরহিত ও অচল অর্থাৎ স্বরূপ বা স্বভাবহইতে চলিত নহি॥ ৩৪॥

নিত্যশুদ্ধ বিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ॥ ৩৫ ॥

অপিচ বেদে এক নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ও অদ্বিতীয় অখণ্ডানন্দস্বরূপ অথচ সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন তাহাও আমি॥ ৩৫॥

অধুনা পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞান প্রকারকে উপসংহরণ করিতেছেন।

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নং॥ ৩৬ ॥

প্রাগুক্ত প্রকারে নিরন্তর চিন্তা করিতেং আমি ব্রহ্ম এই প্রকার সংস্কার জাত হইয়া অবিদ্যাবিক্ষেপরূপ সংসারকার্য্য সমূহকে হরণ করে যে প্রকার রসায়ন নামক ঔষধি রোগনিচয়কে হরণ করিয়া থাকে॥ ৩৬ ॥

বিবিক্তদেশ আসীনোবিরাগোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ॥ ৩৭ ॥

নির্জ্জনস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক বিষয়ভোগাদিতে অনুরাগশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্য বুদ্ধি পরিত্যাগ পুরঃসর সেই অন্তরহিত এক আত্মাকে ভাবনা করিবে। ৩৭ ॥

আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা ॥ ৩৮ ॥

সুধী ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে আত্মাতে লয় করিয়া নির্ম্মল আকাশের ন্যায় একমাত্র আত্মাকে সর্ব্বদা ভাবনা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

অধুনা নির্ব্বিকল্প সমাধি কহিতেছেন।

রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥

পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তি সমুদায় বস্তুর রূপ বর্ণাদি পরিত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করিবেন ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দ স্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ৪০ ॥

পরমাত্মাতে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদ্রূপ প্রভেদ না থাকাতে মনোদ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না কিন্তু তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপ হেতু স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত হয়েন ॥ ৪০ ॥

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতির্জ্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ৪১ ।

এবম্প্রকার আত্মারূপ অগ্নিজনক কাষ্ঠে সর্ব্বদা ধ্যানরূপ মথনক্রিয়া করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি উদিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে ॥ ৪১ ॥

আরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বন্তুৎ তিমিরে হতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২ ।

সূর্য্য যেপ্রকার উদয়ের পূর্ব্বে স্বকীয় কিরণের অরুণতাদ্বারা তমোনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদয় হয়েন সেই প্রকার জ্ঞানচ্ছটাদ্বারা অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করিয়া তদনন্তর স্বয়ং আত্মা আবির্ভূত হয়েন ॥ ৪২ ॥

যদি বল প্রাপ্ত আত্মার পুনঃ প্রাপ্তি কি প্রকারে সঙ্গতা হয় অতএব কহিতেছেন।

আত্মাতু সততং প্রাপ্তোপ্য প্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা ॥ ৪৩।

যে প্রকার কোন ব্যক্তির স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ কোন কারণ বশতঃ বিস্মৃতি হইলে তৎকালে তৎসম্বন্ধে তাহা অপ্রাপ্তবৎ বোধ হয় পশ্চাৎ ভ্রমান্তে স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি বিবেচনা করে তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যাহেতু অপ্রাপ্তের ন্যায় হয়েন কিন্তু সেই অবিদ্যার নাশ হইলে তিনি পুনঃ প্রাপ্তবৎ ভাসমান হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

যদি বল আত্মতত্ত্ব সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়াও অপ্রাপ্তের ন্যায় কেন হয়েন, অতএব কহিতেছেন।

স্থাণৌ পুরুষবদ্ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে ॥ ৪৪।

যে প্রকার অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে কোন মনুষ্য ভ্রান্তিদ্বারা স্থাণুতে (মুড়াগাছে) পুরুষ বুদ্ধি করে পশ্চাৎ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে পুরুষ জ্ঞান রহিত হইয়া স্থাণু বলিয়া তাহার বোধ জন্মে, সেই প্রকার অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মেতে জীবত্বকৃত হয়, কিন্তু জীবের যাথার্থিক স্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলেই স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রান্তির নিবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মেতে জীবত্বভ্রান্তি নিবৃত্তা হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নং জ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ ॥ ৪৫।

যে প্রকার দিক্তত্ত্বাদি জ্ঞান হইবামাত্রে দিগ্‌ভ্রমাদি বিনিষ্ট হইয়া থাকে সেই প্রকার তত্ত্বস্বরূপ অনুভবজন্য যে জ্ঞান তাহা অচিরাৎ "আমি ও আমার", এতদ্রূপ অজ্ঞানকে বিনাশ করে ॥ ৪৫ ॥

অধুনা সবিকল্প সমাধি কহিতেছেন।

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা॥ ৪৬।

সম্যক অনুভববিশিষ্ট যে যোগী তিনি স্বকীয় আত্মাতে এই অখিল সংসারকে এবং সমস্ত সংসারে এক আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন॥ ৪৬॥

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
মৃদোযদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥ ৪৭।

যেকার মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটশরাবাদি বস্তুতে একমাত্র মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কোন বস্তু নাই তদ্রূপ আত্মাই এই সমস্ত জগৎ, আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই এতদ্রূপে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণ একমাত্র আত্মাকে দর্শন করেন॥ ৪৭॥

অধুনা জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন।

জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাং স্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেৎ ভ্রমরকীটবৎ॥ ৪৮॥

তত্ত্বজ্ঞানি জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির পূর্ব্ব গুণসমূহ পরিত্যাগ করেন এবং তৈলপায়ী (আর্শুলা) যে প্রকার প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারা ভ্রমর কীটত্ব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন॥ ৪৮॥

তীর্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদি রাক্ষসান্।
যোগী সর্ব্বসমাযুক্ত আত্মারামোবিরাজতে॥ ৪৯॥

ভগবান শ্রীরাম যেপ্রকার সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাক্ষসসমূহকে বিনাশ করত সুহৃদ অমাত্য সমাযুক্ত হইয়া বিরাজমান ছিলেন সেই প্রকার যোগিব্যক্তি মোহসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বেষাদি রাক্ষসসমূহকে বিনাশ করত জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সুহৃদ আমাত্য সমাযুক্ত আত্মারাম হইয়া বিরাজিত হয়েন॥ ৪৯॥

বাহ্যানিত্য সুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদন্তরেব প্রকাশতে॥ ৫০ ॥

যোগিব্যক্তি বাহ্য অনিত্য সুখবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-সুখে নির্বৃত্ত হওত ঘট মধ্যস্থিত দীপ প্রভার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশমান থাকেন। ৫০॥

উপাধিস্থোপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তোব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ॥ ৫১ ॥

মননশীল ব্যক্তি উপাধিস্থিত হইয়াও উপাধি ধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয়েন না এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূঢ়বৎ থাকেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া বা-য়ুবৎ অসঙ্গরূপে বিচরণ করেন॥ ৫১॥

উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা॥ ৫২ ॥

পাত্রাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে যে প্রকার জলে জল আকাশে আকাশ ও তেজে তেজঃ প্রবিষ্ট হয় সেই প্রকার মননশীল ব্যক্তির উপাধি পরমেশ্বরে বিলীন হইলে তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদার্থে প্রবেশ করেন॥ ৫২॥

যদি বল ব্রহ্মতে তাদৃশ লয় হইতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন, কারণ যাহাতে কোন প্রকার লাভ বা সুখ থাকে তাহাতেই লোকসকল প্রবৃত্ত হয়, অতএব কহিতেছেন।

যল্লাভান্নাপরোলাভো যৎসুখান্নাপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৩ ॥

যে লাভহইতে অপর কোন লাভ নাই ও যে সুখ হইতে অপর কোন সুখ নাই এবং যে জ্ঞান হইতে অপর কোন জ্ঞান নাই তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ হইতে অপর কোন লাভাদি গরিষ্ঠ নহে এতাবতা তাহাতে অবশ্যই লোকের প্রবৃত্তি হইবে॥ ৫৩॥

যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

অপিচ যাহাকে দর্শন করিলে অপর কিছু দ্রষ্টব্য থাকে না ও যাহা হইলে পুনর্ব্বার আর কিছু হইতে হয়না এবং যাহাকে জানিলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্যক নাই তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৫৪ ॥

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

এবঞ্চ যিনি তির্য্যক ও উর্দ্ধাধঃ সর্ব্বত্র সত্তা জ্ঞান ও আনন্দদ্বারা পরিপূর্ণ অথচ অদ্বিতীয় অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নাই এবং যিনি অনন্ত ও নিত্য ও এক অর্থাৎ যিনি স্বজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু বর্জ্জিত তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৫৫ ॥

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ং।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

ফলত যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে এতদ্রূপে সমস্ত প্রপঞ্চ পদার্থ নিষেধ করিয়া স্বয়ং যাহা নিষিদ্ধ না হয় তদ্রূপে লক্ষিত হয়েন এবং যাঁহাহইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ এবং এক অর্থাৎ যিনি স্বজাতীয় ভেদশূন্য তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনোভবাঃ ॥ ৫৭ ॥

সেই অখণ্ডানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দলেশকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি দেহিগণ স্ব স্ব উপাধির তারতম্য হেতু ন্যূনাধিকরূপে আনন্দিত হয়েন ॥ ৫৭ ॥

তদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে ॥ ৫৮ ॥

যেহেতু সেই ব্রহ্মের সহিত অখিল বস্তুগণ যুক্ত আছে এবং যাবতীয় ব্যবহার তদ্দ্বারাই অন্বিত হইয়াছে সেই হেতু যেপ্রকার দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ঘৃত ব্যাপ্ত থাকে সেই প্রকার ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বগত হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

যে বস্তু সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং জন্য ও বিনাশী নহে এবং রূপ গুণ বর্ণাভিধান বিশিষ্টও নহে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৫৯ ॥

যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৬০ ॥

যাঁহার প্রভাহেতু সূর্য্যাদি জ্যোতির্গণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি স্বীয় প্রকাশ্য সূর্য্যাদিদ্বারা প্রকাশিত নহেন ও যাঁহার প্রকাশহেতু সমস্ত বস্তু প্রকাশ পায় তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন ॥ ৬০ ॥

স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥ ৬১ ॥

যে প্রকার অগ্নি, প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তর্বাহে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মবস্তু সমস্ত পদার্থের অন্তর্ব্বাহে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে প্রকাশন পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা ॥ ৬২ ॥

জগৎ হইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত যে ব্রহ্মপদার্থ, তদ্ভিন্ন অপর কিছুমাত্র বস্তু নাই, তবে সেই ব্রহ্মহইতে ভিন্ন যে কিছু বস্তু প্রকাশ পায় তাহা জলশূন্য স্থানে মরীচিকায় জলভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা ॥ ৬২ ॥

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যত্তদ্ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং॥ ৬৩॥

যে কোন বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিতেছি তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, কেননা তত্ত্বজ্ঞানহেতু সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অদ্বয়রূপে প্রকাশিত হয়েন॥ ৬৩॥

সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষু র্নিরীক্ষ্যতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ॥ ৬৪॥

জ্ঞানচক্ষুঃ ব্যক্তি সত্তা ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে সর্ব্বগতরূপে দর্শন করেন অজ্ঞানচক্ষুঃ ব্যক্তি তাহা দর্শন করিতে পারে না যে প্রকার অন্ধব্যক্তি সূর্য্য-কিরণকে দেখিতে পায় না সেইরূপ॥ ৬৪॥

শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ং॥ ৬৫॥

যেপ্রকার বহ্নিতপ্ত সুবর্ণ সমুদায় মালিন্য হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে সেই প্রকার শ্রবণাদি-দ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানরূপ অগ্নিকর্ত্তৃক পরিতাপিত হওত জীবপদার্থ সমুদায় মল-হইতে মুক্ত হইয়া দ্যোতমান হয়॥ ৬৫॥

হৃদাকাশোদিতোহ্যাত্মবোধভানুস্তমোঽপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্ব প্রকাশতে॥ ৬৬॥

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-বিনাশকারি আত্মবোধরূপ সূর্য্য হৃদয়াকাশে উ-দিত হইয়া সর্ব্বব্যাপি ও সর্ব্বধারিরূপে প্রকাশিত হয়েন ও সর্ব্ব বস্তুকে প্রকাশ করেন॥ ৬৬॥

দিগ্দেশকালাদ্যনপেক্ষ সর্ব্বগং শীতাদিহৃন্নিত্য
সুখং নিরঞ্জনং।
যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ সসর্ব্ববিৎ
সর্ব্বগতোঽমৃতো ভবেৎ॥ ৬৭॥

যে ব্যক্তি দিক্ দেশ ও কালাদি অপেক্ষারহিত ও সর্ব্বগত এবং শীতাদি দুঃখাপহারক অথচ নিত্য সুখস্বরূপ মায়াতীত স্বকীয় আত্মারূপ তীর্থকে বিশেষরূপে নিষ্ক্রিয় হইয়া ভজন করে সেই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগত হইয়া অমৃত হয়।। ৬৭ ॥

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতমাত্মবোধ
প্রকরণং সম্পূর্ণং।

পরমহংস ও পরিব্রাজক সকলের আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত এতদন্ত আত্মবোধ প্রকরণ সম্পূর্ণ হইল।

আত্মষটক।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়ান্যং তরঙ্গং,
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য ক্ষেত্র বিত্তাদি দূরে,
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোহং॥ ১ ॥

আমি দেহ নহি এবং ইন্দ্রিয় বা দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-কার্য্যও নহি এবং অহঙ্কার ও প্রাণ আপন ব্যান উদান সমান এই পঞ্চ প্রাণ কিম্বা বুদ্ধিও নহি; দারা পুত্র ক্ষেত্র বিত্তাদি বাহ্য পদার্থসমূহ দূরে থাকুক সকলের সাক্ষি স্বরূপ যে নিত্য প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত মিলিত পরমাত্মা সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মাই আমি হই॥ ১ ॥

রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি,
স্বাত্ম জ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জু,
জীবোনাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোহং॥ ২ ॥

যে প্রকার অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় তাদৃশ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাতে মনুষ্যের জীবভ্রান্তি হইয়া থাকে; কিন্তু কোন অভ্রান্ত লোকের বাক্যদ্বারা সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে যে প্রকার সেই রজ্জুকে যথার্থ রজ্জু বলিয়া বোধ হয় তদ্রূপ গুরুবাক্যদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমি জীব নহি কিন্তু সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জীবের বোধ হইয়া থাকে॥ ২ ॥

মত্তোনান্যৎ কিঞ্চিদস্তীহ বিশ্বং,
সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপ ক্লিপ্তং।
আদর্শান্তর্ভাস মানস্য তুল্যং,
মষ্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোহং॥ ৩ ॥

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে একমাত্র আমাভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই তবে যে মায়িক বাহ্য বস্তুসমূহ সত্যপদার্থের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে তাহা কেবল দর্পণান্তর্গত প্রতিবিম্বের ন্যায় মায়াকল্পিত বলিয়া জানিবেন। ফলতঃ যেহেতুক একমাত্র অদ্বৈতস্বরূপ আমাতেই সেই সমস্ত দ্বৈতবস্তু প্রকাশিত হইতেছে অতএব আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৩ ॥

আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্য সত্যং,
সত্যজ্ঞানানন্দ রূপে বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবত্তন্ন সত্যং,
শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোহং ॥ ৪ ॥

যে প্রকার নিদ্রামোহদ্বারা স্বপ্নেতে নানা প্রকার অসত্য পদার্থও সত্যের ন্যায় ভাসমান হয় তদ্রূপ মায়ামোহদ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মাতে এই মায়িক বিশ্বসংসার সত্য বস্তুর ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ যেহেতুক মোহাদিশূন্য সর্ব্বব্যাপি একমাত্র পরমাত্মাই সত্য পদার্থ হয়েন অতএব আমাহইতে অভিন্ন প্রযুক্ত আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৪ ॥

নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো,
দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ।
কর্ত্তৃত্বাদি চিন্ময়স্যাস্তি নাহং
কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোহং ॥ ৫ ॥

আমি কখন জাত বৃদ্ধ অথবা মৃতও হই নাই কেননা জন্ম জরা মৃত্যু এই তিন অবস্থা এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই হয় তাহাকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। বিশেষতঃ সমুদায় কর্ত্তৃত্বাদি শক্তি যেহেতুক সেই চেতনময় আত্মারই আছে জীবত্বরূপ অহঙ্কারের নাই অতএব জীবত্ব ভ্রান্তি বিনষ্ট হওয়াতে আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৫ ॥

নাহং দেহো জন্ম মৃত্যুঃ কুতোমে,
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎ পিপাসে কুতোমে।
নাহং চিত্তং শোকমোহে কুতোমে,
নাহং কর্ত্তা বন্ধ মোক্ষৌ কুতোমে ॥ ৬ ॥

আমি দেহ নহি সুতরাং আমার জন্ম মৃত্যু কিরূপে থাকিবেক? আমি প্রাণ নহি অতএব আমার ক্ষুৎপিপাসা কিরূপে হইবে? আমি চিত্ত নহি সুতরাং আমার শোক মোহ থাকিবার বিষয় কি? আমি কর্ত্তা নহি অতএব আমার বন্ধ মোক্ষ কিরূপে সম্ভব হইবে? ৬ ।।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত আত্মষটক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

অথর্ব বেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদ্ ।

ভরদ্বাজ উবাচ । ভরদ্বাজ মুনি কহিয়াছিলেন ।

১ । প্রশ্ন । কিং ব্রহ্মেতি । ব্রহ্ম কি ?

ব্রহ্মোবাচ । ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন ।

উত্তর । অচিন্ত্যোপাধি বিনির্মুক্ত মনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্ম ।

অস্যার্থঃ । অচিন্ত্যোপাধি বিনির্মুক্ত (ঈশ্বরীয় মায়াবৃত নহেন) আদ্যন্তরহিত, শুদ্ধ (কর্তৃত্বাদি অহঙ্কারশূন্য) শান্ত (রাগদ্বেষাদি রহিত) নির্গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমো গুণাতীত) নিরবয়ব (শরীররহিত) নিত্যানন্দ (দুঃখসম্ভিন্ন সুখস্বরূপ) অখণ্ডৈকরস (নিত্যসুখ নিত্য জ্ঞানাদির কখনই খণ্ডন নাই) অদ্বিতীয় (দ্বিতীয়রহিত) এই সকল বাক্যের দ্বারা যে চৈতন্য অনুভূত হয়েন তিনিই ব্রহ্ম ।

২ প্রশ্ন । কিং সবলং ব্রহ্ম । সবল ব্রহ্ম কি ?

উত্তর । অব্যক্তাত্মমহদহঙ্কার পৃথিব্যপ্ তেজো বায়্বাকাশাত্মক তেন বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডকোষেণ কর্ম্ম জ্ঞানার্থ রূপতয়া ভাসমানং সকল শক্ত্যুপবৃংহিতং সবলং ব্রহ্ম ।

অস্যার্থঃ । প্রকৃতি জীবাত্মা মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারাদি পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এবং নানা কর্ম্ম ও নানা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট যে অতিবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড তাহাই সবল ব্রহ্ম ।

৩ প্রশ্ন । ক ঈশ্বরঃ । ঈশ্বর কে ।

উত্তর । ব্রহ্মৈব স্বপ্রকৃতি শক্ত্যাভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্ সৃষ্ট্বাস্তর্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয় নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ ।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মই স্বয়ং নিজ প্রকৃতি শক্তির লেশকে আশ্রয় পূর্ব্বক সকল লোক সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামী (অন্তরে গমন করিব) এতদ্রূপ চিন্তানন্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি জগৎস্থ যাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধিপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা যিনি তিনিই ঈশ্বর।

৪ প্রশ্ন। কো জীবঃ। জীব কে।

উত্তর। ব্রহ্মৈব ব্রহ্মা বিষ্ণু বিশ্বেশেন্দ্রাদি নামরূপ দ্বারাহমিত্যধ্যাসবশাৎ স্থূল জীবাঃ সোয়মেকোপি দেহাহং ভেদবশাদংশা বহবো জীবাঃ।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্মই স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইন্দ্রাদি নামরূপ দ্বারা অহং (চতুর্মুখ রক্তাঙ্গ ব্রহ্মা আমি, চতুর্হস্ত শ্যামাঙ্গ বিষ্ণু আমি, পঞ্চমুখ শ্বেতাঙ্গ শিব আমি ও সহস্রচক্ষু গৌরাঙ্গ ইন্দ্র আমি) এইরূপ অধ্যাসবশতঃ অর্থাৎ এতদ্রূপ চিন্তাযুক্ত হইলেই স্থূল জীব হয়েন। জগতের নানাদেহে নানা অহংকার বশে নানা জীব সেই একমাত্র স্থূল জীবেরই অংশরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

৫ প্রশ্ন। কা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতি কে।

উত্তর। ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণসমার্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ।

অস্যার্থঃ। ব্রহ্ম হইতে জগতের নানাবিধ যে বিচিত্র নির্ম্মাণসমর্থা বদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি তিনিই প্রকৃতি।

৬ প্রশ্ন। কঃ পরমাত্মাঃ। পরমাত্মা কে।

উত্তর। দেহাদেঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা।

অস্যার্থঃ। দেহাদি যাবতীয় মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই পরমাত্মা।

৭ প্রশ্ন। কে ব্রহ্মাদ্যাঃ। ব্রহ্মাদি ইহাঁরা কে।

উত্তর। স ব্রহ্মা স শিবঃ সোক্ষরঃ সইন্দ্রঃ স বিষ্ণুঃ স রুদ্রঃ তৎ মনঃ স সূর্য্যঃ স চন্দ্রমাঃ তে সুরাঃ তে পিশাচাঃ তে জীবাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ তে পশ্বাদয়ঃ তদিতর সর্ব্বমিদং ব্রহ্মণো নাস্তি কিঞ্চন।

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই স্বস্বরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মা এবং তিনিই শিব, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, তিনিই মনঃ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই সকল দেবতা, তিনিই সকল পিশাচগণ, তিনিই সকল জীব, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই পশ্বাদিসমূহ, তিনিই সকল বস্তু। এই জগতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই।

৮ প্রশ্ন। কা জাতিঃ। অর্থাৎ জাতি কি।

উত্তর। চর্ম্মরক্তবসামাংস মজ্জাস্থি ধাতুনীত্যুক্তানি জাতিরাত্মনো ব্যবহারোপকল্পিতা।

অর্থাৎ চর্ম্ম রক্ত বসা মাংস মজ্জা অস্থি শুক্র এই সপ্তধাতু-নির্ম্মিত দেহে লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত জীবাত্মার জাতি কল্পনা মাত্র।

৯ প্রশ্ন। কিমকর্ম্ম। অর্থাৎ অকর্ম্ম কি।

উত্তর। ইন্দ্রিয় ক্রিয়মাণং নাহঙ্কারাকার ইত্যধ্যাত্মনিষ্ঠতয়া তত্তৎ কর্ম্ম অকর্ম্ম।

অর্থাৎ সমুদায় কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ করিয়া থাকে আমি কিছুই করি না এতদ্রূপ পরমাত্মনিষ্ঠচিত্ত ব্যক্তির কৃত যে কর্ম্ম তাহাই অকর্ম্ম।

১০ প্রশ্ন। কিং কর্ম্ম। অর্থাৎ কর্ম্ম কি।

উত্তর। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাহঙ্কার স্বরূপ বন্ধনং জন্মাদি কর্ম্ম নিত্য নৈমিত্তিক যাগাদি ব্রত তপোদানেষু ফলানুসন্ধানং যৎ তৎ কর্ম্ম।

অর্থাৎ আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অহঙ্কারস্বরূপ যে বন্ধন, তাহার কারণ এবং জন্ম মৃত্যুর কারণ নিত্য নৈমিত্তিক যাগ ব্রত তপস্যা দান ইত্যাদি কর্ম্মেতে যে ফলের অনুসন্ধান তাহার নামই কর্ম্ম।

১১ প্রশ্ন। কিং তপঃ। অর্থাৎ তপ কি।

উত্তর। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেতি অপরোক্ষ জ্ঞানাৎ অখিল ব্রহ্মাদ্যৈশ্বর্য্য শান্তি সঙ্কল্পবীজ সন্ন্যাসস্তপঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এতদ্রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাদি নিখিল ঐশ্বর্য্য নিবৃত্তিরূপ মানসপূর্ব্বক যে সন্ন্যাস তাহাই তপ।

১২ প্রশ্ন। কিমাসুরমিতি। আসুরিক তপ কি।

উত্তর। অত্যুগ্র রাগদ্বেষাহঙ্কারোপেতং হিংসা দম্ভযুক্ত তপ আসুরং। অর্থাৎ অধিক রাগ দ্বেষ অহঙ্কার ও হিংসা দম্ভযুক্ত যে তপস্যা তাহাই আসুরিক তপ।

১৩ প্রশ্ন। কিং জ্ঞানমিতি। জ্ঞান কি।

উত্তর। একাদশেন্দ্রিয় নিগ্রহেন সদ্গুরূপাসনয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দিক্‌দৃশ্য প্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং ঘটপটাদি বিকার পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানং।

অর্থাৎ শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ ও বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ পুর্ব্বক সদ্গুরুর উপাসনা দ্বারা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট পট মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎ বস্তুর বাহ্যাভ্যন্তর-স্থিত এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্যপদার্থ নাই এতদ্রূপ অনুভবাত্মক যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার তাহার নাম জ্ঞান।

১৪ প্রশ্ন। কিমজ্ঞানং। অজ্ঞান কি।

উত্তর। রজ্জু সর্প জ্ঞানমিবাদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুস্যুতে সর্ব্বময়ে ব্রহ্মণি দেবে তির্য্যগবানর স্ত্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধমোক্ষাদি নানা কল্পনায় জ্ঞানমজ্ঞানং।

অর্থাৎ যে প্রকার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় এতদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী একমাত্র সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থে পশু পক্ষি সুরনরাদি এবং স্ত্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম ও বন্ধ মোক্ষাদি সমুদয় বিষয় সঙ্কল্পিত আছে অতএব সেই দেবমনুষ্যাদি কল্পিত বস্তুকে সত্য পদার্থ বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহারই নাম অজ্ঞান।

১৫ প্রশ্ন। কঃ সংসারঃ। সংসার কি।

উত্তর। অনাদ্যবিদ্যা বাসনায়া জাতোহং মৃতোহহমিত্যাদি ষড়ভাব বিকারঃ সংসারঃ।

অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যা বাসনাদ্বারা (অহং বুদ্ধিতে) আমি জাত হইলাম আমি মৃত হইলাম ইত্যাদি ষড় বিকারের নাম সংসার।

১৬ প্রশ্ন। কো বন্ধঃ। অর্থাৎ বন্ধন কি।

উত্তর। পিতৃ মাতৃ সহোদরাপত্য গৃহারামাদি ক্ষেত্রাদি সংসারাবরণ সংকল্পোবন্ধঃ কামাদি সংকল্পে কর্ত্তৃত্বাদ্যহঙ্কার শঙ্কা লজ্জা ভয় গুণ সংশয়াদি সংকল্পো দেব মনুষ্যাদিরূপ নানা যজ্ঞ ব্রত দান নানা কর্ম্ম সংকল্পো আদ্যষ্টাঙ্গ যোগাভাস সংকল্পঃ সংকল্পমাত্রং বন্ধঃ।

অর্থাৎ পিতা মাতা ভ্রাতা সন্তান ও গৃহ উপবন ক্ষেত্র বিত্তাদিরূপ যে সংসারাবরণের সঙ্কল্প তাহাই বন্ধন এবং কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কার শঙ্কা লজ্জা ভয় গুণ সংশয় প্রভৃতিকে কামাদি সঙ্কল্প কহা যায় এবং দেবতা মনুষ্যাদিরূপ নানা যজ্ঞ ও ব্রত দানাদি কর্ম্মসঙ্কল্প বলিয়া কথিত হয় এবং আসন নিয়ম যম প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের নাম যোগাভাস সঙ্কল্প, এতদ্রূপ সমস্ত সঙ্কল্পকেই বন্ধন বলিয়া জানিবেন।

১৭ প্রশ্ন। কো মোক্ষ ইতি। অর্থাৎ মোক্ষ কি।

উত্তর। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদি নিত্য সংসার সমস্ত সঙ্কল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ।

অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তু-বিচারদ্বারা নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের সমুদায় সঙ্কল্প যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহাই মোক্ষ।

১৮ প্রশ্ন। কিং সুখং। সুখ কি।

উত্তর। সচ্চিদানন্দরূপতয়া জ্ঞানানন্দাবস্থা সুখং সুখং।

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ জানিয়া আনন্দাবস্থায় থাকায় যে সুখ হয় তাহাই সুখ।

১৯ প্রশ্ন। কিং দুঃখং।। দুঃখ কি।

উত্তর। অনাত্ম বস্তু সংকল্প এব দুঃখং।

অর্থাৎ পরকীয় বস্তুর প্রতি যে মানস করণ তাহাই দুঃখ।

২০ প্রশ্ন। কঃ স্বর্গঃ। স্বর্গ কি।

উত্তর। সৎসঙ্গ স্বর্গঃ।

অর্থাৎ সৎসঙ্গের নাম স্বর্গ।

২১ প্রশ্ন। কো নরকঃ। নরক কি।

উত্তর। অসৎ সংসার বিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ।
অর্থাৎ অত্যন্ত সংসারাবৃত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নাম নরক।

২২ প্রশ্ন। কিং পরমপদং। পরমপদ কি।

উত্তর। প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদেঃ পরতরং সচ্চিদানন্দ মদ্বিতীয়ং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বগতং নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপং পরমং পদং।

অর্থাৎ প্রাণ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদির অতীত যে সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বময় ও নিত্যমুক্ত ব্রহ্মাভিন্নপ পদ তাহাই পরমপদ।

২৩ প্রশ্ন। ক উপাস্যঃ। উপাস্য কে।

উত্তর। সর্ব্বশরীরস্থ চৈতন্যপ্রাপকো গুরুরুপাস্যঃ।

অর্থাৎ যে গুরু সর্ব্বশরীরস্থ চৈতন্য প্রাপ্ত করান তিনিই উপাস্য।

২৪ প্রশ্ন। কো বিদ্বান্। বিদ্বান্ কে।

উত্তর। সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান্।

অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তঃকরণস্থ নিত্যজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে বিলক্ষণরূপে জানেন তিনিই বিদ্বান্।

২৫ প্রশ্ন। কো মূঢ়ঃ। মূঢ় কে।

কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদ্যহঙ্কার ভরণারূঢ়ঃ মূঢ়ঃ।

অর্থাৎ যিনি আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি রূপ মহা অহঙ্কার পদবিশিষ্ট হয়েন তিনিই মূঢ়।

২৬ প্রশ্ন। কঃ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কে।

উত্তর। স্বস্বরূপাবস্থায়াং সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগী সন্ন্যাসীতি।

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগী হয়েন তিনিই সন্ন্যাসী।

২৭ প্রশ্ন। কিং গ্রাহ্যং। গ্রাহ্য কি।

উত্তর। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদরহিতং চিন্মাত্র বস্তু গ্রাহ্যং।

অর্থাৎ দেশকালাদি বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদ রহিত যে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র বস্তু তাহাই গ্রাহ্য।

২৮ প্রশ্ন। কিমগ্রাহ্যং। অগ্রাহ্য কি।

উত্তর। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদরহিতং স্বস্বরূপং ব্যতিরিক্ত মায়াময়ং মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়গোচরং জগৎ সত্যং ইত্যর্থ চিন্তনং অগ্রাহ্যং।

অর্থাৎ দেশ কালাদি বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদ রহিত যে আপন স্বরূপ, তদ্ব্যতিরিক্ত মায়াময় মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয় গোচর এই জগৎ সত্য পদার্থ এতদ্রূপ যে চিন্তা করণ তাহাই অগ্রাহ্য।

২৯ প্রশ্ন। কঃ সমাধিস্থঃ। সমাধিস্থ কে।

উত্তর। সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ভূত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠ শরণমধিগম্য তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যার্থং নিশ্চিত্য নির্ব্বিকল্প সমাধিনা স্বতন্ত্র সময়শন্যতি স মুক্তঃ স পূজ্যঃ স পরমহংসঃ সোবধূতঃ স ব্রাহ্মণঃ স সত্যঃ সান্দ্রি স সর্ব্ববিৎ।

অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতা ও অহঙ্কাররহিত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শরণাগত হয়েন এবং তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠানে নিয়ত একাকী অবস্থান করেন তিনিই মুক্ত তিনিই পূজ্য তিনিই পরমহংস তিনিই অবধূত তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই সত্যস্বরূপ এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ।

৩০ প্রশ্ন। কো ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণ কে।

উত্তর। ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

ইতি উপনিষদ্ সমাপ্তঃ।
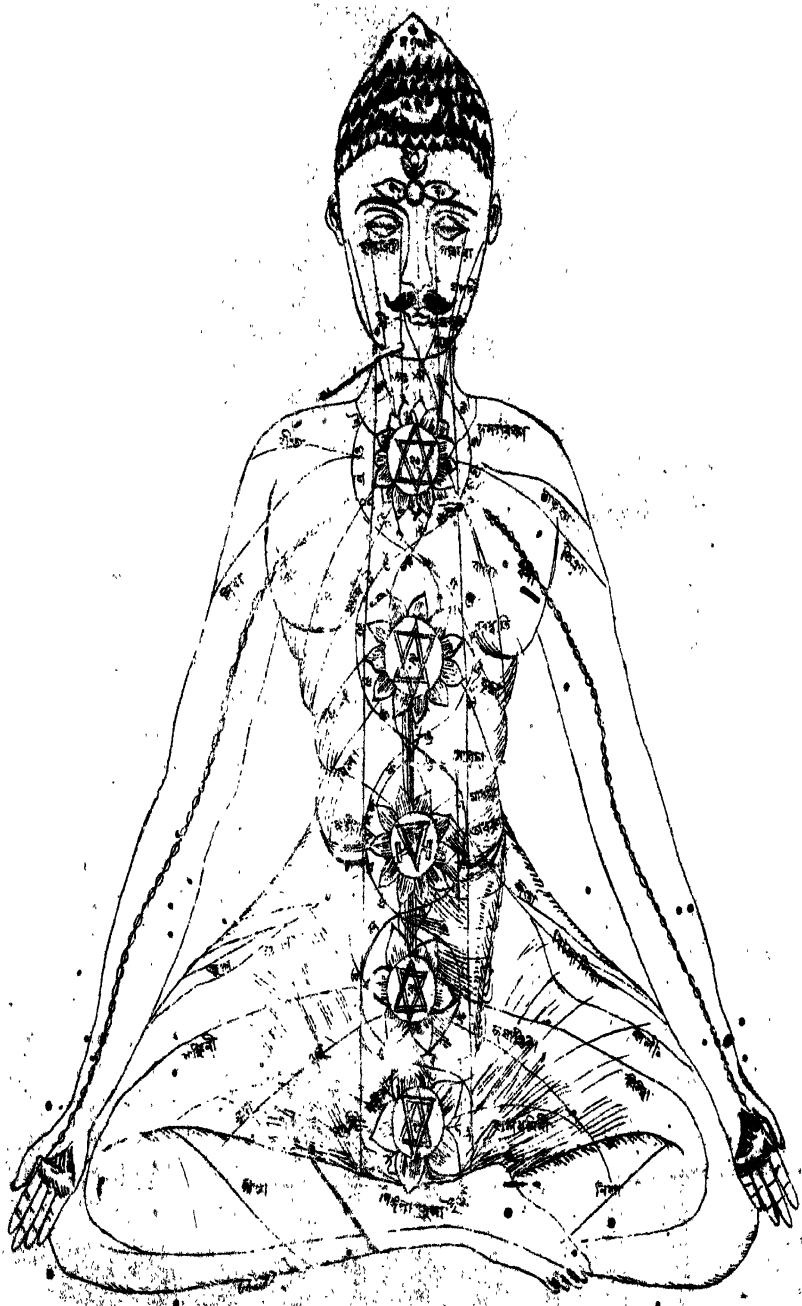
ষট্‌চক্র।

ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এতদ্রূপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে " হে অর্জ্জুন! দেহযন্ত্রে আরূঢ় এই জীব সকলকে মায়াচক্রদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বর তাহারদিগের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতেছেন।" যথা—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ভগবদ্গীতা। যদিও টীকাকার মহাশয়েরা ভগবদুক্ত মায়াচক্র ভ্রমনের স্পষ্টার্থ প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়া স্বরূপার্থ গোপন করিয়াছেন তথাচ এস্থলে সেই মায়াচক্র খানির স্বরূপ বৃত্তান্ত স্পষ্ট করিয়া না লিখিলে ষট্‌চক্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহই তাহার ফল ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন না।

যে প্রকার পাঁচনরী সাতনরী বা বত্রিশনরী হারের প্রত্যেক নরের পুরোভাগে একং খানি খামি থাকে যাহাকে ধুক্‌ধুকি কহা যায় সেই প্রকার জীবের ঈড়া পিঙ্গলানাড়ী যেং স্থানে মিলিত হইয়া একত্র হয় সেইং স্থান খামিবৎ ন্যায় চক্রাকার হইয়া নিরন্তর যে ধুকধুক ও প্রবলবেগে পরিভ্রমণ করে তাহাকেই মায়াচক্র কহা যায়। বোধ হয় প্রাচীনকালে পণ্ডিতগণ ঈড়া পিঙ্গলানাড়ীর মিলিত স্থানরূপ সেই মণ্ডলাকারটি ধুকধুক করে বলিয়া পাঁচনরী প্রভৃতির খামিকে ধুক্‌ধুকি নাম প্রদান করিয়া থাকিবেন।

যদি কেহ এমত আপত্তি করেন যে জীবের দেহমধ্যে কোন প্রকার চক্র ঘূর্ণায়মান হয় না, তবে তাহার প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে জীবের দেহমধ্যে যদি কোন প্রকার চক্র ঘূর্ণায়মান না হয় তবে জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিজাতির দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ গোলাকার হয় কেন? বিবেচনা করিয়া দেখুন মনুষ্যাদি জীবগণের হস্ত পদ ঊরু বক্ষঃ নিতম্ব গলা মস্তক অঙ্গুলী ও নাড়ী প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গোলাকার। বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা প্রশাখা বৃন্ত ও ফল পুষ্পাদি গোলাকার। পক্ষি মৎস্য সর্পাদির অণ্ডসমূহ গোলাকার। পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্রসমূহ সকলই গোলাকার; এমন কি যদি কোন নির্জ্জীব পদার্থ কালান্তরে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তবে তাহাও গোলাকার হইয়া থাকে। অপিচ পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় গ্রহ নক্ষত্রগণ নিরন্তর যে পথে পরিভ্রমণ করিতেছে

তাহাও গোলাকার। গোলাকার পদার্থের আদি অন্ত নাই। যে পদার্থের আদি অন্ত জানিতে না পারা যায়, তাহার যথার্থ স্বরূপও জানিতে পারা যায় না; এতন্নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্রে মায়ার যথার্থ স্বরূপ নিশ্চিত হয় নাই; এবং অদ্যাপি কোন বিদ্বানও তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, এবং ভবিষ্যৎকালেও যে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। এতাবতা উক্ত মায়ার যথার্থ স্বরূপ জানিতে না পারিলেও আমরা যাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি তাহা সর্ব্বসাধারনের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে এতদ্ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর এক খানি বৃহৎ মায়াচক্র ঘূর্ণায়মান হইতেছে। সেই মায়াচক্রের সহিত এতদ্বিশ্বের সমুদায় জীবদেহের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র মায়াচক্রের সংযোগ আছে। যে ভাবে সংযোগ আছে এবং তদ্দারা যেরূপে দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা দৃষ্টান্তের সহিত স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছি আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্।

যে প্রকার কোন বাস্পীয় যন্ত্রের মূলাধার-স্বরূপ একখানি বৃহচ্চক্র ঘূর্ণায়মান হইলেই তৎসাহায্যে সেই যন্ত্রের অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালিত হইয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে তদ্রূপ ঐ বৃহৎ মায়াচক্রের সহিত সংযোগ থাকাতে জীবের দেহমধ্যে যে ক্ষুদ্র মায়াচক্র ঘূর্ণায়মান হইতেছে তৎসাহায্যে দেহের রক্তের গতিবিধি ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণকার্য্য নিশ্বাস প্রশ্বাস ও গমনাগমনাদি সমুদায় দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে প্রকার একমাত্র বাস্পতেজঃ বাস্পীয় যন্ত্রের প্রধান চক্রখানিকে প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান করিয়া সূত্রকর্ত্তন বা রথচালনাদি বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করে তদ্রূপ সমস্ত জীবের হৃদয়কমলে চক্রধর নারায়ণ অধিবসতি করিয়া মায়াচক্রদ্বারা সমুদায় দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। সেই মায়াচক্রখানি দেহের কোন্ স্থানে কি ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে ইহা যিনি ধ্যানদ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন তিনি সেই চক্রখানিকে আয়ত্ত করিয়া দেহের যেং স্থানে আনয়নপূর্ব্বক চৈতন্য জ্যোতিঃ অনুভব করিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন তাহাই শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ গোস্বামী মহাশয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন; নচেৎ জীবের দেহমধ্যে যে ছয়খানি চক্র বা ছয়টি পদ্ম আছে তাহা নহে।

অথ তন্ত্রানুসারেণ ষটচক্রাদি ক্রমোদ্গতঃ।
উচ্যতে পরমানন্দ নির্ব্বাহ প্রথমাঙ্কুরঃ॥ ১॥

সাত্তনরী প্রভৃতির ধুকধুকির ন্যায় ক্রমেং উর্দ্ধগত ষট্‌চক্র ও নাড়ী সমূহের অববোধদ্বারা জ্ঞেয় যে পরমানন্দপ্রবাহ তাহার প্রথমাঙ্কুর নানা তন্ত্রানুসারে কথিত হইতেছে। অর্থাৎ আনন্দ ভোগ করিতেং যে প্রকারে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায় তাহার প্রথম সাধন যে ষট্‌চক্রের স্থান ও নাড়িসমূহের বোধ তাহা নানা তন্ত্রানুসারে বিস্তার করিয়া কহিতেছেন॥ ১॥

অধুনা জ্ঞাননাড়ী সকল কোন্‌স্থানে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

মেরো র্ব্বাহ্যপ্রদেশে শশি মিহির শিরে সব্য
দক্ষে নিষণ্ণে, মধ্যে নাড়ী সুষুম্নাত্রিতয় গুণময়ী
চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি রূপা। ধুস্তূর স্মের পুষ্প প্রথিত
তম বপুঃ কন্দ মধ্যা চ্ছিরঃস্থা, বজ্রাখ্যা মেঢ্র-
দেশাচ্ছিরসি পরিণতা মধ্যমস্যা জ্বলন্তী॥ ২॥

মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে বামভাগে চন্দ্রাধিষ্ঠিতা ঈড়ানাড়ী ও দক্ষিণাংশে সূর্য্যাধিষ্ঠিতা (সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমানা) পিঙ্গলা নাম্নী অপর এক নাড়ী আছে, ঐ নাড়ী দ্বয়ের মধ্যস্থানে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ছিদ্রমধ্যে চন্দ্রসূর্য্য ও অগ্নির ন্যায়প্রকাশস্বরূপা স্বত্ত্ব রজঃ তমোগুণময়ী সুষুম্না নাড়ী অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সুষুম্না নাড়ী মূলাধার সমীপে প্রস্ফুটিত ধুস্তূর কুসুমের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা হইয়া আছে; এবং তাহার মধ্যভাগে যে ছিদ্র আছে তন্মধ্যে বজ্রা নাম্নী অপর এক জ্ঞাননাড়ী লিঙ্গদেশাবধি মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই নাড়ীর মধ্যভাগ নিরন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে অর্থাৎ ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে॥ ২॥

তন্মধ্যে চিত্রিণীসা প্রণব বিলসিতা যোগিনাং
যোগ গম্যা, লূতা তন্তুপমেয়া সকল সরসিজান্
মেরু মধ্যান্তরস্থান্ ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্‌গ্রথন
রচনয়া শুদ্ধ বুদ্ধি প্রবোধা, তস্যান্ত ব্র্হ্মনাড়ী
হরমুখ কুহরা দাদি দেবান্ত সংস্থা ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত বজ্র নাড়ীর যে স্থান নিরন্তর ধুক্‌ধুক্ করিতেছে সেই স্থানে প্রণবযুক্তা অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি স্বরূপ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তদ্দ্বারা আহ্যন্ত মধ্যে পরিবৃতা ও যোগিগণের ধ্যানগম্যা লূতাতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মতমা, চিত্রিণী নাম্নী অপর এক নাড়ী আছে। এই চিত্রিণী নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তিণী সুষুম্না নাড়ীতে যে ষট্‌পদ্ম গ্রথিত আছে তাহাকে তন্মধ্যগত ছিদ্রপথ দ্বারা ভেদ করিয়া প্রকাশমানা হইতেছে। ফলতঃ নির্ম্মল বোধ ব্যতিরেকে ঐ নাড়ীর রচনা-কৌশল কেহই জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয়েন না। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যদেশে মূলাধার পদ্মস্থিত মহাদেবের মুখবিবরাবধি মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা যে এক নাড়ী আছে তাহাকেই ব্রহ্মনাড়ী বলিয়া জানিবেন। (এই ব্রহ্মনাড়ীতে মনঃ সংযোগ করিবামাত্রে সুষুম্নানাড়ী নৃত্যং করিতেং সমস্ত দেহকে উচ্চলিত করে)॥ ৩ ॥

বিদ্যুন্মালা বিলাসা মুনি মনসি লসত্তন্তুরূপা
সুসূক্ষ্মা, শুদ্ধ জ্ঞান প্রবোধা সকল সুখময়ী শুদ্ধ
ভাব স্বভাবা। ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি
সুধাসার রম্য প্রদেশং, গ্রন্থিস্থানং তদেতৎ
বদনমিতি সুষুম্নাখ্য নাড্যোলপন্তি ॥ ৪ ॥

প্রাগুক্ত ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুন্মালার ন্যায় পরম উজ্জ্বলা ও মুনিগণের হৃদয়ে সূক্ষ্মতম যজ্ঞসূত্রের ন্যায় প্রকাশমানা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সকল প্রকার সুখ ও শুদ্ধ ভাব স্বভাব বিশিষ্টা হয়েন; অর্থাৎ যিনি সেই ব্রহ্ম নাড়ীতে মনঃসংযোগ করিয়া একাগ্রচিত্ত হয়েন তিনি সকল প্রকার সুখভোগ ও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিশুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট হইতে পারেন। যে স্থানে ঐ ব্রহ্মনাড়ীর মুখবিবর হইতে নিরন্তর অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে তথায় এক রম্যস্থান আছে, ঐ স্থানকে উভয় মস্তিষ্কের গ্রন্থিস্থান অথবা সুষুম্না নাড়ীর বদন বলিয়া জ্ঞাত হইবেন ॥ ৪ ॥

অধুনা ষট্‌চক্রের স্থান নিরূপণ করিতেছেন।

অথাধার পদ্মং সুষুম্নাস্য লগ্নং,
ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধং চতুঃ শোণ পত্রং।
অধো বক্ত্র মুদ্যৎ সুবর্ণাভ বর্ণৈ,
র্বকারাদি সান্তৈর্যুতং বেদ বর্ণৈঃ॥ ৫॥

লিঙ্গের অধোভাগে অথচ গুহ্যের ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্য এতদুভয়ের সমমধ্যভাগে অথবা মেরুদণ্ডের ঠিক নিম্নভাগে সুষুম্নানাড়িতে আধার পদ্ম সংলগ্ন আছে। ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী শক্ত্যাদির আধারহেতু মূলাধার পদ্ম বলিয়া কথিত হয়। ঐ মূলাধার পদ্ম সুবর্ণবর্ণ তুল্য এবং ব শ ষ স এতচ্চতুষ্টয় বর্ণাত্মক শোণবর্ণ চতুর্দ্দলযুক্ত হইয়া অধোমুখে বিকসিত আছে কিন্তু ধ্যানকালীন সাধক তাহাকে ঊর্দ্ধমুখস্থ ভাবনা করিবেন; নচেৎ আনন্দভোগের সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে॥ ৫॥

অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণ চক্রং,
সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈ রাবৃতন্তৎ।
লসৎ পীত বর্ণং তড়িৎ কোমলাঙ্গং,
তদন্তঃ সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজং॥ ৬॥

প্রাগুক্ত চতুর্দ্দলযুক্ত মূলাধার পদ্মমধ্যে উদ্দীপ্ত অষ্ট সংখ্যক শূলদ্বারা অষ্টদিক বেষ্টিত তড়িতের ন্যায় পীতবর্ণ অথচ কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট যে চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র আছে তন্মধ্যে বিশ্ববীজ নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ মূলাধার পদ্মমধ্যে যে চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র আছে তাহার মধ্যভাগে শরীরোৎপাদক শক্তিরূপ বীর্য্য অবস্থিতি করিতেছে অতএব ঐ পৃথ্বীচক্রকে বীর্য্যকোষ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন॥ ৬॥

চতুর্ব্বাহু ভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং,
তদঙ্কে নবীনার্ক তুল্য প্রকাশঃ।
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদ বাহু
মুখাম্ভোজ লক্ষ্মী শ্চতুর্ভাগ বেদঃ॥ ৭॥

পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র মধ্যে যে বিশ্ববীজ বিরাজমান আছেন তিনিই নানালঙ্কার-দ্বারা বিভূষিত চতুর্ভুজবিশিষ্ট ও ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রদেবাত্মক হয়েন এবং তাঁহার ক্রোড়ে প্রথম প্রকাশাদিত্য সদৃশ প্রকাশবিশিষ্ট ও অরুণবর্ণ যে এক সৃষ্টিকর্ত্তা শিশু আছেন সেই ব্রহ্মাত্মক শিশু চতুর্হস্ত ও মুখ পদ্মদ্বারা ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়কে ধারণ করিয়া পরম শোভা পাইতেছেন ॥ ৭ ॥

গ্রন্থকারের উক্তি।

গ্রন্থকার ষট্‌চক্রের মধ্যে লসধাতু দিয়া যে কতকগুলি দেবদেবী ও হাকিনী শাকিনী রাকিণী প্রভৃতি ডাকিনী বর্ণনা করিয়াছেন সেই সমুদায়কে বিশেষৎ শক্তি বা কামাদি শারীরিক অন্য পদার্থ বলিয়া জানিবেন; নচেৎ মনুষ্যের দেহমধ্যে ডাকিণী থাকিলে এক দিবসের মধ্যে সমুদায় অস্থি মাংস চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে। ফলতঃ যে সাধক একাগ্রচিত্ত হইয়া গ্রন্থোক্ত দেবাদিকে চিন্তা করিবেন তিনি গ্রন্থকারের এতদ্রূপ বর্ণনার তাৎপর্য্য অবধারণ পূর্ব্বক প্রকৃত ফল লাভে কোনক্রমে বঞ্চিত হইবেন না।

বসেদত্র দেবীচ ডাকিন্যভিখ্যা,
লসদ্বেদ বাহূজ্জ্বলা রক্ত নেত্রা।
সমানোদিতা নেক সূর্য্যা প্রকাশা,
প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধ বুদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র মধ্যে ডাকিনী নাম্নী এক দেবী বাস করেন তিনি দোলায়মান চতুর্হস্তদ্বারা পরিশোভিতা এবং রক্তনয়নী ও সমকালোদিত দ্বাদশ মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণসদৃশ প্রতাপবিশিষ্টা অথচ শুদ্ধবুদ্ধি যোগীগণের সর্ব্বদা জ্ঞানগম্যা হয়েন ॥ ৮ ॥

বজ্রাখ্যা বক্ত্রদেশে বিলসতি সততং কর্ণিকা মধ্য
সংস্থং, কোণং তত্ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ
কোমলং কামরূপং। কন্দর্পো নাম বায়ু র্বিল-
সতি সততং তস্য মধ্যে সমন্তাৎ, জীবেশো বন্ধু
জীব প্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্য প্রকাশঃ ॥ ৯ ॥

বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখদেশে ক্ষণপ্রভাসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ও কামরূপাখ্য পীঠস্বরূপ কর্ণিকামধ্যস্থিত ত্রিপুরা দেবী সম্বন্ধীয় ত্রিকোণযন্ত্র আছে, সেই যন্ত্রমধ্যে কন্দর্প নামক যে বায়ু যথেচ্ছাক্রমে শরীরের সর্ব্বাবয়বে পরিভ্রমণ করতঃ বসবাস করিতেছেন জীবাত্মার অধীশ্বর স্বরূপ সেই কন্দর্প বায়ু বান্ধুলি পুষ্পরাশির ন্যায় হাস্যাননে কোটি সূর্য্য-সদৃশ প্রকাশ পাইতেছেন।। ৯ ।।

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুত কনক কলা কোমলঃ
পশ্চিমাস্যো, জ্ঞান ধ্যান প্রকাশঃ প্রথম কিশলয়াকার রূপঃ স্বয়ম্ভুঃ। উদ্যৎ পূর্ণেন্দু বিম্ব প্রকর কর চয় স্নিগ্ধ সন্তান হাসী, কাশী বাসী বিলাসী বিলসতি সরিদাবর্ত্তরূপঃ প্রকাশঃ।। ১০ ।।

প্রাগুক্ত ত্রিকোণযন্ত্রমধ্যে লিঙ্গরূপি এক মহাদেব পশ্চিমাস্য হইয়া বিলাসানুভব করিতেছেন, যিনি গলিত কাঞ্চনের ন্যায় কোমল কলেবর ও জ্ঞান ধ্যান প্রকাশস্বরূপ ও নবপল্লবের ন্যায় আরক্তবর্ণ ও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের কিরণ সদৃশ স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যবিশিষ্ট এবং নিয়তঃ কাশীবাস পরায়ণ ও আনন্দময় অথচ নদীর আবর্ত্তের ন্যায় গোলাকার হয়েন।। ১০ ।।

তদূর্দ্ধে বিষতন্তু সোদর লসৎ সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী, ব্রহ্মদ্বার মুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়ন্তী স্বয়ং। শঙ্খাবর্ত্ত নিভা নবীন চপলা মালা বিলাসাস্পদা, সুপ্তা সর্পসমা শিবোপরিলসৎ সার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতিঃ।। ১১ ।।

সেই লিঙ্গরূপি শিবের উপরিভাগে মৃণালতন্তুসদৃশ অতিসূক্ষ্মা জগন্মোহিনী মহামায়া বিরাজমানা আছেন, যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বদন বিস্তার করিয়া ব্রহ্ম নাড়ীর অমৃতক্ষরণ-দ্বারকে আচ্ছাদন করতঃ স্বয়ং সেই মধুরামৃত পান করিতেছেন; এবং নবীন মেঘমধ্যে বিদ্যুন্মালা যে প্রকার ক্রীড়া করে তদ্রূপ সেই মহামায়া শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া সেই ভাবে বিলাস

মালা আছেন যে ভাবে সুপ্তসর্প মহাদেবের মস্তকোপরি সার্দ্ধ ত্রিবেষ্টনাকারে লম্বিত থাকে॥ ১১ ॥

কূজন্তী কুলকুণ্ডলীচ মধুরং মত্তালি মালা স্ফুটং,
বাচঃ কোমল কাব্য বন্ধ রচনা ভেদাদি ভেদ
ক্রমৈঃ। শ্বাসোচ্ছ্বাস বিভঞ্জনেন জগতাং জীবো
যয়া ধার্য্যতে, সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি
প্রোদ্দাম দীপ্তাবলিঃ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপা উৎকৃষ্ট তেজস্বতী যে মহামায়া অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তিনি মূলাধার পদ্মরন্ধ্রে অবস্থিতি করিয়া কোমল কাব্যরূপ প্রবন্ধ রচনার যে ভেদাভেদরূপ তদ্দ্বারা মত্ত মধুকরসমূহের কূজিত ন্যায় মধুরাব্যক্ত বাক্য কহিতেছেন এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বিভাগদ্বারা জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন॥ ১২ ॥

তন্মধ্যে পরমা কলাতি কুশলা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মা
পরা, নিত্যানন্দ পরম্পরাতি চপলা মালা লস-
দ্দীধিতিঃ। ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ মেব সকলং যদ্ভা-
সয়া ভাসতে, সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে
নিত্য প্রবোধোদয়া॥ ১৩ ॥

সেই কুলকুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে অতিশয় সূক্ষ্মতমা যে পরমা কলা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আছেন তিনি চপলামালার ন্যায় অত্যুজ্জ্বলা হয়েন এবং তাঁহার কিরণদ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বস্তু কটাহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে অথচ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের নিত্য জ্ঞানের উদয়স্বরূপা তিনিই শ্রীশ্রীপরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন। অর্থাৎ মূলাধার পদ্মে নিরন্তর যে চৈতন্য জ্যোতিঃ অনুভূত হয় সেই চৈতন্যযুক্তা প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞানিদিগের জ্ঞানোদয়ের আদি কারণস্বরূপা পরমেশ্বরী হয়েন॥ ১৩ ॥

ধ্যায়েদ্বৈ তৎমূল চক্রান্তর বিবর লসৎ কোটিসূর্য্য
প্রকাশং, বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা
সর্ব্ব বিদ্যা বিনোদী। আরোগ্যং তস্য নিত্যং
নিরবধিচ মহানন্দ চিত্তান্তরাত্মা, বাক্যৈঃকাব্য
প্রবন্ধৈঃ সকল সুরগুরূন্‌ সেবতে শুদ্ধশীলঃ॥ ১৪॥

যিনি মূলাধার পদ্মমধ্যে চতুরস্র পৃথ্বীচক্রের বিবরান্তর্গতা কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপা সেই পরমেশ্বরীকে ধ্যান করেন তিনি বৃহস্পতিতুল্য সৎ পাণ্ডিত্য ও অযত্নলভ্য নরেন্দ্রত্ব ও সর্ব্ববিদ্যা বিনোদিত্বকে সহসা লাভ করেন এবং তিনি নিত্য রোগহীন ও নিরবধি মহানন্দচিত্তান্বিত ও শুদ্ধশীল হইয়া কাব্য প্রবন্ধ রচনাদ্বারা সুরগুরু-সদৃশ বুধগণকেও পরিতুষ্ট করেন। অর্থাৎ যিনি সেই পরমেশ্বরীকে জ্ঞাত হইয়া নিরন্তর তাঁহাতে চিত্ত স্থির করেন তিনি মনুষ্যসাধ্য যাবতীয় কার্য্যে সহসা সর্ব্বশক্তিমান হয়েন॥ ১৪॥

দ্বিতীয় পদ্ম।

অধুনা দ্বিতীয় পদ্মের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন।

সিন্দূর পুর রুচিরারুণ পদ্মমন্যৎ,
সৌষুম্ন মধ্য ঘটিতং ধ্বজ মূলদেশে।
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভ বর্ণৈ,
র্বাদ্যৈঃ সবিন্দু লসিতৈশ্চ পুরন্দরান্তৈঃ॥ ১৫॥

মেরুদণ্ডের ছিদ্রমধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী আছে সেই সুষুম্নানাড়ীতে গ্রথিত অথচ লিঙ্গের মূলদেশে সিন্দূর পুরণন্যায় মনোজ্ঞ অরুণবর্ণ অন্য এক পদ্ম আছে, ঐ পদ্ম বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান ও (ব ভ ম য র ল) এই ষট্‌ বর্ণাত্মক ছয় দলযুক্ত হয়॥ ১৫॥

তস্যান্তরে প্রবিলসৎ বিষদ প্রকাশ,
মম্ভোজ মণ্ডল মথো বরুণস্য তস্য।
অর্দ্ধেন্দু রূপ লসিতং শরদিন্দু শুভ্রং
বংকার বীজ মমলং মকরাধিরূঢ়ং ॥ ১৬ ॥

প্রাগুক্ত অরুণবর্ণ ষড়দল পদ্মমধ্যে বরুণ দেবতার শুক্লবর্ণ পদ্মমণ্ডল বা বরুণ-চক্র আছে, সেই বরুণচক্রমধ্যে শারদীয় সুধাকরের কিরণসদৃশ শুভ্রবর্ণ অথচ মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত মকারাধিরূঢ় বংকার বীজ স্থাপিত আছে ॥ ১৬ ॥

তস্যাঙ্ক দেশ লসিতো হরিরেব পায়ান্,
নীল প্রকাশ রুচিরাং শ্রিয়মাদধানঃ।
পীতাম্বরঃ প্রথম যৌবন গর্ব্বধারী,
শ্রীবৎস কৌস্তুভধরো ধৃত বেদ বাহুঃ ॥ ১৭ ॥

সেই বংকারবীজরূপ বরুণদেবতার ক্রোড়ে নব জলধরসদৃশ নীলবর্ণ অথচ নবযৌবনান্বিত এবং শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি বিভূষিত বক্ষস্থল যুক্ত পীতাম্বর পরিধায়ী ভগবান্ নারায়ণ দেব লক্ষ্মীর সহিত চতুর্হস্তে চতুর্ব্বেদ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিণী সা,
নীলাম্বুজোদর সহোদর কান্তি শোভা।
নানায়ুধোদ্যত করৈ র্লসিতাঙ্গ লক্ষ্মী,
দিব্যাম্বরাভরণ ভূষিতা মত্তচিত্তা ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত বরুণচক্রমধ্যে নীল পদ্মের ন্যায় কান্তিমতী ও বিবিধ প্রহরণ-দ্বারা উদ্যতহস্তা এবং লক্ষ্মীর ন্যায় বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা রাকিণী নাম্নী এক উন্মত্তচিত্তা যোগিনী সর্ব্বদা প্রকাশমানা আছেন ॥ ১৮ ॥

স্বাধিষ্ঠানাখ্য মেতৎ সরসিজ মমলং চিন্তয়েদ্যো
মুনীন্দ্র স্তস্যাহঙ্কার দোষাদিক সকল মিহ
ক্ষীয়তেচ ক্ষণেন। যোগীশঃসোহপি মোহাদ্ভুত
তিমিরচয়োদ্ভানু তুল্য প্রকাশো, গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ
প্রবন্ধৈর্বিরচয়তি সুধাবাক্য সন্দোহলক্ষ্মীং॥ ১৯ ॥

যে মুনীন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বরুণচক্র ও তন্মধ্যস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাকিণী নাম্নী যোগিনীযুক্ত স্বাধিষ্ঠাননামক এই নির্ম্মল পদ্মকে চিন্তা করেন তাঁহার অহঙ্কারাদি দোষসমূহ ক্ষণমাত্রে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তিনি মোহরূপ অন্ধকার রাশি হইতে উত্তীর্ণ হওতঃ দিবাকরের ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট ও যোগীশ্রেষ্ঠ হইয়া গদ্য পদ্য প্রবন্ধযুক্ত বাক্য সুধা সম্পত্তিরূপ নানা গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হয়েন॥ ১৯ ॥

তৃতীয় পদ্ম।

অধুনা তৃতীয় পদ্মের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন।

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশ দল মিলিতে পূর্ণ মেঘ
প্রকাশে, নীলাম্ভোজ প্রকাশৈ রুপকৃত জঠরে
ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ। ধ্যায়ে দ্বৈশ্বানরস্যারুণ
মিহির সমং মণ্ডলং তত্ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে স্বস্তি-
কাখ্যৈ স্ত্রিভিরভিলসিতং তত্রবহ্নেঃ স্ববীজং॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বাধিষ্ঠান পদ্মের উপরিভাগে নাভিমূল প্রদেশে (ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং) নাদবিন্দু যুক্ত এতৎ দশাক্ষরাত্মক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ দশ দলযুক্ত মণিপুরাখ্য এক নীলপদ্ম আছে, সাধক তন্মধ্যভাগে অগ্নি দেবতার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট রংকারাত্মক ত্রিকোণ যন্ত্রকে এবং তদ্বাহ্যপ্রদেশে স্বস্তিকাখ্য তিনটি বহ্নিবীজকেও ধ্যান করিবেন॥ ২০ ॥

ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নব তপন নিভং বেদ বাহূ
জ্জ্বলাঙ্গং, তৎক্রোড়ে রুদ্ররূপো নিবসতি সততং
শুদ্ধ সিন্দূর রাগঃ। ভস্মালিপ্তাঙ্গ ভূষাভরণসিত
বপু র্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ, লোকানামিষ্টদাতা
ভয় বরদ করঃ সৃষ্টি সংহারকারী ॥ ২১ ॥

প্রাগুক্ত নীল পদ্মমধ্যে মেষবাহনাধিরূঢ় নবীন দিনমণির ন্যায় আরক্ত বর্ণাঙ্গ ও চতুর্হস্তবিশিষ্ট অগ্নিদেবতাকে ধ্যান করিবেন এবং তাঁহারে ক্রোড়ে বিশুদ্ধ সিন্দূর রাগসদৃশ রক্তবর্ণ যে একটি রুদ্র অবস্থিতি করিতেছেন; ভস্মলেপন দ্বারা শুক্লাঙ্গ ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট সেই বৃদ্ধরূপি রুদ্রই এক হস্তদ্বারা ত্রিভুবনস্থ লোকসমূহের বাঞ্ছিত ফলদাতা ও অপর হস্তদ্বারা অভয় বরদানশীল হইয়া প্রলয়কালে সৃষ্টি সংহার করেন ॥ ২১ ॥

তত্রাস্তে লাকিনীসা সকল শুভকরী বেদ বাহূজ্জ্ব
লাঙ্গী, শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈ র্বিবিধ বিরচনা
লংকৃতা মত্ত চিত্তা, ধ্যাত্বৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি
নিতরাং সংহৃতৌ পালনেচ, বাণী তস্যাননাব্জে
বিলসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ ॥ ২২ ॥

প্রাগুক্ত দশদলযুক্ত নীলবর্ণ নাভিপদ্মমধ্যে শ্যামবর্ণা ও চতুর্ভুজ ধারিণী সর্ব্বশুভকারিণী লাকিনী নাম্নী যোগিনী অধিষ্ঠিতা আছেন, তিনি পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান ও বিবিধালঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিতাহেতুক উন্মত্তচিত্তা হয়েন। ফলতঃ যে সাধক এতন্মণিপুরাখ্য নাভিপদ্মস্থিত অগ্নিদেবতাকে ও তৎ ক্রোড়স্থিত বৃদ্ধরূপি রুদ্রমূর্ত্তিকে ও তদধিপা লাকিনী নাম্নী যোগিনীকে একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান করেন তিনি অবশ্যই সৃষ্টির সংহার পালনে সমর্থশীল হইতে পারেন; এবং তাঁহার বদনকমলে জ্ঞানসম্পত্তির আকরস্বরূপা বাগ্বাদিনী সরস্বতীও সর্ব্বদা বিরাজমানা থাকেন ॥ ২২ ॥

চতুর্থ পদ্ম।

অধুনা অনাহত নামক হৃদয়পদ্মের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন।

তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধুক কান্ত্যু-
জ্জ্বলং, কাদ্যৈ দ্বাদশ বর্ণকৈ রুপকৃতং সিন্দূর
রাগাঙ্কিতৈঃ। নাম্না নাহত মীরিতং সুরতরুং
বাঞ্ছাতিরিক্ত প্রদং, বায়োর্মণ্ডল মত্র ধূম সদৃশং
ষট্‌কোণ শোভান্বিতং॥ ২৩॥

পূর্ব্বোক্ত মণিপুরাখ্য নাভিপদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধপ্রদেশে বন্ধুক পুষ্প সদৃশ উজ্জ্বল কান্তিমৎ ও সিন্দূর রাগাঙ্কিত (ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ) এতদ্দ্বাদশাক্ষররূপ দ্বাদশ দলযুক্ত অনাহত নামক হৃৎপদ্ম ও তন্মধ্যে ধূমসদৃশ ছয়টি কোণযুক্ত বায়ুমণ্ডল আছে। কল্পবৃক্ষ সদৃশ ঐ হৃদয়পদ্ম সাধককে বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদান করেন।

তন্মধ্যে পরমক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলী ধূষরং,
ধ্যায়েৎ পাণি চতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং
পরং। তন্মধ্যে করুণানিধান মমলং হংসাভ
মীশং বরং, পাণিভ্যা মভয়ং বরং বিদধতং
লোক ত্রয়াণা মপি॥ ২৪॥

সাধক পূর্ব্বোক্ত হৃদয়পদ্মস্থিত বায়ুমণ্ডল মধ্যে যংকারাত্মক বায়ুবীজকে ধ্যান করিবেন, যে বায়ুদেব ধূমরাশিসদৃশ ধূষরবর্ণ ও চতুর্হস্ত বিশিষ্ট ও কৃষ্ণসার মৃগোপরি উপবিষ্ট আছেন। এবঞ্চ সেই বায়ুবীজমধ্যে হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণ ও করদ্বয়দ্বারা ত্রিলোকের বরদানকর্ত্তা পরম করুণানিধান ঈশান নামক শিবকেও ধ্যান করিবেন॥ ২৪॥

তত্রাস্তে খলু কাকিনী নব তড়িৎ পীতা ত্রিনেত্রা শুভা, সর্ব্বালঙ্করণান্বিতা হিতকরী যোগান্বিতানাং মুদা। হস্তৈঃ পাশ কপাল শোভন করান্ সংবিভ্রতী চাভয়ং, মত্তা পূর্ণসুধা রসার্দ্র হৃদয়া কঙ্কালমালা ধরা ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনাহত নামক হৃৎপদ্মে কাকিনী নাম্নী এক যোগিনী আছেন যিনি নবীন তড়িৎ প্রভার ন্যায় পীতবর্ণা ও হার কেয়ূরাদি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা ও ত্রিনেত্রবিশিষ্টা এবং যোগীগণের হিতকারিণী ও আনন্দদায়িকা হয়েন। এবঞ্চ তিনি সুশোভিত বাহুচতুষ্টয়দ্বারা পাশ কপাল খট্বাঙ্গ ও অভয় ধারণ পূর্ব্বক সুধাপানানন্দে হৃষ্টচিত্তা হইয়া গলদেশে কঙ্কালমালা ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

এতন্নীরজ কর্ণিকান্তর লসৎ শক্তি স্ত্রিনেত্রাভিধা, বিদ্যুৎ কোটি সমান কোমল বপুঃ সাস্তে তদন্তর্গতঃ। বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোঽপি কনকাকারাঙ্গ রাগোজ্জ্বলা, মৌলৌ সূক্ষ্ম বিভেদ যুঙ্ মণিরিব প্রোল্লাস লক্ষ্ম্যালয়ঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাগুক্ত হৃদয়পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে কোটি সৌদামিনী তুল্য প্রকাশমানা অথচ কোমলকলেবরা ত্রিনেত্রা নাম্নী এক শক্তি অবস্থিতি করিতেছেন; ঐ শক্তির মধ্যভাগে কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগবিশিষ্ট বাণাখ্য এক শিবলিঙ্গ আছেন, যাঁহার মস্তক প্রস্ফুটিত কোকনদ সদৃশ পদ্মরাগ মণিদ্বারা বিভূষিত ॥ ২৬ ॥

ধ্যায়েদ্যো হৃদি পঙ্কজং সুললিতং সর্ব্বস্য পীঠালয়ং, দেবস্যানিল হীন দীপ কলিকা হংসেন সংশোভিতং। ভানোর্ম্মণ্ডল মণ্ডিতান্তর লসৎ কিঞ্জল্ক শোভাভরং, বাচামীশ্বর ঈশ্বরোঽপি জগতাং রক্ষাবিনাশে ক্ষমঃ ॥ ২৭

যে সাধক সদ্বিদেবের পীঠালয়স্বরূপ বায়ুরহিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল ব্রহ্মজ্যোতির্দ্বারা সুশোভিত ও সূর্য্যমণ্ডল মণ্ডিত প্রদীপ্ত দ্বাদশ কিঞ্জল্কবিশিষ্ট সুললিত হৃদয়পদ্মকে ধ্যান করেন তিনি অবিলম্বে বাক্‌সিদ্ধ ও ঈশ্বরস্বরূপ হইয়া জগতের রক্ষা বিনাশে সক্ষম হয়েন। অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যে প্রকার পূর্ণানন্দময় নিশ্চল পরমাত্মা দেহমধ্যে প্রকাশিত থাকেন জাগ্রদবস্থায় যিনি হৃদয়পদ্ম ধ্যান করিয়া সেই রূপ নিশ্চল পরমাত্মাকে দর্শন করেন তিনিই জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ হইয়া জগতের রক্ষা বিনাশ করনে সক্ষম হয়েন ॥ ২৭ ॥

যোগীশো ভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ কান্তাকুলস্যা
নিশং, জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়গণ ধ্যানা-
বধান ক্ষমঃ। গদ্যৈঃ পদ্য পদাদিভিশ্চ সততং
কাব্যাম্বুধারাবহো, লক্ষ্মী রঙ্গন দৈবতং পরপুরে
শক্তঃ প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রাগুক্ত হৃদয়পদ্মস্থিত সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে যিনি জানিতে পারেন তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ হয়েন এবং কুলকামিনীগণ স্বস্ব পতি অপেক্ষাও তাঁহাকে প্রিয়তমরূপে দর্শন করেন। অপিচ তিনি মহাজ্ঞানী হইয়া ধ্যানদ্বারা জিতেন্দ্রিয়গণের মনোগত বিষয়ও জানিতে সক্ষম হয়েন এবং গদ্য পদ্য রচনাবিষয়ে কাব্যবারিবাহ-তুল্য সেই মহাপুরুষ ক্ষণমাত্রে পরপুরে প্রবেশ করিতেও সক্ষম হয়েন এবং তাঁহার অঙ্গনে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর ক্রীড়া করেন ॥ ২৮ ॥

পঞ্চম পদ্ম।

অধুনা বিশুদ্ধ নামক পঞ্চম পদ্মের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন।

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজ মমলং ধূম ধূম প্রকাশং,
স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈ র্দলপরি লসিতং দীপিতং

দীপ্তবুদ্ধেঃ। সমাস্তে পূর্ণেন্দুঃ প্রথিত তম নভো
মণ্ডলং বৃত্তরূপং, হিমচ্ছায়া নাগোপরি লসিত-
তনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্থ ॥ ২৯ ॥

হৃদয়পদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধপ্রদেশে অর্থাৎ কণ্ঠসমদেশে দীপ্তবুদ্ধি লোকের প্রকাশস্বরূপ অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ স্বরাত্মক শোনবর্ণ ষোড়শদলযুক্ত বিশুদ্ধনামক ধূম্রবর্ণ এক পদ্ম আছে; তাহার মধ্যভাগে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট গোলাকার যে নভোমণ্ডল আছে সেই নভোমণ্ডলই শ্বেতবর্ণ হস্ত্যারূঢ় শুক্লবর্ণ আকাশের সূক্ষ্মতম কলেবর বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৯ ॥

ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবর লসিতৈঃ শোভিতা-
ঙ্গস্ত তস্য, মনোরঙ্গে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্ন
দেহো হিমাভৈঃ। ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো ললিত
দশভুজো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ, সদা পূর্ব্বদেবঃ শিব
ইতি সমাখ্যান সিদ্ধ্যা প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধগণের মধ্যে এতদ্রূপ অখ্যান প্রসিদ্ধ আছে যে পাশ অঙ্কুশ অভয় ও বর এতচ্চতুষ্টয় বিশিষ্ট কর চতুষ্টয় দ্বারা সুশোভিত অঙ্গবিশিষ্ট হংকারাত্মক যে আকাশ মণ্ডল সেই আকাশ মণ্ডল মধ্যে পঞ্চমুখ ত্রিনেত্র ও সুললিত দশভুজ বিশিষ্ট ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর পরিধৃত পূর্ব্বদেব স্বরূপ ঈশান নামক শিব গিরিজার সহিত অভিন্ন হইয়া মনোসুখে নিত্য বিরাজমান আছেন ॥ ৩০ ॥

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে সাকিনী পীত
বর্ণা, শরং চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী হস্ত
পদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ। সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরি রহিতং
মণ্ডলং কর্ণিকায়াং, মহা মোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভি
মধতং শুদ্ধশীলেন্দ্রিয়স্থ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ দল পদ্মমধ্যে পূর্ণ চন্দ্রের সুধাপান দ্বারা আনন্দচিত্তা ও পীতবর্ণা এবং চতুর্হস্তদ্বারা ধনুর্ব্বাণ পাশাস্ত্র ও অঙ্কুশ ধারিণী সাকিনী নাম্নী এক যোগিনী অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে জিতেন্দ্রিয়গণের সম্পত্তিদায়ক ও নির্ব্বাণমুক্তির দ্বারস্বরূপ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডল আছে ॥ ৩১ ॥

ইহস্থানে চিত্তং নিবসতি নিধানাত্তস্য সম্পূর্ণ যোগঃ,
কবির্বাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ শান্ত
চেতাঃ। ত্রিলোকীনাং দর্শী সকল হিতকরো
রোগ শোক প্রমুক্ত, শ্চিরঞ্জীবী ভোগা নিরবধি
বিপদাং ধ্বংস হংস প্রকাশঃ ॥ ৩২ ॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদল পদ্মে চিত্তাবধারণ করেন তিনি সম্পূর্ণরূপে যোগের ফল প্রাপ্ত হয়েন সুতরাং সেই প্রশান্তচিত্ত সাধক অল্পকালমধ্যে কবি বাগ্মী ও আত্মজ্ঞানী হইয়া এক স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সমস্ত বিবরণ জানিতে পারেন, অপিচ তিনি সকল লোকের হিতকারী ও রোগ শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরজীবী হয়েন এবং তিনি পরমহংসের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া নিরবধি বিষয় ভোগজনিত বিবিধ বিপত্তি বিনাশ করেন, অর্থাৎ ক্রমেং ভোগরহিত হয়েন ॥ ৩২ ॥

দ্বিদল পদ্ম ৬।

অধুনা দ্বিদল পদ্মের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন।

আজ্ঞানামাম্বুজন্তু তুহিনকর সমং ধ্যান ধাম
প্রকাশং, হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং প্রবিলসিত বপু
র্নেত্রপত্রংসুশুভ্রং। তন্মধ্যে হাকিনীসা শশিসম

ধবলা বক্ত্রষট্‌কং দধানা, বিদ্যা মুদ্রা কপালং
ডমরু জপমণী বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥ ৩৩ ॥

ভ্রূযুগল মধ্যে সুধাকর কর-সদৃশ শুক্লবর্ণ ও যোগিগণের ধ্যাননিকেতন-প্রকাশস্বরূপ কেবল হ ও ক্ষ এতদ্বর্ণদ্বয়াত্মক আজ্ঞান নামক একটি দ্বিদল পদ্ম আছে, ঐ পদ্মমধ্যে সুধাংশুসদৃশ শুক্লবর্ণা ও ষন্মুখ বিশিষ্টা হাকিনী নাম্নী এক যোগিনী অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি করচতুষ্টয়দ্বারা পুস্তক কপালখণ্ড ডমরুবাদ্য ও জপমালা ধারণ করিয়া পরম পবিত্রার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ৩৩।

এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতিচ মনঃ সূক্ষ্মরূপং
প্রসিদ্ধং, যোনৌ তৎ কর্ণিকায়া মিতর শিবপদং
লিঙ্গচক্র প্রকাশং। বিদ্যুন্মালা বিলাসং পরম
কুলপদং ব্রহ্মসূত্র প্রবোধং, বেদানামাদি বীজং
স্থিরতর হৃদয় শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ ॥ ৩৪ ॥

প্রাগুক্ত অজ্ঞাননামক দ্বিদল পদ্মমধ্যে সূক্ষ্মরূপ প্রসিদ্ধ মন এবং ঐ পদ্মের যোনিরূপা কর্ণিকামধ্যে ইতরাখ্য একটি শিব লিঙ্গাকারে বিরাজিত আছেন সেই লিঙ্গাকার শিব বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রকাশমান ও জনসমূহের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রবোধক ও বেদাদি শাস্ত্র সমূহের প্রণবাত্মক আদি বীজ স্বরূপ হয়েন। অতএব সাধকগণ ঐ স্থানে চিত্ত স্থির করিয়া ক্রমে ২ ঐ পদ্ম-স্থিত সমুদায় পদার্থ উত্তমরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ৩৪ ॥

গ্রন্থকারের উক্তি।

ঐ দ্বিদল পদ্ম প্রতিমূর্ত্তিতে বহির্ভাগে যেরূপ অঙ্কিত আছে সাধক তদ্রূপ চিন্তা না করিয়া ললাটাস্থির অভ্যন্তরে চিন্তা করিবেন। কেননা ঐ স্থান হইতে জীবের মনঃ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগমন পূর্ব্বক সুমেরু অস্থির মধ্যভাগে সূক্ষ্ম চর্ম্মাচ্ছাদিত যে এক ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রপথ দিয়া সুষুম্নামূলে গমন করি-তে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ফলতঃ যে সময়ে ঐ ছিদ্রপথ দিয়া জীবের মনঃ প্রথম গমন করে তৎকালীন ঐ ছিদ্রাচ্ছাদিত সূক্ষ্মচর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

যায় তৎপ্রযুক্ত জীবের নাসিকারন্ধ্র দিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার বেদনাদি অনুভব হয় না ; বরং ব্রহ্মস্থানলাভে পরম পরিতোষ জন্মে।

ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে শীঘ্রগামী
মুনীন্দ্রঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী সকল হিতকরঃ সর্ব্ব
শাস্ত্রার্থ বক্তা। অদ্বৈতাচারবাদী বিদলিত পরমা
পূর্ব্ব সিদ্ধি প্রসিদ্ধো, দীর্ঘায়ুঃ সোঽধিকর্ত্তা ত্রিভু
বন ভবনে সংহৃতৌ পালনেচ ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত দ্বিদল পদ্ম ধ্যানদ্বারা সাধকেন্দ্র মুনীন্দ্র হইয়া পরপুরে (অন্যের দেহমধ্যে) প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়েন এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী ও সকলের হিতকারী ও সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তাও হয়েন ; অথচ তিনি মায়াকে জয় করিয়া অদ্বৈতাচারবাদী ও দীর্ঘায়ুর্বিশিষ্ট হওতঃ ত্রিভুবনরূপ গৃহমধ্যে সৃষ্টি সংহার পালনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবস্বরূপ হয়েন। ৩৫।

তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্ নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধ্যান্ত-
রাত্মা, প্রদীপাভ জ্যোতিঃ প্রণব বিরচনা রূপ
বর্ণঃ প্রকারঃ। তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধ স্তদুপরি বিলসৎ
বিন্দুরূপীমকার, স্তদাদ্যে নাদোঽসৌ শশিধবল
সুধাধার সন্তান হাসী ॥ ৩৬ ॥

ঐ অজ্ঞাননামক দ্বিদলপদ্মের অন্তর্ভাগে অর্থাৎ ভ্রুযুগলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধপ্রদেশে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাত্মা নিরন্তর নিবাস করেন। ঐ অন্তরাত্মা দীপশিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মান্‌ ও প্রণবের বর্ণস্বরূপ আকারবিশিষ্টা হয়েন। অন্তরাত্মার উপরিভাগে অর্দ্ধচন্দ্র এবং তদুপরি বিন্দুরূপি মকারবর্ণ আছে ; ঐ মকার বর্ণের আদ্যভাগে চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ যে শিব আছেন তিনি সুধাকরের কিরণসদৃশ মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

ইহস্থানে লীনে সুসুখ সদনে চেতসি পরং,
নিরালম্বী বক্তা পরম গুরু সেবা সুবিদিতাং।
সদাভ্যাসাৎ যোগী পবন সুহৃদাং পশ্যতি কলাং
তত সুন্মধ্যাস্তঃ প্রবিশতিচ রূপানপি পদান্ ॥ ৩৭ ॥

পরমসুখধামস্বরূপ ঐ স্থানে মনঃ লীন হইলে পরম গুরুর সেবাদ্বারা বিদিতা যে নিরালম্ব মুদ্রা, সর্ব্বদা সেই মুদ্রাভ্যাসদ্বারা সাধক পরমযোগী হয়েন; তদনন্তর তিনি বায়ুর সহায়তায় আত্মজ্যোতির কলা ও তদন্তে তন্মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্ত্তিমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ আত্মস্বরূপও দর্শন করিতে পারেন। ৩৭।

জ্বলদ্দীপাকারং তদপিচ নবীনার্ক বহুলং,
প্রকাশং জ্যোতির্ব্বা গগণ ধরণী মধ্য মিলিতং।
ইহস্থানে সক্ষাৎ ভবতি ভগবান্ পূর্ণ বিভবো,
হবয়েঃ সাক্ষী বহ্নিঃ শশি মিহিরয়ো র্মণ্ডলমিব ॥ ৩৮ ॥

প্রাগুক্ত অন্তরাত্মার প্রাপ্য যে পরমস্থান তাহা প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও নবীন দিনমনির ন্যায় অতিশয় প্রকাশমান অথবা সেই জ্যোতিঃ মস্তকের মস্তিষ্ক স্থানাবধি মূলাধারস্থিত পৃথ্বীচক্র পর্য্যন্ত মিলিত আছে। মস্তকস্থিত ঐ জ্যোতির্ম্ময় পরমস্থানে চন্দ্র সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় প্রকাশমান ও জগতের সাক্ষিস্বরূপ পূর্ণ ঐশ্বর্য্য যুক্ত ভগবানের সহিত জীবের সাক্ষাৎ হয়। অর্থাৎ সুমেরুহাড়ের ছিদ্র বা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যাহার অন্তরাত্মা সুষুম্নামূলে গমন করিতে পারে তিনি দীপশিখার ন্যায় আকারবিশিষ্ট চৈতন্যজ্যোতি-র্মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন। সেই চৈতন্য জ্যোতির শিখাস্থান স্মরণার্থ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকানেক মনুষ্য মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের ঠিক সেই স্থানে শিখা রাখিয়া থাকেন *। ৩৮।

---

* শিখা যজ্ঞসূত্র তিলক ফোঁটা ও পূজাহ্নিক করিবার সময়ে শরীরের যেং স্থানে চিহ্ন করিতে হয় তৎসমুহ নিগূঢ় তাৎপর্য্যের সহিত " শিঙে হারিয়ে চ্যাটে ফুঁ,, বা অন্য কোন নাম দিয়া এক খানি গ্রন্থ বিরচন করিবার মানস রহিল। কেননা আধুনিক অনেকানেক মনুষ্য প্রকৃত বিষয় বিস্মৃত হইয়া তিলকফোঁটা ও শিখাদি ধারণ করাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন।

ইহস্থানে বিষ্ণো রতুল পরমামোদ মধুরে,
সমারোপ্য প্রাণং প্রমুদিতমনাঃ প্রাণ্ নিধনে।
পরং নিত্যং দেবং পুরুষ মজমাদ্যং ত্রিজগতাং
পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতিচ বেদান্ত বিদিতঃ ।। ৩৯ ।।

বিষ্ণুর পরমামোদ নিকেতনস্বরূপ নিত্যসুখময় ঐ মধুরস্থানে প্রাণারোপণ-পূর্ব্বক যে যোগী হৃষ্টচিত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন সেই যোগীন্দ্র ত্রি-জগতের আদি পুরুষ ও বেদান্তবিদিত নিত্যসুখময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হয়েন ।। ৩৯ ।।

লয়স্থানং বায়োস্তদুপরিচ মহানাদরূপং শিবা-
র্দ্ধং, শিবাকারং শান্তং বরদ মভয়দং শুদ্ধবুদ্ধি
প্রকাশং। যদা যোগী পশ্যেদ্‌গুরুচরণযুগাম্ভোজ
সেবা সুশীল, স্তদা বাচাং সিদ্ধিঃ করকমল তলে
তস্য ভূয়াৎ সদৈব ।। ৪০ ।।

আজ্ঞানামক দ্বিদল পদ্মের উপরিভাগে যে শিব বর্ণিত হইয়াছেন মহা-নাদরূপ সেই সদাশিবের অর্দ্ধভাগকে বায়ুর লয়স্থান বলিয়া জানিবেন। ফলতঃ সেই মহানাদাখ্য সদাশিব দুই হস্তদ্বারা অভয় ও বরদানকর্ত্তা এবং প্রশান্ত ও শুদ্ধবুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ হয়েন। যোগীশ্রেষ্ঠ যে কালে গুরুপাদপদ্ম সেবাতে কুশল হইয়া ঐ বায়ু দেবতার লয়স্থানরূপ শিবার্দ্ধকে দর্শন করেন তৎকালে বাক্‌সিদ্ধি সর্ব্বদাই তাঁহার করতলস্থিতা হয় ।। ৪০ ।।

ষষ্ঠ পদ্ম।

অধুনা মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মের স্থানাদি বর্ণনা করিতেছেন।

তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতিশিখরে শূন্যদেশে প্র-
কাশং, বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণ পূর্ণেন্দু

শুভ্রং। অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণ রবিকলা কান্ত কিঞ্জল্ক পুঞ্জং, ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ পরিলসিত বপুঃ কেবলানন্দ রূপং॥ ৪১॥

প্রাগুক্ত মহানাদাখ্য শিবের উপরিভাগে শঙ্খিনী নাড়ীর শিখরপ্রদেশে যে শূন্যাকার স্থান আছে সেই প্রকাশস্বরূপ শূন্যস্থানস্থিত বিসর্গযুগলের অধোভাগে পূর্ণ সুধাকর-সদৃশ শুভ্রবর্ণ সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে বিকসিত আছে। ঐ পদ্ম নবীন দিনমণির কিরণসদৃশ উজ্জ্বল এবং কমনীয় কেশর ও অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ যুক্ত ও কৈবল্যানন্দস্বরূপ॥ ৪১ ॥

সমাস্তে তস্যান্তঃ শশপরি রহিতঃ শুদ্ধ সম্পূর্ণ চন্দ্রঃ, স্ফুরৎ জ্যোৎস্নাজালঃ পরম রসচয় স্নিগ্ধ সন্তান হাসী। ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতিচ সততং বিদ্যুদাকার রূপং, তদন্তঃ শূন্যং তৎ সকল সুরগণৈঃ সেবিতঞ্চাতি গুপ্তং॥ ৪২॥

প্রাগুক্ত সহস্রদল পদ্মমধ্যে শশরহিত সম্পূর্ণ সুধাংশু বিরাজিত আছেন, যিনি অমৃতরসস্বরূপ জ্যোৎস্নাজাল প্রকাশ করিয়া যেন মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন। ঐ চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে বিদ্যুদাকাররূপ যে ত্রিকোণ যন্ত্র প্রকাশ পাইতেছে তাহার মধ্যভাগে সুরসমূহের সেবনীয় অতিগুহ্যতর চিদ্রূপাত্মার শূন্যস্থান আছে॥ ৪২ ॥

সুগোপ্যং তদ্যত্নাদতিশয় পরমামোদ সন্তান-রাশেঃ পরং কন্দং সূক্ষ্মং সকল শশিকলা শুদ্ধরূপ প্রকাশং। ইহস্থানে দেবঃ পরম শিব সমাখ্যান সিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ, স্বরূপী সর্ব্বাত্মা রস-বিরস সিতোহজ্ঞান মোহান্ধহংস॥ ৪৩॥

বিশুদ্ধ পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ প্রকাশমান ঐ শূন্যস্থান পরমানন্দ রস ভোগের মূল স্বরূপ হয় অতএব সামান্য লোকের নিকট ইহা প্রকাশ না করিয়া যত্নাতিশয়ে

গোপন করিবেন। ফলতঃ সিদ্ধগণের নিকট এতদ্রূপ আখ্যান প্রসিদ্ধ আছে যে ঐ স্থানে সকলের আত্মাস্বরূপ শুক্লবর্ণ আকাশরূপি এক মহাদেব আছেন যিনি নিত্যানন্দময় ও অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার বিনাশের জ্যোতিস্বরূপ পরম-হংসরূ হয়েন ॥ ৪৩ ॥

সুধাধারা সারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতি পরং,
যতেরাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্ নির্ম্মলমতেঃ।
সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকল সুখ সন্তান লহরী,
পরীবাহো হংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিতঃ ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত শূন্যস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সেই ভগবান মহাদেব নির্ম্মলচিত্ত যোগীবরকে নিরবধি অতিমাত্র সুধা দান ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন। ফলতঃ পরমহংস নামে বিখ্যাত সেই মহাদেব সকল প্রাণির ঈশ্বর ও সকল প্রকার সুখতরঙ্গের নিঝরস্বরূপ হয়েন ॥ ৪৪ ॥

শিবস্থানং শৈবাঃ পরম পুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ,
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহর পদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবী চরণ যুগলানন্দ রসিকা,
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষস্থান মমলং ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত ঐ শূন্যস্থানকেই শৈবগণ শিবস্থান কহেন এবং বৈষ্ণবগণ পরম-পুরুষ যে বিষ্ণু তাঁহার নিকেতন অর্থাৎ বিষ্ণুধাম বলিয়া অভিধান করেন এবং কোন২ উপাসকেরা হরিহরপদ বলেন এবং শাক্তেরা দেবীস্থান ও যুগলানন্দ রসিক ভক্তেরা হরগৌরীর চরণপদ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং মুনিগণ ও অন্যান্য দার্শনিকেরা ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রকৃতি পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলতঃ যে কোন উপাসক যে কোন নাম রূপের উপাসনা করুন সকলেই আপন২ ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন; সুতরাং প্রাগুক্ত ঐ পরম শূন্যস্থান যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মস্থান তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইল ॥ ৪৫ ॥

ইহস্থানং জ্ঞাত্বা নিয়ত নিজ চিত্তো নরবরো,
ন ভূয়াৎ সংসারে কচিদপি ন বদ্ধ স্ত্রিভুবনে।
সমগ্রা শক্তিঃস্যান্নিয়ত মনস স্তস্য কৃতিনঃ,
সদা কর্ত্তুংহর্ত্তুং খগতি রপি বাণী সুবিমলা ॥ ৪৬ ॥

যে যোগীবর সহস্রদল পদ্মস্থিত প্রাগুক্ত ব্রহ্মস্থান উত্তমরূপে নিরূপণ করিয়া পরমাত্মা চিন্তাপর হয়েন জন্মমরণ যন্ত্রণাধার এই অসার সংসারে তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের কোন স্থানেও বদ্ধ হয়েন না, যে হেতুক সমুদায় মানসিক শক্তি সেই কৃতিপুরুষের অযত্নলভ্য হয় অতএব তিনি জগতের সৃষ্টি সংহার করণে সমর্থশীল হয়েন অপিচ তিনি আকাশমার্গেও গমন করিতে পারেন এবং তাঁহার বাক্য সুনির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ তিনি যাহাকে যাহা কহেন কদাচ তাহার অন্যথা হয় না ॥ ৪৬ ॥

অত্রাস্তে শিশু সূর্য্য সোদর কলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী
শুদ্ধা নীরজ সূক্ষ্ম তন্তু শতধা ভাগৈক রূপা পরা।
বিদ্যুদ্দাম সমান কোমল তনু নিত্যোদিতাধোমুখী,
পূর্ণানন্দ পরম্পরাতি বিগলৎ পীযূষধারা ধরা ॥ ৪৭ ॥

প্রাগুক্ত সহস্রদল পদ্মমধ্যে নবীন দিনমণি সদৃশ প্রকাশমানা এক চন্দ্রকলা বিরাজিতা আছেন, সেই বিশুদ্ধ চন্দ্রকলা ষোড়শ সংখ্যা বিশিষ্টা হইলেও সূক্ষ্ম মৃণাল তন্তুর শত ভাগের একভাগরূপা পরমসূক্ষ্মা অথচ বিদ্যুন্মালার ন্যায় কোমলাবপুবিশিষ্টা হইয়া অধোমুখে প্রকাশমানা আছেন। ঐ চন্দ্রকলা হইতে ছিদ্রযুক্তা কলসীর ন্যায় নিরন্তর পূর্ণানন্দরূপ অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে। অর্থাৎ উভয় মস্তিষ্কের মধ্যভাগে যে এক পরম সূক্ষ্মা ধমনী আছে সেই ধমনীই পরমানন্দরসের আকরস্বরূপা হয়েন; তাহা হইতে নিরন্তর আনন্দরস ক্ষরিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥

নির্ব্বাণাখ্যকলা পরাৎপরতরা সাস্তে তদন্তর্গতা,
কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিদলিতস্যৈকাংশ রূপা সতী।
ভূতানা মধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধো দয়া,
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গ সমান ভঙ্গুরবতী সর্ব্বার্ক তুল্য প্রভা ॥ ৪৮ ॥

প্রাগুক্ত পরমসূক্ষ্মা চন্দ্রকলার মধ্যভাগে নির্ব্বাণাখ্যা নাম্নী আর এককলা বিরাজিতা আছেন, ঐ কলা মনুষ্যের কেশাগ্রের সহস্রভাগের একভাগ রূপা পরম সূক্ষ্মতমা ও দ্বাদশ আদিত্যের কিরণবৎ জ্যোতির্ম্ময়ী ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার বিশিষ্টা অথচ ক্ষণভঙ্গুরস্বরূপা হয়েন অর্থাৎ তাহার প্রকাশাংশের ক্ষণেং বিচ্ছেদ আছে। ঐ কলা সকল প্রাণির প্রবোধোদয়কারিণী ভগবতীরূপা অধিদেবতা হয়েন। অর্থাৎ যতক্ষণপর্য্যন্ত ঐ কলাতে জীবের মনঃ সংযুক্ত থাকে ততক্ষণপর্য্যন্ত জীব সচেতন থাকেন এবং ঐ কলা হইতে মনঃ বিযুক্ত হইবা মাত্রে জীব মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হয়েন এবং পুনর্ব্বার ঐ কলাতে মনঃ সংযোগ হইবা মাত্রে জীবের প্রবোধোদয় হইয়া থাকে॥ ৪৮ ॥

এতস্যা মধ্যদেশে বিলসতি পরমাপূর্ব্বনির্ব্বাণ
শক্তিঃ কোট্যাদিত্য প্রকাশা ত্রিভুবন জননী
কোটি ভাগৈক রূপা। কেশাগ্রস্যাতিগুহ্য নির
বধি বিগলৎ প্রেমধারা ধরা সা, সর্ব্বেষাং জীব-
ভুতা মুনি মনসি মুদা তত্ত্ববোধং বহন্তী॥ ৪৯ ॥

প্রাগুক্ত নির্ব্বাণাখ্যা কলার মধ্যদেশে কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলা ও ত্রিভুবনের জননীস্বরূপা অথচ সূক্ষ্ম কেশের কোটিভাগের একভাগরূপা নির্ব্বাণাখ্যা শক্তি আছেন, অতিশয় গুহ্যতমা ঐ শক্তি হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিতা হইতেছে এবং ঐ শক্তিই সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপা ও মুনিগণের মানস আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের কারণস্বরূপা হয়েন॥ ৪৯ ॥

তস্যা মধ্যান্তরালে শিবপদ মমলং শাশ্বতং,
যোগ গম্যং, নিত্যানন্দাভিধানং, সকল সুখময়ং
শুদ্ধবোধ স্বরূপং। কেচিদ্‌ব্রহ্মাভিধানং পদমপি
সুধিয়ো বৈষ্ণবং তল্লপন্তি, কেচিৎ হংসাখ্যমেতৎ
কিমপি সুকৃতিনোমোক্ষমার্গ প্রবোধং॥ ৫০ ॥

প্রাগুক্ত নির্ব্বাণাখ্যা শক্তির মধ্যদেশে নিত্য নির্ম্মল ও নিত্যানন্দাভিধান সর্ব্বসুখময় বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মযোগগম্য এক শিবস্থান আছে; কোনং

মুনিগণ ঐ শিবস্থানকে ব্রহ্মস্থান কহেন এবং বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুপদ ও কোন২ বুধগণ হংসাখ্য পদ বলিয়া অভিধান করেন; ফলত ঐ স্থানকে পুণ্যবান্ যোগীবৃন্দের প্রার্থিত মুক্তি-মার্গের প্রবোধক বলিয়া জানিবেন ॥ ৫০ ॥

হুঙ্কারেণৈব দেবীং যম নিয়ম সমাভ্যাসশীলঃ
সুশীলো, জ্ঞাত্বা শ্রীনাথ বক্ত্রাৎ ক্রম মপিচ মহা
মোক্ষবর্ত্ম প্রকাশং। ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তি
সতাং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবো, ভিত্ত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবন
দহনয়ো রাক্রমেণৈব তপ্তাং ॥ ৫১ ॥

সম্যগ্রূপে যম নিয়ম অভ্যাসশীল যোগী গুরুমুখ হইতে প্রকাশস্বরূপ মোক্ষমার্গ ও হুঙ্কারদ্বারা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে সুসাধু যোগীগণের শুদ্ধবুদ্ধি প্রভাবস্বরূপ যে বর্ত্ম কল্পিত হয় সেই পথ দিয়া বায়ু ও তেজ এতদুভয়ের আক্রমণদ্বারা সন্তপ্ত কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে মূলা-ধারপদ্ম-স্থিত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের মধ্যদেশ ভেদ করতঃ সহস্রদল পদ্মমধ্যে আনয়ন করিয়া ভাবনা করিবেক। অর্থাৎ মূলাধারাবধি ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সহস্র দল পদ্মপর্য্যন্ত যে বর্ত্ম আছে হুঙ্কারদ্বারা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জ্ঞাত হইয়া শিবলিঙ্গের মধ্যদেশ ভেদ করতঃ সেই বর্ত্ম দিয়া সহস্রদল পদ্মে দেবীকে আনয়নপূর্ব্বক ভাবনা করিবেক ॥ ৫১ ॥

ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ং তত্র পরমরস শিবে সূক্ষ্মধাম্নী
প্রদীপ্তে, সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিব বিলসত্তন্তু
রূপ স্বরূপা। ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকল সর-
সিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ, মোক্ষানন্দ স্বরূপং
ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতা লক্ষণেন ॥ ৫২ ॥

যেহেতুক ঐ শুদ্ধসত্ত্বা কুলকুণ্ডলিনী দেবী মূলাধারস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও হৃৎ-পদ্মস্থ বাণাখ্য লিঙ্গ ও ভ্রূমধ্যস্থ ইতরাখ্যলিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয়কে এবং চিত্রিণী অন্তর্গতা ব্রহ্মনাড়ীস্থিত ষট্‌পদ্মকে ভেদ করত অতি সূক্ষ্ম তন্তুরূপে সহস্রদল পদ্মে সঙ্গতা হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমানা আছেন অতএব সেই সূক্ষ্মত্ব লক্ষণদ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হইবামাত্র সাধক মোক্ষানন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫২ ॥

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরসাং জীবেন সার্দ্ধং
সুধী, র্মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্ম সদলেশৈবেপরে
স্বামিনি। ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্য
রূপাং পরাং, যোগীন্দ্রো গুরু পাদপদ্ম যুগলা-
লম্বী সমাধৌ যতঃ॥ ৫৩॥

গুরুপাদপদ্ম ধ্যানপরায়ণ বুদ্ধিমান যোগীশ্রেষ্ঠ নবরসস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জীবাত্মার সহিত সহস্রদল পদ্মমধ্যে শিবসম্বন্ধীয় মোক্ষধামে আনয়নপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান করিবেন, যেহেতুক ইষ্টফলপ্রদায়িনী ঐ ভগবতীই চৈতন্যরূপা ও পরাৎপরা হয়েন॥ ৫৩॥

লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা পুনঃ
কুণ্ডলী, পূর্ণানন্দ মহোদয়া কুলপথা মূলে
বিশেৎ সুন্দরী। তদ্দিব্যামৃত ধারয়া স্থিরমতিঃ
সন্তর্পয়েদ্দৈবতং, যোগী যোগ পরম্পরা বিদি-
তয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে স্থিতং॥ ৫৪॥

পরমাত্মারূপ শিবহইতে ঐ কুলকুণ্ডলিনী সুন্দরী অলক্তাভ পরমামৃত পান করিয়া পূর্ণানন্দের উদয়কারিণী হওতঃ কুলপথদ্বারা যখন পুনর্ব্বার মূলাধার পদ্মে প্রবেশ করেন তখন স্থিরবুদ্ধি যোগী-যোগক্রমদ্বারা ঐ দিব্যামৃতধারা জাত হইয়া তদ্দ্বারা দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পুর্ব্বকথিত দেবসমূহকে সম্যগ্রূপে পরিতৃপ্ত করেন॥ ৫৪॥

জ্ঞাত্বৈতৎক্রমমদ্ভূতং যতমনা যোগী যমাদ্যৈ-
র্যুতঃ, শ্রীদীক্ষা গুরুপাদপদ্ম যুগলামোদ প্রবা-
হোদয়াৎ। সংসারে নহিজায়তে নহিকদাচিৎ
সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে, পূর্ণানন্দ পরম্পরা প্রমু-
দিতঃ শান্তঃ সতামগ্রণীঃ॥ ৫৫॥

যে সংযতমনা যোগী যম নিয়মাদিযুক্ত হইয়া শ্রীদীক্ষাগুরুর পাদপদ্ম যুগলে আমোদ-প্রবাহের উদয়হেতু এতদ্ভূত গুপ্তক্রম জ্ঞাত হয়েন তিনি আর এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন না বরং পূর্ণানন্দভোগে প্রমুদিত হইয়া প্রশান্ত সাধুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়েন ॥ ৫৫ ॥

যোঽধীতে নিশিসন্ধ্যয়োরথদিবা যোগস্বভাব
স্থিতো, মোক্ষ জ্ঞান নিদান মে তদমলং শুদ্ধং
সুগুপ্তং ক্রমং। শ্রীমৎ শ্রীগুরু পাদপদ্ম যুগলা-
বলম্বী যতান্তর্মনা, স্তস্যাবশ্যমভীষ্ট দৈবতপদে
চেতোনরী নৃত্যতে ॥ ৫৬ ॥

যিনি এতদগ্রন্থ দিবানিশি পাঠ করেন এবং দিবা রাত্রি যোগস্বভাবে স্থিত হইয়া শ্রীগুরু পাদপদ্ম যুগলাবলম্বী হওতঃ মোক্ষজ্ঞানের কারণীভূত ও পরিশুদ্ধ নির্ম্মল যে এতৎ গুপ্তক্রম তাহা জ্ঞাত হইয়া সংযতমনা হয়েন; অ-ভীষ্ট দেবতাপদে অতি অবশ্যং তাঁহার চিত্ত নিত্যং নৃত্য করিতে থাকে ॥ ৫৬

ইতি শ্রীপূর্ণানন্দ গোস্বামিকৃত ষট্‌চক্রভেদ গ্রন্থ
সমাপ্ত হইল।

যতিপঞ্চকং।

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ,
সা তীর্থ বর্য্যা মণিকর্ণিকাবৈ।
জ্ঞান প্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা,
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপং॥ ১॥

মনের যে বিষয় ভোগাদি নিবৃত্তি তাহাই পরম শান্তি সেই শান্তিরূপিণী মণিকর্ণিকা তীর্থ ও জ্ঞানপ্রবাহরূপ আদিগঙ্গাযুক্ত যে বারাণসীক্ষেত্র আত্ম বোধস্বরূপ সেই বারাণসীক্ষেত্রই আমি হই॥ ১॥

যস্মামিদং কল্পিত মিন্দ্রজালং,
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং।
সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাত্মরূপং,
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপং॥ ২॥

যে বারাণসীক্ষেত্রে মনোবিলাসরূপ ইন্দ্রজাল সদৃশ কল্পিত চরাচর বস্তু সমূহ অতিশয় শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং জগতের আত্মা স্বরূপ একমাত্র যে বিশ্বেশ্বর তিনিও পরম শোভা পাইতেছেন; আত্মবোধস্বরূপ সেই বারাণসীক্ষেত্রই আমি হই॥ ২॥

পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা,
বুদ্ধির্ভবানী প্রতি দেহ গেহং।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা,
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপং॥ ৩।

যে বারাণসীক্ষেত্রে অন্নময়াদি পঞ্চ কোষে বুদ্ধিরূপা অন্নপূর্ণাদেবী নিরন্তর বিরাজমানা আছেন এবং সর্ব্বগত অথচ সকলের অন্তরাত্মা যে সদাশিব তিনিও দেহরূপ প্রতিগৃহে বিরাজমান আছেন আত্মবোধস্বরূপ সেই বারাণসীক্ষেত্রই আমি হই ॥ ৩ ॥

কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা ॥ ৪ ॥

কার্য্যদ্বারা জীবের কাশী অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ হয় এবং সেই কাশী (জ্ঞান) সকলকে প্রকাশ করেন; এতদ্রূপে যিনি জ্ঞানপদার্থকে জানিয়াছেন তিনিই কাশিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা, শিবস্থাপনাদি কার্য্যদ্বারা জীবের কাশীতীর্থ করা প্রকাশ হয় এবং সেই কাশীই শিবস্থাপনাদি কার্য্যদ্বারা সকলকে প্রকাশ অর্থাৎ বিখ্যাত করেন, যিনি কাশীকে এতদ্রূপ মহত্ত্বপ্রকাশক স্থান বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই কাশিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ কাশীতে মৃত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞান
গঙ্গাভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরু চরণ ধ্যান
যুক্ত প্রয়াগঃ। বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ং সকল জন
মনঃ সাক্ষী ভূতান্তরাত্মা, দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি
বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫ ॥

এই পাঞ্চভৌতিক শরীরকেই কাশীক্ষেত্র কহে, এবং একমাত্র জ্ঞানপদার্থকেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা কহা যায় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি গয়াতীর্থ বলিয়া কথিত হয় এবং নিজগুরুচরণ-ধ্যানযুক্ত যে মনের গতি অর্থাৎ যে স্থানে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গমরূপ মূলপ্রদেশ সেই ব্রহ্মস্থান ধ্যানরূপ যে মনের গতি তাহাকে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমরূপ প্রয়াগতীর্থ কহে এবং সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ যে কূটস্থ চৈতন্য তিনিই বিশ্বেশ্বর হয়েন। এতদ্রূপে যখন সমুদায় তীর্থাদি আমার দেহে বসতি করিতেছে তখন পুনর্ব্বার আমার অন্য তীর্থ গমনের প্রয়োজন কি ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত যতিপঞ্চক
সমাপ্ত।

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
পৃচ্ছতি স্ম মহাদেবী ব্রূহি জ্ঞানং মহেশ্বর ॥ ১ ॥

কৈলাসশিখরে উপবিষ্ট দেবের দেব এবং জগতের গুরু মহাদেবকে ভগবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে হে মহেশ্বর! জ্ঞান কি তাহা আমাকে কহুন ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কুতঃ সৃষ্টির্ভবেদ্দেব কথং সৃষ্টি র্বিনশ্যতি।
ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতং ॥ ২ ॥

হে মহাদেব! কিরূপে সৃষ্টি হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই বা কিরূপ ইহা আমাকে বিস্তার করিয়া কহুন ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণোজ্ঞানং সৃষ্টিসংহার বর্জ্জিতং ॥ ৩ ॥

হে দেবি! যাহা অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্ত নহে তাহাহইতে সৃষ্টি হয় এবং তাহাহইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টি সংহার বর্জ্জিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাও অব্যক্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ৩ ॥

ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাস্তেতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ।
মন্ত্রপূজা তপো ধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ॥ ৪॥

প্রণব (ওঁকার অ উ ম ইতি) হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা হয় এবং মন্ত্র পূজা তপস্যা ধ্যান কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই সমস্তই তাহা হইতে হয়॥ ৪॥

ষড়ঙ্গং বেদচত্বারি মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি এতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ৫॥

অপিচ ষড়ঙ্গ চারি বেদ এবং মীমাংসা ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যা বলিয়া কথিত আছে॥ ৫॥

তাবদ্বিজ্ঞা ভবেৎ সর্ব্বা যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যা স্থিরা ভবেৎ॥ ৬॥

যাবৎ কালপর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত বিদ্যাতে বিজ্ঞা (জ্ঞান জন্মিবার অধিকার) হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পদ লাভ হইলে সকল বিদ্যা স্থিরা হয়েন॥ ৬॥

বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥ ৭॥

বেদশাস্ত্র ও পুরাণসমূহ সামান্যা গণিকার ন্যায় কিন্তু যাহা শাম্ভবী বিদ্যা তাহা কুলবধূর ন্যায় গোপনীয়া॥ ৭॥

দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥ ৮॥

সকল বিদ্যা ও সকল দেবতা ও সকল তীর্থই দেহস্থা (দেহেতে স্থির করেন) ফলতঃ সেই সকল তীর্থাদির জ্ঞান গুরুবাক্য দ্বারা লভ্য হয়॥ ৮॥

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্য মোক্ষ্যকরীভবেৎ।
ধর্ম্মকর্ম্ম তথা জপ্যমেতৎ সর্ব্বং নিরর্ত্ততে॥ ৯॥

এবঞ্চ মনুষ্যগণের যে অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিষয়ক বিদ্যা তাহা সৌখ্য ও মোক্ষকরী; কেননা তাহা হইতেই ধর্ম্ম কর্ম্ম জপাদি সকল নিবর্ত্ত হয় ॥ ৯ ॥

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োমৃতং।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপ বিবর্জ্জিতঃ॥ ১০ ॥

যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে বহ্নি ও পুষ্পমধ্যে গন্ধ এবং জলের মধ্যে অমৃত থাকে তদ্রূপ দেহের মধ্যে দেবতা আছেন কিন্তু তিনি পুণ্যপাপ বিবর্জ্জিত॥ ১০ ॥

ঈড়া ভগবতি গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥ ১১ ॥

হে ভগবতি! ঈড়া নাড়ী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী এবং ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী আছে তাহাই সরস্বতী॥ ১১ ॥

ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১২ ॥

যে স্থানে সেই ত্রিবেণীর (ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার) সঙ্গম আছে সেই স্থানের নাম তীর্থরাজ, তাহাতে স্নান করিলে জীব সকলপ্রকার পাপহইতে মুক্ত হয়েন॥ ১২ ॥

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

কীদৃশী খেচরীমুদ্রা বিদ্যা চ শাম্ভবী পুনঃ।
কীদৃগধ্যাত্ম বিদ্যা চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর॥ ১৩ ॥

হে মহেশ্বর! খেচরীমুদ্রা ও শাম্ভবী বিদ্যা এবং অধ্যাত্ম বিদ্যা কিরূপ তাহা আমাকে কহুন॥ ১৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ু স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনং।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং
সা এব মুদ্রা বিচরন্তি খেচরী ॥ ১৪ ॥

যাহার অবলম্বন ব্যতিরেকে মনঃ স্থির হয় এবং নিরোধ ব্যতিরেকে বায়ু স্থির হয় এবং অবলোকন ব্যতিরেকে দৃষ্টি স্থিরা হয় তাহার সেই বিদ্যাই খে-চরীমুদ্রা ॥ ১৪ ॥

বালস্য মূর্খস্য যথৈব চেতঃ
স্বপ্নেন হিনোঽপি করোতি নিদ্রাং।
ততো গতঃ পথো নিরাবলম্বঃ
সা এব বিদ্যা বিচরন্তি শাম্ভবী ॥ ১৫ ॥

যেরূপ বালকের এবং মূর্খের মনঃ শয়ন-বিহীন হইলেও নিদ্রাভিভূত হয় সেইরূপ যাহার অবলম্বন ব্যতিরেকে পথে গমন হয় তাহার সেই বিদ্যা শাম্ভবী ॥ ১৫ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

দেবদেব জগন্নাথ ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দর্শনানি কথং দেব ভবন্তি চ পৃথক্‌পৃথক্ ॥ ১৬ ॥

হে দেবের দেব জগন্নাথ, হে পরমেশ্বর! দর্শনাদি শাস্ত্র সমূহ যে পৃথক্‌২ হয় তাহা কি প্রকার আমাকে কহুন ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়া ছিলেন।

ত্রিদণ্ডীচ ভবেদ্ভক্তো বেদাভ্যাসরতঃ সদা।
প্রকৃতিবাদরতা শক্তো বৌদ্ধাঃশূন্যাতিবাদিনঃ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বদা বৈদাভ্যাসে রত যে ত্রিদণ্ডী নামক ভক্ত তাহারা প্রকৃতিবাদী এবং বৌদ্ধসকল শূন্যবাদী॥ ১৭ ॥

অতোর্দ্ধ্ব গামিনো যে বা তত্ত্বজ্ঞা অপি তাদৃশাঃ।
সর্ব্বং নাস্তীতি চার্ব্বাকা জল্পন্তি বিষয়াশ্রিতাঃ॥ ১৮ ॥

এবং বিষয়াসক্ত চার্ব্বকেরা তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ হইলেও তাহারা নাস্তীতি বাদী অর্থাৎ তাহারা নাস্তিক হইয়া শূন্যাতিরিক্ত পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না॥ ১৮ ॥

উমা পৃচ্ছতি হে দেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড লক্ষণং।
পঞ্চভূতং কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ॥ ১৯ ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেব! পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের লক্ষণ এবং পঞ্চভূত ও পঞ্চবিংশতি গুণ কি প্রকারে হইয়াছে তাহা আমাকে কহুন॥ ১৯॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

অস্থি মাংসং নখশ্চৈব ত্বগ্লোমানি চ পঞ্চমং।
পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২০ ॥

অস্থি মাংস নখ ত্বক্ ও লোমসকল এই পঞ্চ পৃথিবীর গুণ বলিয়া কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়॥ ২০ ॥

শুক্র শোণিত মজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমং।
অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২১ ॥

শুক্র শোণিত মজ্জা মল ও মূত্র এই পঞ্চ জলের গুণ বলিয়া কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়॥ ২১ ॥

নিদ্রা ক্ষুধা তৃষা চৈব ক্লান্তিরালস্য পঞ্চমং।
তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২২ ॥

নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি ও আলস্য এই পঞ্চ তেজের গুণ বলিয়া যে কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়॥ ২২ ॥

ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২৩ ॥

ধারণ চালন ক্ষেপণ সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পঞ্চ বায়ুর গুণ যাহা কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হয়॥ ২৩ ॥

কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমং।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥ ২৪ ॥

কাম ক্রোধ মোহ লজ্জা ও লোভ এই পঞ্চ আকাশের গুণ বলিয়া যে কথিত আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়॥ ২৪ ॥

আকাশাৎ জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥ ২৫ ॥

আকাশ হইতে বায়ু জন্মে এবং বায়ু হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে॥ ২৫ ॥

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে॥ ২৬ ॥

অপিচ পৃথিবী জলেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং জল রবিতে লয় পায়, রবির বায়ুতে লয় হয় এবং বায়ু আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়॥ ২৬ ॥

পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং॥ ২৭ ॥

এই পঞ্চতত্ত্ব (সারাংশ) হইতে সৃষ্টি হয় এবং এই পঞ্চতত্ত্ব হইতেই তত্ত্ব লয় পায়। এবঞ্চ এতৎ পঞ্চতত্ত্ব হইতে যিনি শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হয়েন তাঁহাকেই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন বলিয়া জানিবেন॥ ২৭ ॥

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রকং।
পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ সাধক্ষমিন্দ্রিয়ং ॥ ২৮ ॥

স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনা, ঘ্রাণ, চক্ষু ও কর্ণ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ তত্ত্ব। কিন্তু একমাত্র মনকে এই সকল ইন্দ্রিয়ের কারণ বলিয়া জানিবেন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতং।
সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি ॥ ২৯ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই এই দেহের মধ্যে ব্যবস্থিত আছে কিন্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত সাকার বস্তু আছে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নিরাকার পদার্থের নাশ হয় না ॥ ২৯ ॥

নিরাকারং মনো যস্য নিরাকারসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সাকারন্তু পরিত্যজেৎ ॥৩০ ॥

ফলতঃ যাহার মনঃ নিরাকার সেই ব্যক্তি নিরকার ব্রহ্মসদৃশ হয়, তন্নিমিত্ত যত্নাতিশয়ে সাকার বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

আদিনাথ ময়ি ব্রূহি সপ্ত ধাতুঃ কথং ভবেৎ।
আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

হে আদিনাথ! সপ্ত ধাতু কিরূপ এবং আত্মা ও অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাই বা কি প্রকার তাহা আমাকে কহুন ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

শুক্র শোণিত মজ্জাচ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমং।
অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥

শুক্র শোণিত মজ্জা মেদ মাংস অস্থি ত্বক্ এই সপ্ত ধাতু শরীরের মধ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ এই সপ্ত ধাতুদ্বারা দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

শরীরঞ্চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনো ভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেৎ শূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৩৩ ॥

শরীরকে আত্মা এবং অন্তরাত্মাকে মনঃ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন এবং পরমাত্মা শূন্য পদার্থ যাহাতে মনের লয় হয় ॥ ৩৩ ॥

রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

রক্তধাতু মাতা ও শুক্রধাতু পিতা এবং শূন্যধাতু প্রাণ হয়েন এই সমস্তদ্বারা গর্ভপিণ্ড জন্মে ॥ ৩৪ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কথমুৎপদ্যতে বাচঃ কথং বাচা বিলীয়তে।
বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রূহি পশ্য জ্ঞানং মুদাহর ॥ ৩৫ ॥

হে মহাদেব! কি রূপে বাক্য উৎপন্ন হয় এবং বাক্যের দ্বারা কিরূপে মনের লয় হয় এতদ্রূপ বাক্যের নির্ণয় আমাকে বিস্তার করিয়া কহুন ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচঃ মনো বাচা বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন উৎপন্ন হয়, মনের দ্বারা বাক্য উৎপন্ন হয় এবং সেই বাক্যের দ্বারা মন লয় পায় ॥ ৩৬ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মিন্স্থানে বসেৎ শশী।
কস্মিন্স্থানে বসেৎ বায়ুঃ কস্মিন্স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

হে মহাদেব! কোন্ স্থানে সূর্য্য বাস করেন এবং কোন স্থানে চন্দ্র বাস করেন এবং কোন স্থানে বায়ু বাস করেন এবং কোন স্থানে মনঃ বাস করেন ॥ ৩৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ।
সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ ৩৮ ॥

তালু মূলে চন্দ্র ও নাভিমূলে সূর্য্য স্থিতি করেন এবং সূর্য্যাগ্রে বায়ু ও চন্দ্রাগ্রে মনঃ বাস করেন ॥ ৩৮ ॥

সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে।
এতদ্যুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৯ ॥

হে প্রিয়ে! সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে প্রাণ বাস করেন। হে মহাদেবি এই যুক্তি গুরুবাক্যদ্বারা লভ্য হয় ॥ ৩৯ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেৎ শিবঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালঃ জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৪০ ॥

কোন স্থানে শক্তি ও কোন স্থানে শিব ও কোন স্থানে কাল বাস করেন এবং কাহার দ্বারা জরা জন্মে তাহা আমাকে কহুন ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

পাতালে বসতে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ।
অন্তরীক্ষে বসেৎ কালঃ জরা তেন প্রজায়তে ॥ ৪১॥

পাতালে শক্তি, ব্রহ্মাণ্ডে শিব এবং অন্তরীক্ষে কাল বাস করেন; সেই কালের দ্বারা জরা জন্মে ॥ ৪১ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

আহারং কাঙ্ক্ষতে কাসৌ ভুঞ্জতে পিবতে কথং।
জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তৌচ কো বাসৌ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪২ ॥

কোন ব্যক্তি আহার আকাঙ্ক্ষা করে ও কে বা ভোজন করে এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাতে জাগ্রত কে থাকে ॥ ৪২ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঞ্জতেপি হুতাশনঃ।
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তৌচ বায়ুশ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪৩ ॥

প্রাণ আহার আকাঙ্ক্ষা করেন ও অগ্নি ভোজন করেন এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে বায়ু জাগ্রত থাকেন ॥ ৪৩ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

কোবা করোতি কর্ম্মাণি কোবা লিপ্যেত পাতকৈঃ।
কোবা করোতি পাপানি কোবা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

কে কর্ম্ম করে এবং কে পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং কে পাপ করে এবং কে পাপহইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

শিব উবাচ। শিব কহিয়াছিলেন।

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ॥ ৪৫ ॥

মনঃ পাপ করে এবং মনঃ পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং মনই তন্মনস্ক না হইলে পুণ্য এবং পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ। ভগবতী কহিয়াছিলেন।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্য চ।
কার্য্যস্য কারণং ব্রূহি কথং কিঞ্চ প্রসাদনং॥ ৪৬ ॥

জীব কি প্রকারে শিব হইতেছে এবং কোন কার্য্যের কারণ এবং কিরূপে প্রসন্ন হয়েন তাহা আমাকে কহুন॥ ৪৬ ॥

শিব উবাচ। শিব কহিয়াছিলেন।

ভ্রান্তিবন্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।
কার্য্যং হি কারণং ত্বঞ্চ পুণর্বোধো বিশিষ্যতে॥ ৪৭ ॥

ভ্রান্তিদ্বারা জীব বদ্ধ এবং ভ্রান্তিমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন। তুমি (প্রকৃতি) কার্য্য এবং কারণ সকল কিন্তু জ্ঞান কেবল বিশেষ হয়॥ ৪৭ ॥

মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥ ৪৮ ॥

শিব অন্য স্থানে ও শক্তি অন্য স্থানে এবং মারুত অন্য স্থানে আছেন মনে করিয়া তমোগুণযুক্ত লোকসকল এই তীর্থ এই তীর্থ এতদ্রূপ ভ্রমেতে আচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বত্রে পরিভ্রমণ করে॥ ৪৮ ॥

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষ বরাননে॥ ৪৯ ॥

হে বরাননে! জীব আত্মতীর্থজ্ঞাত নহে অতএব কিপ্রকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৯ ॥

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনং।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫০ ॥

বেদকে বেদ বলি না কিন্তু সনাতন অর্থাৎ নিত্য যে ব্রহ্ম তিনিই বেদ এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে রত সেই ব্যক্তিই বিপ্র ও বেদপারগ ॥ ৫০ ॥

মন্থিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈবহি।
সারন্তু যোগিনঃ পীতাস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫১ ॥

চারি বেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া, যোগিগণ তাহার নবনীতস্বরূপ সার ভাগ পান করিয়াছেন কিন্তু তাহার অসারভাগ যে তক্র (ঘোল) তাহাই ইদানীন্তন পণ্ডিতসকলে পান করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখেমুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ং ॥ ৫২ ॥

সকল শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং সকল বিদ্যাও মুখেং রহিয়াছে কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ অব্যক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা উচ্ছিষ্ট হয় নাই ॥ ৫২ ॥

নতপস্তপ ইত্যাহু ব্র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ৫৩ ॥

তপস্যাকে তপস্যা বলি না কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা। অপিচ যে জন ঊর্দ্ধরেতা হয় অর্থাৎ যাহার রেতঃ পতন হয় না সেই জন দেবতা কিন্তু মনুষ্য নহেন ॥ ৫৩ ॥

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।
তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ধ্যানকে ধ্যান বলি না কিন্তু শূন্যগত যে মনঃ তাহাই ধ্যান কেননা সেই ধ্যানের প্রসাদে জীবের সুখ এবং মোক্ষ হয় ইহাতে সংশয় নাই ।। ৫৪ ।।

ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ।। ৫৫ ।।

যজ্ঞেতে যে হোম হয় সে হোমকে হোম বলি না; কিন্তু সমাধিকালে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যে প্রাণরূপ ঘৃতের হোম হয় তাহাকেই হোমকর্ম্ম কহি ।। ৫৫ ।।

পাপকর্ম্ম ভবেদ্ভব্যং পুণ্যঞ্চৈব প্রবর্ত্ততে।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন তদ্দ্রব্যঞ্চ ত্যজেদ্বুধঃ ।। ৫৬ ।।

পাপ এবং পুণ্যকর্ম্ম যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবেই হইবে অতএব যত্নের সহিত পণ্ডিতেরা যেহ দ্রব্যে পাপকর্ম্ম উপস্থিত হয় সেই সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন ।। ৫৬ ।।

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণ বিবর্জ্জিতঃ ।। ৫৭ ।।

যদবধি জ্ঞান না জন্মে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং কুল এই সকলের অভিমান থাকে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্রে বর্ণ এবং কুল এতদুভয়ের অভিমান পরিত্যক্ত হয় ।। ৫৭ ।।

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

যত্তয়া কথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর।
নিশ্চয়ং ব্রূহি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে ।। ৫৮ ।।

হে শঙ্কর! হে দেবের দেব মহাদেব! আপনি যে জ্ঞান কহিলেন তাহা আমি জ্ঞাত হইলাম না; সম্প্রতি মন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় তাহা আমাকে কহুন ।। ৫৮ ।।

শঙ্কর উবাচ। শঙ্কর কহিয়াছিলেন।

মনো বাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥

মন বাক্য ও কর্ম্ম এই তিন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়; স্বপ্নরহিত নিদ্রার ন্যায় অর্থাৎ সুষুপ্তিকালের ন্যায় সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহা যায় ॥ ৫৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্ত শ্চিন্তা নিদ্রা বিবর্জ্জিতঃ।
বালভাবস্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

যে জ্ঞানে মনুষ্য একাকী এবং নিস্পৃহ ও শান্ত এবং চিন্তা নিদ্রা বিবর্জ্জিত ও বালকের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট হয় সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহা যায় ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে ॥

তত্ত্বজ্ঞানিকর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা আমি সংক্ষেপ করিয়া কহিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যৎকালে মনুষ্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করেন তৎকালে তাহার সেই মনের লয়াবস্থাই যোগ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬১ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তি নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধ কালও সমাধি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহার শতজন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬২ ॥

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

কস্ত নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কস্য নাম ভবেচ্ছিবঃ।
এতন্মে ব্রূহি ভো দেব পশ্চাৎ জ্ঞানং প্রকাশয় ॥ ৬৩ ॥

হে দেবি! শক্তি কাহার নাম এবং শিবই বা কে তাহা আমাকে কহিয়া জ্ঞান প্রকাশ করুন্ ॥ ৬৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ।
স্থিরচিত্তো ভবেদ্দেবী স দেহস্থোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥ ৬৪ ॥

হে দেবি! চঞ্চলচিত্তে শক্তি ও স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন। যে ব্যক্তি স্থিরচিত্ত হয় তিনি দেহস্থ হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬৪ ॥

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

কস্মিন্ স্থানে ত্রিধাশক্তিঃ ষট্চক্রঞ্চ তথৈবচ।
একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তপাতাল মেবচ ॥ ৬৫ ॥

দেহের কোন স্থানে ত্রিধাশক্তি এবং ষট্চক্র ও একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তপাতাল বাস করেন তাহা আমাকে কহুন ॥ ৬৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্গুদঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনং ॥ ৬৬ ॥

ঊর্দ্ধশক্তি কণ্ঠ এবং অধস্থ শক্তি গুহ্যদেশ ও মধ্যশক্তি নাভি, যিনি এই তিন শক্তির অতীত হয়েন তিনিই নিরঞ্জন ব্রহ্ম ॥ ৬৬ ॥

আধারং গুহ্যচক্রন্তু সাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং।
মণিপুরং নাভিচক্রং হৃদয়ন্তু অনাহতং ॥
বিশুদ্ধং কণ্ঠচক্রন্তু মূর্দ্ধঞ্চ সহস্রদলং।
চক্রভেদং ময়া খ্যাতং চক্রাতীতং নমোনমঃ ॥ ৬৭ ॥

গুহ্য প্রদেশে আধার চক্র, লিঙ্গ সমদেশে স্বাধিষ্ঠান চক্র, নাভিদেশে মণিপুর চক্র, হৃদয়ে অনাহত চক্র, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্র ও মস্তকে সহস্রদল নামক চক্র আছে, আমি তোমাকে এই চক্রভেদ কহিলাম কিন্তু যিনি চক্রাতীত তাঁহাকে নমস্কার করি ।। ৬৭ ।।

কায়োর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বধঃ পাতাল মেবচ।
ঊর্দ্ধমূলমধঃ সাগ্রং বৃক্ষাকারং কলেবরং ।। ৬৮ ।।

শরীরের ঊর্দ্ধপ্রদেশকে ব্রহ্মলোক ও অধোভাগকে পাতাল বলিয়া জানিবেন এবঞ্চ ঊর্দ্ধদিগে মূল ও অধোদেশে অগ্রভাগযুক্ত এই শরীর বৃক্ষাকার ।। ৬৮ ।।

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

শিব শঙ্কর ঈশান ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দশবায়ুঃ কথং দেব দশদ্বারাণি চৈব হি ।। ৬৯ ।।

হে শিব, হে শঙ্কর, হে ঈশান, হে পরমেশ্বর হে দেব! দশ বায়ু কি প্রকারে স্থিতি করেন এবং দশ দ্বারই বা কিং তাহা আমাকে কহুন ।। ৬৯ ।।

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ।
সমানো নাভিদেশেতু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ ।। ৭০ ।।

হৃদয়ে প্রাণবায়ু স্থিতি করেন এবং অপানবায়ু গুহ্যদেশে থাকেন। সমান বায়ু নাভিদেশে ও উদান বায়ু কণ্ঠদেশে স্থিতি করেন ।। ৭০ ।।

ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ।
নাগ ঊর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ ।। ৭১ ।।

ব্যান বায়ু সর্ব্বগাত্রে স্থিতি করেন এবং নাগবায়ুকে উর্দ্ধগত ও কূর্ম্ম বায়ুকে তীর্থাশ্রিত বলিয়া জানিবেন॥ ৭১ ॥

ক্রকর ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোপি জৃম্ভণে।
ধনঞ্জয় নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব শাম্যতি॥ ৭২ ॥

ক্রকরবায়ু ক্ষোভনে স্থিতি করেন দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভণে (হাইতোলনে) ও ধনঞ্জয় বায়ু নাদঘোষে প্রবেশ করেন॥ ৭২ ॥

এতে বায়ুর্নিরালম্বো যোগীনাং যোগসম্মতঃ।
নবদ্বারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে॥ ৭৩ ॥

যোগিদিগের যোগসম্মত এই দশ বায়ু অবলম্বন শূন্য। এবঞ্চ দুই চক্ষুঃ দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ গুহ্য ও লিঙ্গ, এই নবদ্বার প্রত্যক্ষ এবং মন দশম দ্বার বলিয়া কথিত হয়॥ ৭৩ ॥

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

নাড়ীভেদঞ্চ মে ব্রূহি সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতং।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশনাড়িকা॥ ৭৪ ॥

হে মহাদেব! সর্ব্বগাত্রে স্থিতা যে নাড়ীসমূহ তাহা উক্ত করুন এবং কুণ্ডলিনী শক্তিহইতে যে দশ নাড়ী প্রসূতা হইয়াছে তাহাও আমাকে কহুন॥ ৭৪ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

ঈড়াচ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বাচ প্রসরাগমনায়তা॥ ৭৫ ॥
অলম্বুষা যশাশ্চৈব দক্ষিণাঙ্গে সমস্থিতা।
কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতা॥ ৭৬ ॥

হে দেবি! ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না, ঊর্দ্ধগামিনী এই তিন নাড়ী এবং হস্তি-জিহ্বা গান্ধারী ও প্রসরা এই তিন স্থিতিস্থাপিকা নাড়ী এবং অলম্বুষা ও যশা এই অষ্ট নাড়ী দক্ষিণাঙ্গে, এবং কুহু ও শঙ্খিনী এই দুই নাড়ী বামাঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে। ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

এতাস্তু দশনাড়ীষু নানানাড়ী প্রসূতিকাঃ।
দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি শরীরে নাড়িকাঃ স্মৃতাঃ। ৭৭ ॥

এই দশ নাড়ী হইতেই নানা নাড়ী প্রসূতা হইয়াছে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র প্রসূতিকা নাড়ী প্রসিদ্ধা আছে॥ ৭৭ ॥

এতাং যো বিন্দতে যোগী স যোগী যোগলক্ষণঃ।
জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগীনাং সিদ্ধিদায়িনী। ৭৮ ॥

হে দেবি! এই সমস্ত নাড়ী যে যোগী জ্ঞাত হইয়াছেন সেই যোগীই যোগজ্ঞ; এতন্মধ্যে জ্ঞাননাড়ী যোগিগণের সিদ্ধিদায়িনী হয়েন॥ ৭৮ ॥

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

ভূতনাথ মহাদেব ব্রূহিমে পরমেশ্বর।
ত্রয়োদেবাঃ কথং দেব ত্রয়োভাবাস্ত্রয়োগুণাঃ। ৭৯ ॥

হে ভূতনাথ, হে মহাদেব, হে পরমেশ্বর! তিন দেবতা কি প্রকার এবং হে দেব! তাঁহাদিগের তিন ভাব ও তিন গুণইবা কি প্রকার তাহা আমাকে কহুন॥ ৭৯ ॥

শিব উবাচ। শিব কহিয়াছিলেন।

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ॥ ৮০ ॥

রজোভাবেতে ব্রহ্মা এবং সত্ত্বভাবেতে হরি ও ক্রোধভাবেতে রুদ্র স্থিতি করেন। এই তিন দেবতা এবং তিন গুণ॥ ৮০ ॥

একৈমূর্ত্তি স্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে। ৮১ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতা এক মূর্ত্তি ইহাতে যাহার মনে নানা ভাবোপস্থিত হয় তাহার মুক্তি হয় না॥ ৮১ ॥

বীর্য্যরূপী ভবেদ্‌ব্রহ্মা বায়ুরূপস্থিতো হরিঃ।
মনোরূপ স্থিতোরুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ॥ ৮২ ॥

বীর্য্যরূপি ব্রহ্মা হয়েন এবং বায়ুরূপে হরি স্থিতি করেন এবং মনোরূপে রুদ্র অবস্থিতি করেন এই তিন দেবতা ও এই তিন গুণ॥ ৮২ ॥

দয়াভাব স্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাব স্থিতো হরিঃ।
অগ্নিভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ॥ ৮৩ ॥

দয়াভাবে ব্রহ্মা স্থিতি করেন এবং শুদ্ধভাবে হরি ও অগ্নিভাবে রুদ্র স্থিতি করেন এই তিন দেবতা ও এই তিন গুণ॥ ৮৩ ॥

একং ভুতং পরংব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বচরাচরং।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে॥ ৮৪ ॥

এই সকল চরাচরময় জগৎ এক ব্রহ্মহইতে হয় ইহাতে যাহার মনে নানা ভাবোদয় হয় তাহার মুক্তি হয় না॥ ৮৪ ॥

অহং সৃষ্টিরহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ।
অহং রুদ্রোহপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরঞ্জনং॥ ৮৫ ॥

আমি সৃষ্টি এবং আমিই কাল, আমিই ব্রহ্মা, আমিই হরি, আমিই রুদ্র আমিই আকাশ এবং আমিই সর্ব্বব্যাপি নিরঞ্জন ব্রহ্ম॥ ৮৫ ॥

অহং সর্ব্বাত্মকং দেবি নিষ্কামো গগণোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলং স্বান্তং স এবাহং ন সংশয়ঃ॥ ৮৬ ॥

হে দেবি! আমি সর্ব্বস্বরূপ ও নিষ্কাম এবং আকাশ সদৃশ শুদ্ধ স্বভাব নির্ম্মল মনের স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাও আমি ইহাতে সংশয় নাই॥ ৮৬ ॥

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ শূরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিতঃ।
সত্যবাদী ভবেদ্ভক্তো দাতা ধীরহিতে রতঃ। ৮৭ ॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং শূর, ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, দাতা অথচ পণ্ডিতের হিতে রত সেই ব্যক্তিই ভক্ত হয়॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়া স্মৃতা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়া ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ। ৮৮ ॥

তপস্যার মূল ব্রহ্মচর্য্য এবং ধর্ম্মের মূল দয়া এই হেতু সকল যত্নের দ্বারা দয়া ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে॥ ৮৮ ॥

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রাণবল্লভ।
বেদসন্ধ্যা তপোধ্যানং হোমকর্ম্ম কুলং কথং। ৮৯ ॥

হে যোগেশ্বর হে জগন্নাথ হে উমার প্রাণবল্লভ! বেদ সন্ধ্যা তপস্যা ধ্যান হোমকর্ম্ম ও কুল কিরূপ তাহা আমাকে কহুন॥ ৮৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব কহিয়াছিলেন।

অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানিচ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ৯০॥

যিনি সহস্র অশ্বমেধ ও শত সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ফলের ষোড়শ কলার এক কলাতুল্য পুণ্যও লাভ করিতে পারেন না॥ ৯০ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলং লভতে শুচিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ৯১॥

সর্ব্বকালে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া শুচি হইলে যে ফল লাভ হয়, যিনি সেই ফল লাভ করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ফলের ষোড়শ কলার এক কলা তুল্য পুণ্যও লাভ করিতে পারেন না॥ ৯১ ॥

ন মিত্রং নচ পুত্রাশ্চ ন পিতা নচ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদং॥ ৯২॥

গুরুর তুল্য মিত্র নাই এবং পুত্রগণ ও পিতা ও বান্ধবসমূহ ও স্বামী ইহারাও সেই গুরুর তুল্য উপকারী নহেন যে গুরুকর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে॥ ৯২ ॥

নচ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং নচ দেবতা।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদং। ৯৩।

বিদ্যা, তীর্থ ও দেবতা এবং অপরাপর যে সকল বস্তু আছে ইহারাও সেই গুরুর তুল্য নহেন যে গুরুকর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে॥ ৯৩ ॥

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদনং।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ। ৯৪॥

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর প্রদান করেন সেই গুরুকে পৃথিবীর মধ্যে এমত দাতব্য বস্তু নাই যে সেই বস্তু দান করিলে তাঁহার নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়॥ ৯৪ ॥

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতং।
যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সদ্গুরুস্তস্য দীয়তে। ৯৫॥

এই সুগোপিত ব্রহ্মজ্ঞান অপর কোন ব্যক্তিকে দান করিবেন না কিন্তু সদ্গুরু ভক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন॥ ৯৫ ॥

মন্ত্রপূজা তপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াং।
সন্ন্যাসং সর্ব্ব কর্ম্মাণি লৌকিকীনি ত্যজেদ্বুধঃ। ৯৬॥

মন্ত্র পূজা তপস্যা ধ্যান হোম জপ বলিক্রিয়া ও সন্ন্যাস এবং অপরাপর যাবতীয় লৌকিক কর্ম্ম পণ্ডিত লোকের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৯৬ ॥

সংসর্গাদ্বহবো দোষা নিঃসঙ্গাদ্বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যতী সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥ ৯৭ ॥

সংসর্গহেতু বহু দোষ জন্মে এবং সঙ্গরহিত হইলেই বহুগুণ হয় এতন্নিমিত্ত সকল যত্নের দ্বারা যতী অন্যসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৯৭ ॥

অকারঃ সাত্ত্বিকো জ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তামসঃ প্রোক্তস্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অকারকে সাত্ত্বিক এবং উকারকে রাজস ও মকারকে তামস বলিয়া জ্ঞাত হইবেন এই তিন গুণই প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৮ ॥

অক্ষরা প্রকৃতি প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ।
ঈশ্বরান্নির্গতা সা হি প্রকৃতিগুর্ণবন্ধনা ॥ ৯৯ ॥

অক্ষর (অবিনশ্বর) স্বয়ং ঈশ্বর এবং প্রকৃতিও অক্ষরা (অবিনাশশীলা) বলিয়া কথিত আছে যেহেতুক সেই ঈশ্বরহইতেই ত্রিগুণযুক্তা প্রকৃতি নির্গতা হইয়াছে ॥ ৯৯ ॥

সা মায়াপালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী।
অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা যশস্বিনী ॥ ১০০।

শব্দরূপা যশস্বিনী যে প্রকৃতি তিনিই মায়াপালিনী শক্তি অর্থাৎ পালনকর্ত্রী এবং অবিদ্যান্ধকারে মুগ্ধকরিণী সেই প্রকৃতিই সৃষ্টি সংহার কারিণী হয়েন ॥ ১০০ ॥

অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্যতে।
মকারঃ সামবেদস্তু ত্রিষু যুক্তোঽপ্যথর্ব্বণঃ ॥ ১০১ ॥

অকার ঋগ্বেদ ও উকার যজুর্ব্বেদ ও মকর সামবেদ এবং এই তিনেতে যুক্ত অথর্ব্ববেদ বলিয়া কথিত আছে।। ১০১ ।।

ওঁকারস্তু প্লুতোজ্ঞেয়স্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে।। ১০২।।

সব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে।
অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেৎ আত্মা ব্যবস্থিতঃ।। ১০৩।।

ওঁকারকে প্লুত করিয়া জানিবে ইহার নাম ত্রিনাদ বলিয়া কথিত আছে এবং অকার ভূলোক ও উকার ভুবলোক এবং মকার ব্যঞ্জনের ন্যায় স্বর্লোক হয়েন। এই তিন অক্ষরের দ্বারা আত্মা ব্যবস্থিত হইয়াছেন।। ১০২।। ১০৩।।

অকারঃ পৃথিবীজ্ঞেয়া পীতবর্ণেন সংযুতঃ।
অন্তরীক্ষং উকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে।। ১০৪।।

মকারঃ স্বরিতিজ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ।
ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতং।। ১০৫।।

অকার পৃথিবী এবং পীতবর্ণযুক্ত, উকার আকাশ এবং বিদ্যুদ্বর্ণযুক্ত, মকার স্বর্গ এবং শুক্লবর্ণযুক্ত হয়েন। এই একাক্ষর যে প্রণব অকার উকার ও মকারে ব্যবস্থিত হইয়াছে ইহাকেই নিশ্চিত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন।। ১০৪।।১০৫।।

স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতং।। ১০৬।।

স্থিরাসনে উপবেশন করিবে এবং প্রতিদিন চিন্তা নিদ্রা বিবর্জ্জিত হইয়া সাধনা করিবে ইহা হইলে তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে যোগী হইতে পারিবেন ইহার অন্যথা হইলে কদাচ যোগী হইতে পারিবেন না ইহা মহাদেব কহিয়াছেন।। ১০৬।।

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতিচ দিনেদিনে।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি।। ১০৭।

যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা নিত্যং পাঠ কিম্বা শ্রবণ করেন তিনি সকল পাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়েন।। ১০৭ ।।

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন।

স্থূলস্য লক্ষণং ব্রূহি কথং মনো বিলীয়তে।
পরমার্থঞ্চ নির্ব্বাণং স্থূল সূক্ষ্মস্য লক্ষণং ।। ১০৮ ।।

স্থূল দেহের লক্ষণ এবং কিরূপে মনের বিলয় হয় এবং স্থূল সূক্ষ্মের লক্ষণ যে পরমার্থনির্ব্বাণ তাহাও আমাকে কহুন।। ১০৮ ।।

শিব উবাচ। শিব কহিয়াছিলেন।

যেন জ্ঞানেন হে দেবি বিদ্যতে নচ কিল্বিষে।
পৃথিব্যপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেবচ ।। ১৩৯ ।।
স্থূলরূপী স্থিতোহয়ঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ অন্যথা স্থিতঃ ।। ১১০ ।।

হে দেবি! যে জ্ঞানের দ্বারা পাপীলোকের দেহে পাপ থাকে না সেই জ্ঞান কহিতেছি শ্রবণ কর। পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে এই দেহ ইহা স্থূলরূপী হইয়া স্থিতি করে সূক্ষ্মদেহ অন্যরূপে আছে।। ১০৯ ।। ১১০ ।।

ইতি যোগশাস্ত্রে হরগৌরী সংবাদে
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র সমাপ্ত।

শ্রীমদ্রামগীতা।

তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান নিমিত্ত জন্মমরণাদিরূপ সংসারানলে সন্তপ্ত জনগণের শিক্ষার্থ পরমকারুণিক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বানুজ অনন্তদেবের প্রতি মোক্ষসাধক যে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডপুরানের অধ্যাত্ম রামায়ণান্তর্গতরূপে প্রথমতঃ দেবের দেব ভগবান মহাদেব ভগবতীর প্রতি, তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা নারদের প্রতি, এবং তৎপরে সর্ব্বজ্ঞ সূত মহাশয় নৈমিষারণ্যবাসি ঋষিগণের প্রতি কহিয়াছিলেন। এতদ্রূপে বেদার্থের সারসংগ্রহানুরূপ সেই পরমরহস্য উক্ত পুরাণপ্রকাশক ভগবান বেদব্যাস মহাশয় ভগবান শিবকে স্মরণ পূর্ব্বক বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

হরিঃ ওঁ তৎসৎ। শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততোজগন্মঙ্গল মঙ্গলাত্মনা
বিধায় রামায়ণ কীর্ত্তিমূত্তমাং।
চচারপূর্ব্বা চরিতং রঘূত্তমো
রাজর্ষিবর্যৈরপি সেবিতং যথা ॥১॥

শ্রীমহাদেব কহিয়াছিলেন।

জগতীস্থ জনগণের মহার্থে রঘুবংশাবতংস ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধ ও রাক্ষসবধাদিরূপে প্রসিদ্ধা রামায়ন-কীর্ত্তি সমাপনানন্তর লোকশিক্ষার্থে স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষাচরিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং জনকাদি শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে যোগধর্ম্মাদি কৃত হইয়াছিল তাহাও করিয়াছিলেন ॥১॥

সৌমিত্রিণাপৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা
রামঃকথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্য তির্য্যক্‌ত্বমথাহ রাঘবঃ॥ ২॥

কোন সময়ে গুরুদেবে বিশ্বাসরূপা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট লক্ষ্মণদেব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া রঘুকুলোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্মসূচক এতদ্রূপ পুরাণ বাক্যসমূহ বিস্তার করিয়া কহিয়াছিলেন যে, স্বকীয় গোসমূহে মিশ্রিত কোন এক ব্রাহ্মণের গোদানজন্য সেই ব্রাহ্মণাভিশাপহেতুক অনবহিত নৃগরাজা কৃকলাশযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যদবধি জীবের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে তদবধি তাহাকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ পুণ্য পাপ ভোগ করিতে হয়। কেননা মনুষ্যের গতিই এই প্রকার; নৃগশব্দের অর্থ মনুষ্যের গতি। ইহাতে যদি কেহ এমত আপত্তি করেন যে সাবহিত হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কোনক্রমে পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি? অতএব শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন যে নৃগরাজা এক জন ব্রাহ্মণকে যে কতকগুলি গোদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তাঁহার অজানিত কোন এক ব্রাহ্মণের একটি গরু ছিল বলিয়া সেই পাপে পরমধার্ম্মিক নৃগরাজাকে যখন কৃকলাশযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তখন তত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তি যে কোন প্রকারে সাবহিত হউন না কেন তাহাকে পুণ্য পাপ ভোগ করিতে হইবেই হইবে। এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে যে তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত পুণ্য পাপ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই॥ ২ ॥

কদাচিদেকান্ত মুপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিতপাদ পঙ্কজং।
সৌমিত্রি রাসাদিত শুদ্ধভাবনঃ
প্রণম্যভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ॥ ৩॥

তত্ত্বজ্ঞানের এবম্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর লোকশিক্ষার্থে শ্রীমল্লক্ষ্মণদেব একদা নির্জ্জন প্রদেশে রমাসেবিত পাদপঙ্কজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অনন্য ভক্তি সহকারে প্রণাম পুর্ব্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন॥ ৩ ॥

ত্বং শুদ্ধবোধো সিহিসর্ব্ব দেহিনা
মাত্মাস্য ধীশোসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ং।
প্রতীয়সে জ্ঞান দৃশামথাপিতে
পাদাব্জ ভৃঙ্গাহিত সঙ্গ সঙ্গিনাং ॥ ৪ ॥

হে ভগবন! তুমি নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ এবং সকল প্রকার দেহধারিগনের আত্মা ও অধীশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামীহেতুক তুবিই সকলের নিয়ন্তা অথচ তুমি প্রকৃত আকৃতিশূন্য হইলেও তোমার এবম্ভূত স্বরূপ সকলে জানিতে পারে না, তবে যে সকল ভক্ত তোমার পাদপদ্ম-দ্বয়ের ভৃঙ্গবৎ মাধুর্য্যাকাঙ্ক্ষী-হয়, তাঁহাদের সঙ্গে যাঁহারা সৎসঙ্গ করেন সেই সৎসঙ্গীগনের সৎসঙ্গ যে ভক্তি দ্বারা কৃত হয় তাদৃশ ভক্তিসিদ্ধ জ্ঞানিগনের নিকটেই তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ হও অন্যের নিকট প্রকাশিত হও না ॥ ৪ ॥

অহং প্রপন্নোস্মি পদাম্বুজং প্রভো
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতং।
যথাঞ্জসাহজ্ঞান মপারবারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধিমাং ॥ ৫ ॥

হে প্রভো! যোগিজন-ভাবিত ভবাপবর্গপ্রদ তব চরণাম্বুজে আমি অনন্য গতিক্রমে শরণাপন্ন হইতেছি এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে যেরূপে আমি অজ্ঞানরূপ দুস্তরণীয় সংসারসমুদ্র সুখে তরিতে পারি আপনি আমাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

শ্রুত্বাথ সৌমিত্রি বচোখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্ত্তি হরঃ প্রসন্নধীঃ।
বিজ্ঞান মজ্ঞানতমোপশান্তয়ে শ্রুতি
প্রপন্নং ক্ষিতিপাল ভূষণং ॥ ৬ ॥

শরণাগত ভক্তগণের সংসার-ক্লেশাপহারক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ দেবের এতদ্রূপ বাক্য সমূহ শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সকল প্রকার অনর্থের মূল যে অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকার সেই অন্ধকার বিনাশার্থে বেদান্ত প্রতিপাদিত ও জনকাদি রাজর্ষির ভূষণস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান কহিতেছেন ॥ ৬ ॥

আদৌ স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধমানসঃ।
সমর্প্য তৎ পূর্ব্ব মুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরু মাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭ ॥

হে লক্ষ্মণ! প্রথমে স্বকীয় বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তো-পাসানাদিরূপ কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করতঃ সেই সকল কর্ম্ম আমি অন্তর্যামির অধীনরূপে করিতেছি এতদ্রূপে শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরার্পণ বিধানানুসারে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্তে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি-বেক ॥ ৭ ॥

ক্রিয়া শরীরোদ্ভব হেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ ॥ ৮ ॥

কেননা যাহারা ঈশ্বরার্পণ না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান থাকাতে সেই সকল সকামি জনগণের আদার পূর্ব্বক পূর্ব্বজন্মা-র্জ্জিত সুখদুঃখের হেতুভূত শুভাশুভ কাম্যকর্ম্মসমূহ বর্ত্তমান শরীরোৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়। আর উপস্থিত জন্মে সেই শুভাশুভ কাম্যকর্ম্মের ফলানুরূপ যে শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট তদুভয়ই তাহারদের সুখদুঃখের কারণস্বরূপ হয়। অপিচ জ্ঞাননিষ্ঠার অভাব হেতু পূর্ব্বজন্মের শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট ভোগ ক-রিতে করিতে সকামি জনগণ পুনর্ব্বার ভাবি শরীরোৎপত্তির কারণস্বরূপ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সুতরাং এই সংসার কুলালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়-মানরূপে কথিত আছে ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতং॥ ৯ ॥

যদি বল কর্ম্মসমূহ যদ্যপি সংসারের মূল কারণ হইল তবে অজ্ঞানকে কেহং সংসারের মূলকারণ কহেন কেন? তজ্জন্য কহিতেছেন যে একমাত্র অজ্ঞানই এই সংসারের মূলকারন বটে, কর্ম্মসমূহ তাহার অবান্তর কারন মাত্র। অতএব সংসারের মূলকারণ সেইঅজ্ঞানকেই বিনাশ করা বিধেয়। যদি বল কর্ম্মই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হউক, তাহা নহে; যেহেতুক অজ্ঞানোৎপন্নযেকর্ম্মসকল তাহা অজ্ঞানের বিরোধিরূপে কথিত হয় নাই অতএব কর্ম্মদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হওনের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু জ্ঞান ও অ-জ্ঞান এতদুভয়ের বিরোধিতা থাকা প্রযুক্ত একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয়॥ ৯ ॥

নাজ্ঞানহানি র্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতি রপ্যবারিতা
তস্মাদ্বুধোজ্ঞান বিচারবান্ভবেৎ॥ ১০ ॥

হে লক্ষ্মণ! যেহেতুক অজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের বিরোধিতা না থাকাতে কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞানের কোন প্রকার হানি হয় না এবং চিত্তশু-দ্ধিও জন্মে না প্রত্যুত তদ্দ্বারা সদোষ কর্ম্মের উদ্ভব হইয়া পুনর্ব্বার অবারিত সংসারই জন্মে অতএব বিবেকি ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থে আত্মানাত্ম বিচা-রবান্ হইবেন॥ ১০ ॥

ননু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা
যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনং।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যা সহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ॥ ১১ ॥

যদি বল শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান যে প্রকার মুক্তিসাধনরূপে বর্ণিত আছে, জপ যজ্ঞ হোমাদি শুভ কর্ম্মসমূহও সেই প্রকার পুরুষার্থসাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব প্রাণিগণ সম্বন্ধে বেদবিহিত সেই সমস্ত ক্রিয়া মুক্তিবিষয়ক জ্ঞানের সহায়তা করুক॥ ১১ ॥

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ
তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
নমু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী বিদ্যা
ন কিঞ্চিন্মনসা প্যপেক্ষতে॥ ১২॥

কেননা যখন বিহিত কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিসকল প্রত্যবায় হওয়া কহিয়াছেন তখন মোক্ষেচ্ছু পুরুষগণের বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। বিশেষতঃ জ্ঞান কদাপি শ্রুতিবিহিত কর্ম্মের অনপেক্ষ স্বাধীন-রূপে মোক্ষসম্পাদক নহেন বরং বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অঙ্গস্বরূপে অপেক্ষা করেন॥ ১২ ॥

নসত্যকার্য্যোপিহি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতে ইন্যানপি কারকাদিকান।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ
র্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে॥ ১৩॥

কেননা যাহার কর্ম্মসকল সত্য এবম্ভূত যজ্ঞ যেমন ক্রিয়ানিষ্পাদক শ্রুবাদিকে প্রকৃষ্টরূপে আকাঙ্ক্ষা করে তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না তদ্রূপ বেদবিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সমূহের সহিত তত্ত্বজ্ঞানও মুক্তির নিমিত্ত সমর্থ হয়েন অন্যের সহিত কিম্বা স্বয়ং স্বাধীন রূপে সমর্থ হয়েন না॥ ১৩ ॥

কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন
স্তদপ্যসদ্দৃষ্টবিরোধ কারণাৎ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যাগতাহংকৃতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন২ কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কেবল কর্ম্মকেই যে মোক্ষসাধন বলেন তাহা যেমন অযুক্ত তদ্রূপ জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়কেও মোক্ষসাধন বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কেননা তদ্রূপ কথনে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি দেহ বটি, এতদ্রূপ অজ্ঞানোৎপন্ন যে অভিমান তাহা হইতে ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ঐ দেহাভিমান পরিত্যক্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এতদ্রূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়ের কারণগত মহদ্বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৪ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞান বিলোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিল কারকাদিভি
র্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকং ॥ ১৫ ॥

অপিচ বেদান্তবাক্য বিচারদ্বারা প্রাপ্ত যে চরম ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। আর অজ্ঞানোৎপন্ন যে কর্ম্ম তাহা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অঙ্গের সহিত পুণ্যলোকস্বরূপ ফলভোগ দানার্থে উন্মুখ হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি কারকসমূহকে বিনষ্ট করেন। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়ের হেতুতঃ স্বরূপত ও কার্য্যতঃ মহদ্বৈষম্য থাকাতে অঙ্গাঙ্গিত্বরূপে তদুভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্য মশেষতঃ সুধী
বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধান পরায়ণঃ সদা
নিবৃত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬ ॥

যেহেতু বিদ্যার সহিত কর্ম্মের বিরোধ থাকা প্রযুক্ত তদুভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারে না অতএব বিবেকি ব্যক্তি কর্ম্মসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন এবং সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয় যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তাহা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বদা আত্মধ্যান পরায়ণ হইবেন ॥ ১৬ ॥

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাং।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তত্
জ্ঞাত্বা পরাত্মান মথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥ ১৭॥

যদবধি মনুষ্যের অজ্ঞানবশতঃ স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে তদবধি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে তাহার বিধিবোধিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করা বিধেয়। তদনন্তর ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে এতদ্রূপে দেহাদি সমস্ত প্রপঞ্চ পদার্থকে নিষেধ করিয়া যখন তিনি সর্ব্বব্যাপী একমাত্র পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইবেন তখন সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবেন॥ ১৭ ॥

যদা পরাত্মাত্ম বিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্য বভাতি ভাস্বরং।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তে হঞ্জসা
সকারকা কারণ মাত্মসংসৃতেঃ॥ ১৮ ॥

যখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ঈশ্বর ও জীবের মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপ উপাধিদ্বয় কৃতরূপ ভেদের নাশক জ্ঞান প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে পর যৎকালে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচারদ্বারা ঈশ্বর ও জীবের মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইয়া তদুভয়ের আত্মা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশ পান; তৎকালে জীবের সংসারসম্বন্ধে উপাদান কারণ (যে প্রকার ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা) যে অবিদ্যা তিনি কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কারের সহিত অনায়াসেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ তৎকালে তাহার আমি কর্ত্তা বা আমি ভোক্তা বলিয়া আর অভিমান থাকে না॥ ১৮ ॥

শ্রুতিপ্রমাণাভি বিনাশিতাচ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়ত
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি॥ ১৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি অনুভবাত্মক জ্ঞানদ্বারা অদ্বিতীয় পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণভূত জ্ঞানদ্বারা বিনাশিত অজ্ঞান যেহেতু আর পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় না অতএব সেই বিনষ্ট অজ্ঞান স্বকার্য্যস্বরূপ কর্ম্মও উৎপাদন করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

যদিস্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্যেতি মতিঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রানকিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥ ২০ ॥

যদ্যপি এতদ্রূপ সিদ্ধ হইল যে জ্ঞানদ্বারা সেই বিনষ্ট অজ্ঞান পুনর্ব্বার আর জাত হয় না, তবে আমি কর্ত্তা এতদ্রূপ অজ্ঞানকার্য্যরূপা বুদ্ধি আর কি প্রকারে জন্মিতে পারিবেক? অর্থাৎ কখনই জন্মিতে পারে না; যেহেতুক কারণ বিনষ্ট হইলে কার্য্যের আর উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মুক্তির নিমিত্ত কর্ম্মাদি কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র জ্ঞানই যে স্বাধীন হয়েন ইহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইল ॥ ২০ ॥

সা তৈত্তিরীয় শ্রুতিরাহ সাদরং।
ন্যাসং প্রশস্তাখিল কর্ম্মণাং স্ফুটং।
এতাবদিত্যাহচ বাজিনাং শ্রুতি
জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনং ॥ ২১ ॥

বিশেষতঃ তৈত্তিরীয় শ্রুতি সমুদায় বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকেই আদরপূর্ব্বক স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন, এবং বাজসনেয় শ্রুতিও এতদ্রূপ কহিয়াছেন যে, মুক্তির নিমিত্তে কেবল একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই সাধন, কর্ম্ম সাধন নহে ॥ ২১ ॥

বিদ্যাসমত্বেনতু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ।
ফলে পৃথকত্বাদ্বহু কারকৈঃ ক্রতুঃ
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ং ॥ ২২ ॥

যদি বল "স্বকর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরার্চ্চন করিয়া মনুষ্যসকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়" এতদ্রূপ বাক্য যখন অন্যান্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই সকল শাস্ত্রে ভগবানস্বরূপ তোমাকর্ত্তৃকই মুক্তিবিষয়ে যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্মসকল বিদ্যার তুল্যত্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; এখন কেবল একমাত্র জ্ঞানকে কেন মোক্ষসাধক কহিতেছেন? উত্তর, তাহা নহে, অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক কোন শাস্ত্রে মুক্তিবিষয়ে কর্ম্মসমূহ বিদ্যার তুল্যত্বরূপে কথিত হয় নাই, তবে কেবল দৃষ্টান্তস্থলে চন্দ্রতুল্য মুখ কথনের ন্যায় সম কথিত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়ের মোক্ষ ও পিতৃলোক-প্রাপ্তিরূপ ফলদ্বয় পৃথক পৃথক হয়; বিশেষতঃ যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল বহুবিধ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ আন্তরিক ও স্রুবাদিরূপ বাহ্য কারকসমূহ-দ্বারা সাধিত হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তৃত্বাদি কারকসমূহের বিপর্য্যয়ে সংসাধিত হয়েন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানকে পরিত্যাগ করিতে হয়।। ২২ ।। (আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিরা একথা স্বীকার করেন না, ইহাঁরা দলবদ্ধ হইয়া সমাজগৃহে "বেশ্যালয়ে আমোদ করার ন্যায়" ঢোলকাদি বাদ্যযন্ত্র লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। নিধুর টপ্পায় কি রস নাই?!!)

সপ্রত্যবায়ো প্যহমিত্যনাত্মধী
র্যস্য প্রসিদ্ধানতুতত্ত্ব দর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈস্ত্যাজ্যমবিক্রিয়াত্মভি
র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধি প্রকাশিতং।। ২৩ ।।

যদি বল এতদ্রূপে বিদ্যার সহিত কর্ম্মের সমত্বাভাব হইলেও বেদবিহিত কর্ম্ম না করিলে যে প্রত্যবায় হয় তৎপরিহারার্থেও কর্ম্ম করা বিধেয়। উত্তর, তাহা নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি অনাত্ম দেহাদিতে আমি বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে সেই অজ্ঞের সম্বন্ধেই কর্ম্মাকরণ-জন্য বেদোক্ত প্রত্যবায় হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে নহে; ইহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সমুদায় শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে। অতএব স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদিতে অহঙ্কারাদি বিকারশূন্য জ্ঞানিগণের নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহ শাস্ত্রোক্ত বিধানক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা বিধেয়॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধান্বিত স্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধ মানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্য মথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবা প্রকম্পনঃ।। ২৪ ।।

বিশুদ্ধচিত্ত শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি পর্ব্বতবৎ ক্ষোভশূন্য হইয়া গুরু শুশ্রূষানন্তর তাঁহার অনুগ্রহক্রমে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচারদ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যরূপ অপরোক্ষানুভবে আনন্দস্বরূপ হয়েন ।। ২৪ ।।

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থ বিজ্ঞান বিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বং পদার্থৌ পরমাত্মজীবকা
বসীতি চৈকাত্ম্য মথানয়োর্ভবেৎ ।। ২৫ ।।

মহাবাক্য বিচারদ্বারা যেরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য হয় অধুনা তাহা কহিতেছেন। আদৌ বেদান্তোক্ত বিধিদ্বারা তত্ত্বমসি বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক পদের অর্থ জানা কর্ত্তব্য। কেননা সেই অর্থাবগতিই তত্ত্বমসি বাক্যার্থ বোধের কারণস্বরূপ হয়। অতএব তাহা কহিতেছেন যে, তৎপদের অর্থ পরমাত্মা ও ত্বং পদের অর্থ জীবাত্মা হয়েন। এবঞ্চ এই তৎ ও ত্বং পদার্থের যে ঐক্য অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে ঐক্য তাহাই অসি পদের অর্থ বটে ।। ২৫ ।।

প্রত্যক্ পরোক্ষাদি বিরোধমাত্মনো
র্ব্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাং।
সংশোধিতাং লক্ষণ যাচ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বাস্বমাত্মান মথাদ্বয়োভবেৎ ।। ২৬ ।।

যদি বল সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাত্মার ঐক্য কি প্রকারে সম্ভব হয়, অতএব তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা যেরূপে তদুভয়ের ঐক্য সম্ভব হয় অধুনা তাহা কহিতেছেন। তৎ ও ত্বং পদার্থস্বরূপ ঈশ্বর ও জীবের পরোক্ষত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব অল্পজ্ঞত্বাদিরূপ পরস্পর বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তিদ্বারা স্থূল শরীরাদি হইতে পরোক্ত প্রকারে সম্যগ্বিচারিত এবং কথিত লক্ষণাদ্বারা লক্ষিত সেই তৎ ও ত্বং পদার্থভূত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশস্বরূপ চিদ্রূপকে (চৈতন্যস্বরূপকে) গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করিলেই ঐক্য হইবেক ।। ২৬ ।।

একাত্মকত্বা জহতী ন সম্ভবে
তথা জহল্লক্ষণতা বিরোধতঃ।
সোঽয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তত্ত্বং পদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে লক্ষণাদ্বারা যে তৎ ও ত্বং পদার্থের কেবল চিদ্রূপতা গ্রহণ করিবার বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা কি জহৎস্বার্থ লক্ষণা, কি অজহৎস্বার্থ লক্ষণা, অথবা ভাগলক্ষণাক্রমে বটে ? এতদ্রূপে তিন প্রকার বিকল্প করিয়া কহিতেছেন যে, তৎ ও ত্বং পদার্থের চিদংশের একরূপতা হেতুক জহৎস্বার্থ লক্ষণা সম্ভাবিত নহে। কেননা বাক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্য অর্থ গ্রহণ করাকে জহৎস্বার্থ লক্ষণা বলে। যথা—"গঙ্গায় গোপ বসতি করে," এই লৌকিক বাক্যে গঙ্গা এবং গোপ এতদুভয়ের আধার আধেয় স্বরূপ বাক্যার্থের বিরোধ থাকাতে গঙ্গা শব্দের অর্থ যে জলপ্রবাহ তাহা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা গঙ্গা সম্বন্ধীয় তীর অর্থ করা যুক্তিসিদ্ধ হেতুক যে প্রকার জহৎস্বার্থ লক্ষণা সঙ্গত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বমসি বাক্যে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যদ্বয়ের ঐকাত্মস্বরূপ বাক্যার্থের একাংশে (অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাংশে) বিরোধ থাকলেও অবিরুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ অন্য অংশকে পরিত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্যার্থ গ্রহণ করিতে হয় না বলিয়া জহৎস্বার্থ লক্ষণা সঙ্গত হইতে পারে না। অপিচ অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের ঐকাত্মার বিরোধ হেতুক অজহৎস্বার্থ লক্ষণাও সম্ভাবিত নহে। কেননা বাক্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্যার্থ গ্রহণ করাকে অজহৎস্বার্থ লক্ষণা কহে। যথা—"রক্তবর্ণ গমন করিতেছে," এই লৌকিক বাক্যে অচেতন রক্তবর্ণের গমনরূপ বাক্যার্থের বিরোধ থাকাতে রক্তিম শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়াও লক্ষণাক্রমে রক্তবর্ণ অশ্বাদির গমন অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হেতুক যে প্রকার অজহৎস্বার্থ লক্ষণা সঙ্গত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বমসি বাক্যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের ঐক্যরূপ বাক্যার্থের বিরোধহেতুক বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় (রক্তবর্ণ অশ্বাদির ন্যায়) অন্য কোন অর্থ উপলক্ষিত হইলেও সেই বিরোধ বর্ত্তমান থাকাতে অজহৎস্বার্থ লক্ষণাও সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু "সোঽয়ং," পদার্থের ন্যায় তৎ ও ত্বং পদের ঐকাত্ম ভাগলক্ষণাযুক্ত হয়, ইহাতে কোন প্রকার দোষ নাই। কেননা বাক্যার্থের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একদেশ গ্রহণ করাকেই ভাগলক্ষণা কহা যায়। যথা, "সেই দেবদত্ত এই বটেন," এতদ্রূপ লৌকিক বাক্যে পূর্ব্বকাল ও এতৎকাল দৃষ্ট দেবদত্তস্বরূপ বাক্যার্থের অংশে বিরোধহেতুক সেই বিরুদ্ধ অংশ যে পূর্ব্ব-

কাল ও এতৎকাল তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকার অবিরুদ্ধ দেবদত্তাংশ মাত্রকে গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ তত্ত্বমসি বাক্যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্যের ঐক্যতা বিষয়ক বিরোধহেতুক সেই বিরুদ্ধাংশ যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধাংশ অখণ্ড চৈতন্য মাত্রকে গ্রহণ করিবেক ।। ২৭ ।।

রসাদি পঞ্চীকৃতভূত সম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখ সুখাদি কর্ম্মণাং।
শরীর মাদ্যন্ত বদাদি কর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূল মুপাধি মাত্মনঃ ।। ২৮ ।।

সম্প্রতি স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদি হইতে আত্মার বিবেচনাক্রম ও তদ্বিবেকের ফল দেখাইবার নিমিত্ত আত্মার উপাধিসকল বর্ণনা করিতেছেন। পঞ্চীকৃত অর্থাৎ এক এক ভূত প্রত্যেক পঞ্চভূতের গুণযুক্ত এবম্ভূত ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম নামক এই পঞ্চভূতের কার্য্য ও সুখদুঃখাদির কারণস্বরূপ কর্ম্ম-সমূহের ভোগের আশ্রয় ও প্রারব্ধ কর্ম্মজাত এবং উৎপত্তি নাশবিশিষ্ট অথচ পরম্পরাক্রমে মায়ার বিকারস্বরূপ যে এই অন্নময় শরীর, জ্ঞানিগণ ইহাকে আত্মার স্থূল উপাধি বলিয়া জানেন ।। ২৮ ।।

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃত ভূত সম্ভবং।
ভোক্তুঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবে
চ্ছরীর মন্য দ্বিদুরাত্মনোবুধাঃ ।। ২৯ ।।

এবঞ্চ অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যে মন ও বুদ্ধি এবং শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদ আস্য গুহ্য লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এই পঞ্চ প্রাণ সাকল্যে এই সপ্তদশাবয়বযুক্ত অথচ স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন যে এই লিঙ্গদেহ ইনি অধিষ্ঠানের সহিত চিদাভাসস্বরূপ ভোক্তার সুখ দুঃখাদি অনুভবের সাধনস্বরূপ হয়েন, জ্ঞানিগণ ইহাঁকে আত্মার সূক্ষ্ম শরীর বলিয়া জানেন। ইতি শ্লোকার্থ। প্রাগুক্ত মন আদির বিশেষ এই যে, আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণ সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, সেই অন্তঃ-

করণ বৃত্তিভেদে দুই প্রকার, মন এবং বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক বৃত্তিকে মনঃ বলা যায় এবং নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি বুদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। অপিচ আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বক্ ইন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ হইতে জিহ্বা ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এবঞ্চ আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্য ইন্দ্রিয়, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত ইন্দ্রিয়, তেজের রজোগুণ হইতে পদ ইন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। এবং পূর্ব্ববর্ণিত সমুদায় পঞ্চভূতের রজোগুণ সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, সেই প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার, অর্থাৎ নাসিকাস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, পায়ুতে স্থিত বায়ুর নাম অপান, উদরস্থ দ্রব্যের পরিপাককারি বায়ুর নাম সমান, কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং সমস্ত শরীরব্যাপি বায়ুর নাম ব্যান ॥ ২৯ ॥

অনাদ্যনির্ব্বাচ্য মপীহ কারণং
মায়া প্রধানন্তু পরং শরীরকং।
উপাধি ভেদাত্তু যতঃ পৃথক্স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্য বধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০।

অপিচ এই জীববিষয়ে প্রবাহরূপে আদিরহিত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর ন্যায় ইহা এইরূপ বটে বলিয়া নির্ব্বাচন করণাশক্য এবং স্থুল সূক্ষ্ম শরীরাদি হইতে ভিন্ন যে মায়া জ্ঞানিগণ তাঁহাকে কারণ শরীর বলিয়া জানেন। ফলতঃ যে হেতুক স্থুল সূক্ষ্ম কারণ শরীরস্বরূপ উপাধিত্রয় হইতে কূটস্থস্বরূপ ব্রহ্ম পৃথকস্থিত হয়েন অতএব ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে মুঞ্জাতৃণ হইতে ঈষীকাকে পৃথক করার ন্যায় ক্রমে ক্রমে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদি হইতে সাবধানে পৃথক্ করিয়া জানিবেক ॥ ৩০ ॥

কোষেষু পঞ্চস্বপি তত্তদাকৃতি
র্বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গ রূপোঽয়মজোয়তোদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্নভিতো বিচারিতে ॥ ৩১ ॥

যে প্রকার শুভ্রস্বভাব স্ফটিক নীল পীত লোহিতাদি বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যের সন্নিকটে থাকিলে তত্তৎ দ্রব্যের নীলতাদি বর্ণ ধারণ করে তদ্রূপ আত্মা

নিরাকার উদ্ভবরহিত অদ্বিতীয় এবং অসঙ্গ হইয়াও অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ সংসর্গ থাকাহেতু সেই সেই কোষাদির ধর্ম্ম তাঁহাতে আরোপিত হয়, কিন্তু অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ লইয়া বিচার করিলে আত্মা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়েন। ইতি শ্লোকার্থ॥ পঞ্চকোষের নাম যথা—অন্নময়কোষ প্রাণময়কোষ মনোময়কোষ বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ। এতন্মধ্যে এই স্থূল শরীরকে অন্নময়কোষ বলা যায়। এই অন্নময় কোষে সংসর্গ থাকাহেতু আমি স্থূল আমি কৃশ আমি দীর্ঘ ইত্যাদি দেহধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টাসাধন প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু হস্তাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণময়কোষ বলিয়া কথিত হয়। এই প্রাণময় কোষে সংসর্গ থাকাহেতু আমি ক্ষুধিত আমি পিপাসিত এতদ্রূপ প্রাণধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনকে মনোময়কোষ বলা যায়। এই মনোময় কোষে সংসর্গ থাকাহেতু অসন্দিগ্ধ আত্মা সংশয়বিশিষ্ট হয়েন। এবঞ্চ ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষ বলিয়া অভিহিত হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষে সংসর্গ থাকাহেতু আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। অপিচ আনন্দময়কোষ কারণ-শরীর, (অবিদ্যা) এতদ্দ্বারা সামান্য প্রিয়মোদরহিত আত্মাতে প্রিয়মোদ বিশিষ্টতা আরোপিতা হইয়া থাকে। এতৎ পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক করণের প্রকার এই যে, এতৎ স্থূলদেহরূপ অন্নময়কোষ আত্মা নহে, যেহেতু এতদ্দেহ হইতে যৎকালে আত্মতত্ত্বের অবসৃতি হয় তৎকালে দেহের অখণ্ড অবয়ব সত্ত্বেও চৈতন্যানুভব থাকে না। এবং প্রাণময় কোষও আত্মা নহে যেহেতু তাহা বায়ুবিকারমাত্র, সুতরাং জড় পদার্থ। এবং মনোময়কোষও আত্মা নহে যেহেতু কাম ক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিকার উপস্থিত হয়। এবং বিজ্ঞানময়কোষও আত্মা নহে, যেহেতু তাহা সুষুপ্তিকালে স্বকীয় কারণীভূত অবিদ্যাতে লীন হইয়া থাকে। এবঞ্চ আনন্দময়কোষও আত্মা নহেন, যেহেতু তাহা সমাধিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এতদ্রূপে পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক করিতে পারিলেই তিনি জ্ঞানের বিষয় হয়েন। ৩১।

> বুদ্ধেস্ত্রিধাবৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে
> স্বপ্নাদি ভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
> অন্যোন্যতোস্মিন্ ব্যভিচারতোমৃষা
> নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলেশিবে॥ ৩২॥

অপিচ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভেদে আত্মার যে তিন প্রকার গুণ দৃশ্য হয় তাহাও বুদ্ধির তিন প্রকার বৃত্তিমাত্র, আত্মার গুণ নহে; কেননা অন্যা-

অতঃ ব্যভিচারহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয় নিত্যশুদ্ধ মঙ্গলস্বরূপ পরব্রহ্মে মিথ্যারূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই আত্মা যেপ্রকার সমানভাবে বর্ত্তমান আছেন, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় সে প্রকার স্থায়ী নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নাই; স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি নাই এবং সুষুপ্তিকালে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদুভয় অবস্থাও থাকে না; সুতরাং এই তিন অবস্থার পরস্পর ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩২ ॥

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন শ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রাৎ পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞ লক্ষণা
যাবদ্ভবেত্তাবদসৌ ভবেদ্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি বল জড়স্বরূপা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষণে ক্ষণে পরিণতি কি প্রকারে হয়, তজ্জন্য কহিতেছেন যে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও চিদাত্মার নিরন্তর একত্র অবস্থানহেতুক অন্তঃকরনের বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই অন্তঃকরনের বৃত্তি তমোগুণের কার্য্যক্রমে যদবধি অজ্ঞস্বরূপা থাকে তদবধি জীবের সংসারও থাকে ॥ ৩৩ ॥

নেতি প্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদাসমাস্বাদিত চিদ্ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলং ॥ ৩৪ ॥

যদি বল সেই সংসার কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবেক, তজ্জন্য কহিতেছেন যে, ইহা আত্মা নহে ইহা আত্মা নহে এতদ্রূপে সমস্ত জগৎ নিরাকারিজ্ঞানি ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা চিদ্ঘনস্বরূপ অমৃত আস্বাদনকারী হইয় সদ্ভাবরূপ আনন্দরস প্রাপ্ত হওত সমস্ত নামরূপাত্মক জগৎকে মিথ্যা জানিয়া সেই ভাবে পরিত্যাগ করিবেক, যে প্রকার সর্ব্বসাধারণ লোক জম্বীরাদি ফলের রস পান করিয়া অসার ফলকে পরিত্যাগ করে ॥ ৩৪ ॥

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
নক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽমরঃ।
নিরস্ত সর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ ।। ৩৫ ।।

এই আত্মা কদাচিৎ জাত অথবা মৃত হয়েন না এবং তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি বর্দ্ধমানও হয়েন না, সুতরাং এতদ্দ্বারা তাঁহার " জন্ম, জন্মানন্তর বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ„ এই ষড়্‌বিকার নিরস্ত হইল। ফলত এই আত্মা অতিশয় সুখাত্মক ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং সর্ব্বগত ও অদ্বিতীয় হয়েন ।। ৩৫ ।।

এবং বিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ।
অজ্ঞানতোধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ।। ৩৬ ।।

যদি বল এবম্ভূত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে দুঃখময় সংসার কি প্রকারে প্রতীতি হয় তজ্জন্য কহিতেছেন যে, স্বস্বরূপের অজ্ঞানহেতু পরোক্ত প্রকার অধ্যাসবশতঃ দুঃখময় সংসার প্রতীতি হয়; কিন্তু যে প্রকার সূর্য্যোদয় হইবা মাত্রে অন্ধকার বিনষ্ট হয় তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইবামাত্রে পরস্পর বিরোধ হেতু ঐ অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বিলীন হইয়া যায় ।। ৩৬ ।।

যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমা
দধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ।
অসর্পভূতেঽহি বিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ।। ৩৭ ।।

যে অধ্যাসজন্য জীবের সংসার ভান হয় অধুনা সেই অধ্যাসের স্বরূপ কহিতেছেন। পণ্ডিতেরা কহেন এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে ভান হয় তাহার নাম অধ্যাস। অতএব যে প্রকার রজ্জু আদি বস্তুতে সর্প বলিয়া ভান হয়

সেই প্রকার অজ্ঞানহেতু জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ জগদীশ্বরে জগৎ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকে
হহঙ্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণং
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮ ॥

বাস্তবিক সমস্ত বিকল্পের কারণস্বরূপ মায়ার সঙ্গরহিত চিদ্রূপ নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে এবং সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত ঈশ্বর-চৈতন্যে এই অহ-ঙ্কারস্বরূপ অধ্যাসই প্রথম কল্পিত হইয়া সমস্ত জগদধ্যাসের কারণস্বরূপ হয়েন ॥ ৩৮ ॥

ইচ্ছাদিরাগাদি সুখাদিধর্ম্মকাঃ
সদাধিয়ঃ সংসৃতি হেতবঃ পরে।
যস্মাৎ সুষুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হিনঃ ॥ ৩৯ ॥

অপিচ ইচ্ছা উপেক্ষা রাগ দ্বেষ ও সুখ দুঃখাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ হইতে আত্মা ভিন্ন হইলেও সেই সমস্তই সর্ব্বদা আত্মার স্বরূপে সংসারের হেতুস্বরূপ হয়। কেননা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদুভয় অবস্থাতে অন্তঃ-করণের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত রাগ ইচ্ছা সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকলই থাকে, কিন্তু সুষুপ্তি কালে জীবের অন্তঃকরণ স্বীয় কারণে লয় প্রাপ্ত হইলে প্রস্তাবিত রাগ দ্বেষাদি কিছুমাত্র থাকে না, বরং তৎকালে পরস্বরূপ সাক্ষিচৈতন্য স্বস্বরূপ আনন্দমাত্ররূপে অনুভূত হয়েন, সংসারিত্বরূপে অনুভূত হয়েন না, অতএব রাগ দ্বেষাদিকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিয়া জানিবেন আত্মার গুণ নহে। ফলতঃ যেহেতু সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম ইহা সকল লোকের স্পষ্টরূপে স্মরণ হয়, রাগ দ্বেষাদির থাকা কিছুমাত্র স্মরণ হয় না, অতএব অন্তঃকরণের সত্ত্বা ও অসত্ত্বাদ্বারা সংসারেরও সত্ত্বা অসত্ত্বা সিদ্ধি-হেতুক সংসারের অন্তঃকরণমূলত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইল ॥ ৩৯ ॥

অনাদ্য বিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয় মিতীর্য্যতে চিতঃ।
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়াপৃথক্স্থিতো
বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্ন পরঃ স এবহি ॥ ৪০ ॥

অনাদিস্বরূপ অবিদ্যাকার্য্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদ্রূপ আত্মার যে চিদংশ তিনিই ইহলোক পরলোকে সুখদুঃখ ভোগশালী জীব বলিয়া কথিত হয়েন। এবং যিনি আত্মা তিনি অন্তঃকরণের সাক্ষিরূপে পৃথকস্থিত হয়েন। আর ঐ আত্মা অন্তঃকরণ দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য হইলেই পর শব্দের বাচ্য হয়েন ॥ ৪০ ॥

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত
স্ত্বেকত্রবাসাদনলাক্ত লৌহবৎ।
অন্যোন্য মধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্মচেতসোঃ ॥ ৪১ ॥

চিদাভাস সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণ এই তিনের প্রসঙ্গক্রমে একত্র-বাস প্রযুক্ত অনলাক্ত লৌহের ন্যায় পরস্পর অধ্যাসবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষি চৈতন্যের জড়াজড়ত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে প্রকার অনলাক্ত লৌহে অগ্নির লৌহবৎ স্থূলত্বাদি এবং লৌহের অগ্নিবৎ দাহিকাশক্তি প্রতীতি হইয়া থাকে তদ্রূপ চিদাভাস সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণের একত্র বাস প্রযুক্ত পরস্পর অধ্যাসবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্য এতদুভয়ের জড়াজড়ত্ব প্রতীতি হয়। চিদাভাস ও সাক্ষিচৈতন্য এতদুভয়ই বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র, তবে কেবল অন্তঃকরণের জড়ত্ব লইয়া তদুভয়ের জড়াজড়ত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সংজাত বিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তং।
স্বাত্মানমাত্মস্থ মুপাধিবর্জ্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরং ॥ ৪২ ॥

যদি বল সেই জড়ত্বের নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে, অতএব কহিতেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও তদর্থ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা যে ব্যক্তির অনুভবস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি জ্ঞান চক্ষুর্দ্বারা আপন আত্মাতে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত বুদ্ধ্যাদি সমুদায় জড় পদার্থকে মিথ্যা জানিয়া পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪২ ॥

প্রকাশরূপোঽহ মজোঽহমদ্বয়ঃ
সকৃদ্বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ
সংপূর্ণ আনন্দময়োঽহ মক্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

বুদ্ধ্যাদি সমুদায় জড় পদার্থকে মিথ্যা জানিয়া পরিত্যাগ করিলে তত্ত্বজ্ঞানির যে প্রকার অনুভব হয় অধুনা তাহা দুই শ্লোকদ্বারা কহিতেছেন। আমি প্রকাশস্বরূপ এবং জন্মরহিত ও অদ্বিতীয় এবং আমি অবিদ্যা বা তৎ কার্য্যাদি স্বরূপ মালিন্য রহিত অথচ স্বয়ং প্রকাশিত আছি। এবং আমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় ও রোগাদি-শূন্য ও সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ ও নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়াদি না থাকাতে আমি কোন কার্য্য করি না ॥ ৪৩ ॥

সদৈব মুক্তোঽহমচিন্ত্য শক্তিমা
নতীন্দ্রিয়জ্ঞান মবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্ত পারোঽহ মহর্নিশং বুধৈ
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

এবং আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এতৎ কালত্রয়ে মুক্তস্বরূপ ও অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর জ্ঞানস্বরূপ অথচ আমি কোন বস্তুদ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হই না। কিন্তু সর্ব্বজন-সম্বন্ধে অনন্তাখ্য যে মায়া আমি সেই মায়ার অতীত হইয়াও বেদবাদি জ্ঞানিগণ-কর্ত্তৃক দিবানিশি হৃদয়পদ্মে বিচিন্তিত হই ॥ ৪৪ ॥

এবং সদাত্মান মথণ্ডিতাত্মনা
বিচার্য্যমাণস্ত বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যা মচিরেণ কারকৈ
রসায়ণং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ॥ ৪৫॥

তত্ত্বজ্ঞানির প্রাগুক্ত প্রকার ভাব উপস্থিত হইলে কি হয়? এতদপেক্ষায় কহিতেছেন যে, এবম্প্রকারে অখণ্ডিতান্তঃকরণ-দ্বারা যিনি সর্ব্বদা আত্মাকে বিচার করেন, তাঁহার সেই বিশুদ্ধ ভাবনা দেহান্তর প্রাপক কর্ম্মের সহিত সমস্ত অজ্ঞানকে সেই ভাবে অচিরে বিনষ্ট করেন, যে প্রকার সেবিত রসায়ন নামক ঔষধি রোগ নিচয়কে অবিলম্বে হনন করিয়া থাকে॥ ৪৫॥

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেক মনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ॥ ৪৬॥

অ না যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান সাধনা করিতে হয় তাহা কহিতেছেন। নির্জ্জন প্রদেশে পদ্ম স্বস্তিক ভদ্র বা বীরাসনাদি কোন প্রকার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়হইতে নিবৃত্ত করিয়া রেচক পূরক কুম্ভক স্বরূপ প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণবায়ুকে দমন করত প্রথমতঃ বিশুদ্ধ চিত্ত হইবেন। তদনন্তর অন্য সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অনুভবাত্মক জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি কেবল সর্ব্বব্যাপি একমাত্র আত্মাতে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকেই বিশেষরূপে ভাবনা করিবেন॥ ৪৬॥

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দ ময়োবতিষ্ঠতে
ন বেদ বাহ্যং নচ কিঞ্চিদন্তরং॥ ৪৭॥

যদি বল দ্বৈতস্বরূপ এই যে প্রপঞ্চ বিশ্ব ইহা বিদ্যমান থাকিতে অদ্বৈত স্বরূপ আত্মভাবনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তজ্জন্য কহিতেছেন

যে, পরমাত্মপ্রকাশিত এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ইহাকে সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্ত্তোপাদান কারণস্বরূপ আত্মাতে লয় প্রাপ্ত করিবেক। স্বরূপের অপরিত্যাগে যে কার্য্যোৎপন্ন করে তাহাকে বিবর্ত্তোপাদান কারণ কহা যায়, যে প্রকার ভ্রমস্থলে সর্পকার্য্যের প্রতি রজ্জু; তদ্রূপ বিশ্বকার্য্যের প্রতি পরমাত্মা। তদনন্তর দ্বৈত বস্তুর অভাবহেতুক যখন তিনি পরিপূর্ণ চিদ্ঘানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করিবেন তখন আর তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর বলিয়া কিছুমাত্র অনুভূত হইবেক না॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বং সমাধে রখিলং বিচিন্তয়ে
দোঁকার মাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেহজ্ঞান বশান্নবোধতঃ॥ ৪৮ ॥

অধুনা যেরূপে পরমাত্মাকে ভাবনা করিতে হয় তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। সমাধিসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে চরাচরাত্মক এই অখিল জগৎকে ওঙ্কাররূপে ভাবনা করিবেক। কেননা যদবধি জীবের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে তদবধি অজ্ঞানবশত এই তগৎসমুদায় বাচ্য এবং প্রণবাখ্য ওঙ্কার তাহার বাচক বলিয়া প্রতীতি হয়; জ্ঞানসময়ে বাচ্য বাচকাদিরূপে আর প্রভেদ থাকে না। ৪৮ ॥

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষোহি বিশ্বক
উকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞোমকারঃ পরিপঠ্যতেখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং নতুতত্ত্বতোভবেৎ॥ ৪৯ ॥

সম্প্রতি অকার- উকার মকারাত্মক প্রণবের অর্থ বিবৃতি করিতেছেন। ওঙ্কারের অন্তর্গত যে অকার সেই অকারবাচ্য শরীরস্থ পুরুষই বিশ্ব বলিয়া কথিত হয়েন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরাভিমান সত্ত্বে ব্যষ্টি স্থূল শরীরে অভিমান থাকাতে ঐ পুরুষ বিশ্ব নামে কথিত হয়েন। এবং প্রণবের দ্বিতীয়বর্ণ যে উকার তিনিই তৈজস, অর্থাৎ তেজোময় অন্তঃকরণোপহিতরূপে ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরে অভিমান থাকাতে ঐ পুরুষই তৈজস নামে কথিত হয়েন। এবঞ্চ প্রণবের তৃতীয়বর্ণ যে মকার তিনিই প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ একমাত্র অজ্ঞানের প্রকাশক হইয়াও ব্যষ্টি কারণশরীরে অভিমান থাকাতে ঐ পুরুষই

প্রাজ্ঞ নামে কথিত হয়েন; ইহা বেদোক্ত ক্রমানুসারে সমস্ত পণ্ডিত কহিয়া থাকেন। ফলতঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভেদে জীবের যে এই তিন অবস্থা কথিত হইল তাহা সমাধিসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে দ্বৈতভান সময়ের অবস্থামাত্র, তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইলে পর এতদ্রূপ আর দ্বৈত ভান থাকে না॥ ৪৯॥

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে
দুকরমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতং।
ততোমকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমে॥ ৫০॥

যেরূপে লয় ভাবনা করিতে হয় অধুনা তাহা কহিতেছেন। স্থূলাদি শরীরাবস্থিত অকারাখ্য যে পুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব, তাঁহাকে প্রণবের দ্বিতীয় বর্ণ উকারাখ্য তৈজসে বিশেষরূপে লয় প্রাপ্ত করিবেক, অর্থাৎ স্থূল শরীরাভিমানি পুরুষকে সূক্ষ্মশরীরে বিলীন ভাবনা করিবেক। তদনন্তর প্রণবের দ্বিতীয়বর্ণ স্বরূপ উকারাখ্য তৈজসকে প্রণবের চরমবর্ণ মকারে লয় প্রাপ্ত করিয়া॥ ৫০॥

মকারমপ্যাত্মনি চিত্তনৌপরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণং।
সোহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তব
দ্বিজ্ঞানদৃঙ্‌ মুক্ত উপাধিতো হমলঃ॥ ৫১॥

কারণশরীরাভিমানি মকারাখ্য প্রাজ্ঞকেও বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে বিলীন ভাবনা করিবেক। তাহার পর "আমিই সেই নিত্য মুক্ত পরব্রহ্ম বটি," এতদ্রূপে সর্ব্বদা আপনাকে বিমুক্তবৎ ভাবনা করিতে২ যখন তাঁহার অনুভবাত্মক জ্ঞান স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবেক তখন তিনি ভৃগাদি মুক্ত সর্পের ন্যায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীররূপ উপাধিত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হইবেন॥ ৫১॥

এবং পরিজ্ঞাত পরাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্বিমুক্তোহচলবারিসিন্ধুবৎ॥ ৫২॥

সম্প্রতি আত্মোপাসনার ফল কহিতেছেন। এবম্প্রকার আত্ম পরিচিন্তক ব্যক্তি সমস্ত প্রপঞ্চ পদার্থ বিস্মৃত হইয়া নিজানন্দদ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েন। তদনন্তর তিনি সাক্ষাৎ সত্য স্বয়ংপ্রকাশক আত্মসুখস্বরূপ হওত লয় বিক্ষেপ কষায় রসাস্বাদ রূপ বিঘ্ন চতুষ্টয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অচল বারিনিধির ন্যায় ক্ষোভরহিতরূপে অবস্থিত করেন। বিঘ্ন চতুষ্টয়ের বিশেষ এই যে অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া অন্তঃকরণের নিদ্রাবস্থাকে লয় বলা যায়। অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া অন্তঃকরণ বৃত্তির গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্য বস্তুর অবলম্বনকে বিক্ষেপ কহে। লয় ও বিক্ষেপের অভাবে অন্তঃকরণ-বৃত্তির স্তব্ধ হওন নিমিত্ত অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুর যে অনবলম্বন তাহাই কষায় বলিয়া কথিত হয়। এবং অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া বুদ্ধিবৃত্তির সুখস্বরূপ সবিকল্পানন্দকে ব্রহ্মানন্দ ভ্রমে আস্বাদন করা-কেই রসাস্বাদ কহা যায়॥ ৫২ ॥

এবং সদাভ্যস্তসমাধি যোগিনো
নিবৃত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্যহি।
বিনির্জ্জিতা শেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যোভবেয়ং জিতষড়্গুণাত্মনঃ॥ ৫৩ ॥

এই প্রকারে নিরন্তর সমাধি অভ্যাসকারি যোগী বিষয়নিবৃত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে আমি কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি শত্রুবিজয়ী ও ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যুস্বরূপ ষড়ূর্ম্মি-জয়ী ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মরূপে সর্ব্বদা অনুভূত হই॥ ৫৩॥

ধ্যাত্বৈবমাত্মান মহর্নিশং মুনি
স্তিষ্ঠেৎ সদামুক্ত সমস্ত বন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমান বর্জ্জিতো
ময্যেবসাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ॥ ৫৪ ॥

মননশীল ব্যক্তি উক্ত প্রকারে অপরোক্ষরূপে অনুভূত আত্মাকে দিবা-নিশি ধ্যান করত কাম ক্রোধাদি সমুদায় হৃদয় গ্রন্থি ছেদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন। তদনন্তর সেই অভিমানবর্জ্জিত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মের

ফল ভোগ করণানন্তর সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫৪ ।

আদৌচ মধ্যেচ তথৈবচান্ততো
ভবং বিদিত্বা ভয়শোক কারণং ।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মান মথা খিলাত্মনাং ॥ ৫৫ ॥

অধুনা জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন। সংসারকে আদি অন্ত মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভয়শোকের কারণ জানিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধিবোধিত সমস্ত কর্ম্মমার্গকে পরিত্যাগ করত অখিল জীবের স্বরূপভূত আমাকেই স্বকীয় নিজ স্বরূপের সহিত অভেদজ্ঞানে ভাবনা করিবেন ॥ ৫৫ ॥

আত্মন্য ভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
জানাত্য ভেদেন ময়াত্মনস্তদা ।
যথাজলং বারানিধৌ যথাপয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলে যথানিলঃ ॥ ৫৬ ॥

কেননা যখন তিনি এই সমস্ত জগৎকে আপন স্বরূপের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করেন তখন যে প্রকার সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদ্যাদির জল ও দুগ্ধে প্রক্ষিপ্ত দুগ্ধ ও মহাকাশে ঘটাকাশ ও মহাবায়ুতে ভস্ত্রাদি যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বায়ু সম্মিষ্ট হইয়া অভেদরূপে প্রতীতি হয় তদ্রূপ তিনি পরমাত্মাস্বরূপ আমার সহিত আপন আত্মাকে অভেদরূপে জানিতে পারেন ॥ ৫৬ ॥

ইত্থং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো
জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়েন্মুনিঃ ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতি যুক্তিমানতো
যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

এবম্প্রকারে লোকসমূহের মধ্যস্থিত মুনিপদবাচ্য সেই জ্ঞানি ব্যক্তি যদ্যপি এই জগৎকে দর্শন করেন তথাচ তিনি এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারেন। কেননা শ্রুতি যুক্তি প্রমানের দ্বারা বাধিতপ্রযুক্ত এই জগৎ

তাঁহার নিকটে সেই ভাবে প্রকাশিত হয় যে প্রকার দৃষ্টিবিভ্রম নিমিত্ত চন্দ্রে দ্বিচন্দ্র ভ্রম ও পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহে দিগন্তর ভ্রম ও উর্দ্ধ্বাদি দিক্‌সমূহে নীলবর্ণ কটাহ তুল্য বস্তু আকাশের আবরণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে *।। ৫৭ ।।

যাবন্নপশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধন তৎপরোভবেৎ।
শ্রদ্ধানুরত্যূর্জ্জিত ভক্তিলক্ষণো
যস্তস্য দৃশ্যোহ মহর্নিশং হৃদি ।। ৫৮ ।।

এবম্প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের উপায়স্বরূপ বিচার ও উপাসনা কহিয়া অধুনা অত্যন্ত সুখসাধ্য ভক্তিযোগ নামক নিগূঢ়োপায় কহিতেছেন। যদবধি সমস্ত জগৎকে আমার স্বরূপ দর্শন না করিবেক তদবধি সেই ভাব সিদ্ধার্থে তিনি ঈশ্বরস্বরূপ আমার আরাধনায় তৎপর হইবেন। কেমনা সেই সাধনে যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া ক্রন্দন হাস্য নর্ত্তন ও গানাদিরূপা প্রেমলক্ষণা ভক্তিবিশিষ্ট হয়েন আমি তাহার অন্তঃকরণে জ্ঞানস্বরূপে দিবানিশি সাক্ষাৎকৃত হই ।। ৫৮ ।।

রহস্যমেতচ্ছ্রুতি সারসংগ্রহং
ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়াৎ।
যস্ত্বে তদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
সমুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ।। ৫৯ ।।

শ্রুতি সমূহের যে সারসংগ্রহ তাহা অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও মৎকর্ত্তৃক বিনিশ্চিত হইয়া তোমার প্রিয়ত্বহেতু কথিত হইল। ইহলোকে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শ্রুতিসারসংগ্রহ আলোচনা করে সে ব্যক্তি সমুদায় পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয় ।। ৫৯ ।।

---

* উর্দ্ধ্বাদি দিকসমূহে নীলবর্ণ কটাহতুল্য বস্তু আকাশের আবরণরূপে যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টি-বিভ্রমনিমিত্ত নহে; সে কেবল বায়ুমিশ্রিত জলীয় পরমাণুর বর্ণমাত্র। জলের স্বাভাবিক রং নীলবর্ণ এতন্নিমিত্ত সমুদ্রের জলকে নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উৎকৃষ্ট পুষ্করিণীর সুস্নিগ্ধ জলও ঈষন্নীলবর্ণ হইয়া থাকে।

ভ্রাতর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগ
ন্মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনা ভাবিত শুদ্ধ মানসঃ
সুখী ভবানন্দময়োনিরাময়ঃ॥ ৬০॥

হে ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! যদিও এই জগৎ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে তথাচ এই সমস্ত বস্তুকে মায়াময় মিথ্যা পদার্থ জানিয়া অন্তঃকরণ-দ্বারা তত্তাবৎ পরিত্যাগ করত পরমাত্মাস্বরূপ আমার ভাবনায় ভাবিত ও বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া সুখী হও এবং পুনঃ২ জন্মমরণাদিরূপ রোগশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থিতি কর॥ ৬০॥

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎ পরং
হৃদা কদাবা যদি বা গুণাত্মকং।
সোহং স্বপাদাঞ্চিত রেণুভিঃ স্পৃশন্
পুণাতি লোক ত্রিতয়ং যথা রবিঃ॥ ৬১॥

অধুনা শ্রীমদ্রামচন্দ্র স্বীয় ভক্তের মহিমা কহিতেছেন। যে ভক্ত ব্যক্তি নির্ম্মলান্তঃকরণ দ্বারা আমাকে মায়াতীত ও সত্ত্বাদি গুণরহিত জানিয়া সেবা করেন, অর্থাৎ আমিই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ বটি এবম্বুত্ক্রমে অভেদরূপে আমার ভজনা করেন, অথবা লীলাদি সময়ে আমাকে সত্ত্বগুণাত্মক জানিয়া উপাসনা করেন তিনি স্বকীয় পদধূলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া সেইরূপে ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন যে প্রকার জনগণ সম্বন্ধে সূর্য্যদেব স্বকীয় কিরণ পটল দ্বারা অন্ধকার নিরাশন ও উত্তাপ প্রদান করিয়া ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন॥ ৬১॥

বিজ্ঞানমেত দখিল শ্রুতি সারমেকং
বেদান্ত বেদ্য চরণেন ময়ৈবগীতং।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্গুরুভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ॥ ৬২॥

সম্প্রতি এতদগ্রন্থ পাঠের ফল কহিতেছেন। যাহার পাদপদ্ম বেদান্তবেদ্য এবম্ভূত আমা কর্ত্তৃক কথিত সমুদায় শ্রুতির সারাংশস্বরূপ এই যে বিজ্ঞান-

জনক গীতা গ্রন্থ, ইহা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করে সে ব্যক্তি গুরুভক্তি যুক্ত হইয়া তবেই আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়; যদ্যপি আমার বাক্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণীয়াধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরাকাণ্ডে
পঞ্চমাধ্যায়ে শ্রীমদ্রামগীতা
সমাপ্তা।

এই পর্য্যন্ত শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় অধ্যাত্ম রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চমাধ্যায়ে শ্রীমদ্রামগীতা নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ॥

শ্রীমদ্রামগীতা নামক এই গ্রন্থখানি আমরা শ্রীযুক্ত বাবু হিতলাল মিশ্র গোস্বামী মহাশয়ের কৃত হিতৈষিণী নাম্নী টীকার ব্যাখ্যানুসারে ভাষান্তরিত করিলাম।

জীবন্মুক্তিগীতা।

জীবন্মুক্তৌচ যা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতনে।
যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তিঃ শূনিশূকরে ॥ ১ ॥

এক সময়ে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই বৌদ্ধমতাবলম্বিরা শূন্যকে আত্মা কহিত, সুতরাং তাহারদিগের মতে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হইলেই জীবের মুক্তি হয়। যথা " মৃত্যুরেব মুক্তিরিতি ,, অর্থাৎ জীবের দেহ বিনাশই মুক্তি। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের এতদ্রূপ মুক্তি লক্ষণের প্রতি দোষারোপণ পুর্ব্বক শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ জীবন্মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ কহিতেছেন। যথা—হে প্রিয় শিষ্য! জীবন্মুক্তিতে যে মুক্তি কথিত হইয়াছে তাহা যদি জীবের দেহনাশ হইলেই হয় বল তবে শূকর কুক্কুরাদির দেহ নাশ হইলে তাহারাও মুক্তিভাজন হইতে পারে। যদি বল তাহাই স্বীকার করি। ভাল; তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি এতদ্রূপ নিশ্চিত থাকে যে জীবের দেহ নাশ, হইলে মুক্তি হইবেই হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, তাহা হইলে এই বিশ্ব সংসারে কোন জীবেরই মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকিতে পারে না যেহেতুক কীট পতঙ্গাদি অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণিদিগেরও চরমে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে; অধিকন্তু অযত্ন সুলভ বস্তুর প্রতি কে কোনকালে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! প্রাগুক্ত বৌদ্ধমত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, আমি তোমাকে জীবন্মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ বিস্তার করিয়া কহিতেছি তুমি মনোযোগপুর্ব্বক শ্রবণ কর। অনুমান করি এতদ্দ্বারা তোমার বৌদ্ধমতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও যথার্থ মুক্তিপ্রাপ্তির কামনাও বলবতী হইতে পারিবেক ॥ ১ ॥

জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভি পশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥

এই যে জীব ইনিই শিবস্বরূপ, যেহেতুক একমাত্র সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্ম চৈতন্যই সর্ব্বদেহে সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজিত আছেন। এতদ্রূপে যিনি সর্ব্বত্রে একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন। অর্থাৎ যিনি কামাদি রিপুবর্গকে পরাজয়পুর্ব্বক হৃদয়গ্রন্থি নাশ করিয়া জীবদ্দশাতেই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন। শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ বৌদ্ধোক্ত মুক্তি লক্ষণের প্রতি দোষারোপণ করিয়া পুর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বারা মুক্তিস্বরূপ কথনে

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন অধুনা তদ্বিপরীতে জীবন্মুক্তির লক্ষণ কহিয়া প্রতিজ্ঞাপূরণ করিলেন। অর্থাৎ যিনি জীবদ্দশাতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহা যায়, এতদ্বাক্যে মনুষ্যব্যতীত গুরু শাস্ত্রের অভাবে শৃগাল কুক্কুরাদির আর মুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। অধুনা পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্তির বিশেষং লক্ষণ একবিংশতি শ্লোকদ্বারা শিষ্যকে স্পষ্টরূপে উপদেশ করিতেছেন ॥ ২ ॥

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্ব মখিলং ভাসতে রবিঃ।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩ ॥

যে প্রকার সহস্রকিরণমালী দিবাকর স্বকীয় কিরণপটলদ্বারা চরাচরময় এতদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্ব্বব্যাপীরূপে বিরাজিত আছেন তদ্রূপ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি নিখিল জীবচৈতন্যদ্বারা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্ব্বত্রে অবস্থিতি করিতেছেন; এবংপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৩ ॥

একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবেকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৪ ॥

যেমন একমাত্র সুধাকর নানা শরাবস্থিত জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুধারূপে ভাসমান হয় তদ্রূপ একমাত্র পরমাত্মা নানা জীবের বুদ্ধিবারিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা জীবরূপে প্রকাশিত হইতেছেন; এতদ্রূপ যাঁহার জ্ঞান আছে তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৪ ॥

সর্ব্বভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
একমেবাভি পশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫ ॥

একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সমুদায় জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেছেন, কোন প্রকারে তাঁহার ভেদাভেদ নাই, অর্থাৎ জীবগণের দেহ ভিন্নং বটে কিন্তু আত্মা একমাত্র; এতদ্রূপে যিনি জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে অবলোকন করেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৫ ॥

তত্ত্বং ক্ষেত্র ব্যোমাতীতং অহং ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতবিনির্ম্মিত যে ক্ষেত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ, সেই লিঙ্গদেহকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ

তিনিই অহং শব্দবাচ্য জীবাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন ; সেই অহং শব্দবাচ্য জীবাত্মাই আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে ; কিন্তু আত্মা অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ও আকাশপ্রভৃতি পঞ্চভূতের অতীত হয়েন, এতদ্রূপ যিনি জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৬ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিত্যাগী ধ্যান বর্জ্জিত চেতসঃ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৭ ॥

যিনি হস্তাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্বীয়২ বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া মনকে ধ্যানাদ্যনুষ্ঠান-হইতে বিরত করতঃ সেই আত্মা পদার্থকে জ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৭ ॥

শরীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদি বর্জ্জিতম্।
শুভাশুভ পরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

যিনি সমস্ত কার্য্যে শোক মোহাদি রহিত ও শুভাশুভ ফল পরিত্যাগী হইয়া কেবল শরীর নির্ব্বাহার্থ প্রবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৮ ॥

কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

যিনি নানা শাস্ত্রাদিতে কথিত যে কর্ম্মকাণ্ডাদি তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত থাকুন বা নাই থাকুন কিন্তু সমুদায় কর্ম্মকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৯ ॥

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্ব মাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১০ ॥

সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর তাঁহাকে যিনি সমুদায় জীবের আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১০ ॥

অনাদি বর্ত্তিভূতানাং জীবঃ শিবো ন হন্যতে।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১১ ॥

যিনি এই অনাদিবর্ত্তি (সমকালীন জাত) প্রাণিসমূহের জীবাত্মাকে শিবস্বরূপ জানিয়া কদাচ কোন প্রাণিকে আঘাত না করেন বরং সমুদায় জীবের পরমবান্ধব, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১১ ॥

আত্মা গুরুস্ত্বং বিশ্বঞ্চ চিদাকাশো ন লিপ্যতে।

গতাগতং দ্বয়োর্নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১২॥

চিদাকাশস্বরূপ আত্মা ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়েই আমার গুরু ও পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় পরস্পর নির্লিপ্ত হয়েন এবং তদুভয়ের যাতায়াতও নাই অর্থাৎ নির্লিপ্ত হইলেও কস্মিনকালে তদুভয়ের পার্থক্যের সম্ভাবনা নাই ইহা যিনি জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১২ ॥

গর্ভধ্যানেন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে।

সোহং মনো বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৩॥

অন্তর্ধ্যানদ্বারা জ্ঞানিদিগের দেহমধ্যে যে আত্মা দর্শন হয় তাহাকেই মন বা জীবাত্মা কহা যায়, সেই বায়ুসদৃশ মন আকাশস্বরূপ যে পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয় সেই পরমাত্মা আমি এতদ্রূপ যিনি জানেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১৩ ॥

ঊর্দ্ধ্ব ধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।

শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৪॥

যিনি ধ্যানদ্বারা ঊর্দ্ধ্বদর্শন করেন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ্বস্থিত আকাশের ন্যায় পরমাত্মাকে ভাবনা করেন তখন তাঁহার মনকে বিজ্ঞান কহা যায় এবং সেই মনঃ যাহার শূন্যস্বরূপ হইয়া লয় বিলয় প্রাপ্ত হয় তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১৪ ॥

অভ্যাসে রমতে নিত্যং মনোধ্যান লয়ং গতং।

বন্ধ মোক্ষ দ্বয়ং নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৫॥

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার অভ্যাসে সর্ব্বদা রত থাকিয়া ধ্যানদ্বারা মনকে একেবারে লয়গত করিয়াছেন তাঁহার আর বন্ধ মোক্ষ নাই সুতরাং তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১৫

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাব গুণ বর্জ্জিতং।

ব্রহ্মজ্ঞান রসাস্বাদো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৬॥

যিনি স্বাভাবিক গুণবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ রসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা একাকী অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১৬ ॥

হৃদি ধ্যানেন পশ্যতি প্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ।
সোহং হংসেতি পশ্যতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৭ ॥

যিনি ধ্যানদ্বারা জানিতে পারেন যে হৃদয়মধ্যে যে পরমাত্মা মনকে প্রকাশ করিতেছেন আমিই সেই পরমাত্মা হই ; এতদ্রূপে যিনি হৃদয়মধ্যে থাকিয়া অন্তর বাহ্যস্থিত পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১৭ ॥

শিব শক্তি সমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ড মেবচ।
চিদাকাশং হৃদং সোহং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

যাদৃশ শিব শক্তির এক আত্মা তাদৃশ আমার এই দেহ ও মন এক পদার্থ, এবং এতৎ দেহমনোযুক্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বাহ্যস্থিত বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড এতদুভয়ও এক পদার্থ অতএব হৃদয়রূপ চিদাকাশমধ্যে আমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপ পরমাত্মা হই এতদ্রূপে যিনি পরমাত্মাকে জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১৮ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়াবস্থিতং সদা।
সোহং মনো বিলীয়েতে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৯ ॥

যেহেতুক জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা মায়াদ্বারা সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে কল্পিত হয় কিন্তু আত্মা এই তিন অবস্থার অতীত হয়েন অতএব আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ এতদ্রূপ যিনি জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বদা আপন মনকে সেই ব্রহ্মপদার্থে লয় করিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১৯

সোহং স্থিতং জ্ঞান মিদং সূত্র মভিত উত্তরং।
সোহং ব্রহ্ম নিরাকারং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২০ ॥

যিনি আমিই সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে অবস্থিতি করিতেছি এতদ্রূপ জ্ঞানসূত্র অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ আমিই সেই নিরাকার ব্রহ্মপদার্থ বলিয়া জানিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ২০ ॥

মন এব মনুষ্যাণাং ভেদাভেদস্য কারণং।
বিকল্পনৈব সংকল্পং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।। ২১ ।।

একমাত্র মনই মনুষ্যগণের ভেদাভেদরূপ দ্বৈতজ্ঞানের কারণ হয় অতএব যাঁহার মনে সঙ্কল্প বিকল্প নাই অর্থাৎ যিনি মনকে একেবারে ব্রহ্মপদার্থে লয় করিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।। ২১ ।।

মন এব বিদুঃ প্রাজ্ঞা সিদ্ধাসিদ্ধান্ত এবচ।
যদাদৃঢ়ং তদামোক্ষো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।। ২২ ।।

পণ্ডিতলোক একমাত্র মনকেই সমুদায় শুভাশুভের কারণ বলিয়া জানিবেন, কেননা জীবের মন যৎকালে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করে তৎকালেই মোক্ষপাপ্তি হয় ইহা যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।। ২২ ।।

যোগাভ্যাসি মনঃ শ্রেষ্ঠোঽন্তস্ত্যাগী বহির্জড়ঃ।
অন্তস্ত্যাগী বহিস্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।। ২৩ ।।

যোগাভ্যাসি (পরমাত্মাবস্থিত) মনই শ্রেষ্ঠ হয় কেননা মন অন্তস্ত্যাগী হইলেই বহির্ভাগে জড়াকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ জীবের মন যখন অন্তরে জগদীশ্বরচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘট পট মঠাদি বাহ্য বস্তু চিন্তা করে তখন সেই মন আপনিই ঘটাদির আকার ধারণ করিয়া জড়রূপে পরিণত হয়; কিন্তু যাহার মন অন্তস্ত্যাগী ও বহিস্ত্যাগী হইয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।। ২৩ ।।

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয় বিরচিতা জীবন্মুক্তিগীতা সমাপ্তা।

নির্ব্বাণষটক।

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদিনাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রম্।
নচ ব্যোম ভূমি র্ন তেজো ন বায়ুঃ,
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ১ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা মনোবুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তাদিও নহে এবং শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও নহে এবং আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূলভূতও নহে ; কিন্তু চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি ॥ ১ ॥

অহং প্রাণ সংজ্ঞো নবৈ পঞ্চ বায়ু,
র্নবা সপ্তধাতু র্নবা পঞ্চ কোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো নচোপস্থ পায়ুঃ,
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ২ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা (প্রাণ আপান ব্যান উদান সমান) প্রাণনামক এই পঞ্চ বায়ু নহে অথবা রস রক্ত মাংস বসা মজ্জা অস্থি শুক্র এই সপ্ত শারীরিক ধাতুও নহে কিম্বা অন্নময়াদি পঞ্চকোষ অথবা বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ও নহে, কিন্তু চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি ॥ ২ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৩ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা সুখ দুঃখ অথবা পুণ্য পাপও নহে কিম্বা মন্ত্র তীর্থ বেদ ও যজ্ঞাদিও নহে অথবা ভোজ্য ভোক্তা বা ভোজনক্রিয়াও নহে ; কিন্তু চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি ॥ ৩ ॥

নমে দ্বেষরাগৌ নমে লোভমোহৌ,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবম্।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ,
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৪ ॥

আমার কোন বিষয়েতে অনুরাগ বা দ্বেষ নাই এবং কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য্য এই সকল ভাবও আমার নাই ; অপিচ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গও আমি নহি ; কিন্তু চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিব-স্বরূপই আমি ॥ ৪ ॥

ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা নমে জাতি ভেদাঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্য,
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৫ ॥

আমার ভয় নাই মৃত্যু নাই ও জাতিভেদও নাই এবং আমার পিতা নাই মাতা নাই সুতরাং আমার জন্মও নাই এবং আমার গুরু শিষ্য কি বন্ধু মিত্রাদিও নাই যেহেতুক সেই চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি ॥ ৫ ॥

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকার রূপঃ,
বিভুর্ব্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি,
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥ ৬ ॥

আমি যে পদার্থ তাহা নিরাকার নির্ব্বিকল্প অথচ সর্ব্বব্যাপী ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক, সুতরাং আমার বন্ধন মুক্তি বা ভয়াদি কিছুই নাই যেহেতুক সেই চিদানন্দস্বরূপ যে শিব সেই শিবস্বরূপই আমি হই ॥ ৬

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য
বিরচিতং নির্ব্বাণষট্কং সম্পূর্ণম্।

সম্প্রতি স্থানে২ যে প্রকার ব্রহ্মসভার উন্নতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মে বুদ্ধিমান লোকের অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বোধ হয় কতিপয় বৎসরের মধ্যেই পুনর্ব্বার সমস্ত ভারতবর্ষমধ্যে পুরাকালের ন্যায় সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে পারিবেক।

যেমন সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিগাবধি পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ২ অস্ত গমনপূর্ব্বক পৃথিবীর অপরার্দ্ধাংশে জ্যোতি বিকীর্ণ করেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে উদয়ের পূর্ব্বে স্বকীয় কিরণ পটল দ্বারা ক্রমে২ পূর্ব্বদিগের তমো নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদয় হইয়া থাকেন; তদ্রূপ ভারতবর্ষীয়দিগের সৌভাগ্যসূর্য্য দুর্দ্দান্ত যবন জাতির শাসন-শৈলে টক্কর খাইয়া একেবারে বক্র হওত পশ্চিমদিগে অস্ত গমনপূর্ব্বক অধুনা ইয়োরোপাদি প্রদেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার সেই সৌভাগ্যসূর্য্য অনতিবিলম্বে যে ভারতবর্ষে উদয় প্রাপ্ত হইবেক ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিদ্বারা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। জগদীশ্বর যৎকালে এই অবনি মণ্ডলে প্রথমে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেন তৎকালে তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপী ছিলেন; একারণ বিনোপদেশে তৎকালে স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান ভাসমান হইত। কাল সহকারে বিষয়ভোগ-জনিত বিবিধ পাপবশত মনুষ্য-জাতির অন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন হইলে পর তাহারা প্রায় সকলেই আত্মবিস্মৃত হইলেন। তৎকালে যে সমস্ত মুনি ঋষিগণ নিরন্তর নির্জ্জন প্রদেশে আত্মোপাসনায় তৎপর ছিলেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়া কারুণ্যবশতঃ তাহাদিগের আত্মসিদ্ধির নিমিত্তে বিবিধপ্রকার জ্ঞানকাণ্ডীয় গ্রন্থ বিরচন করিলেন; কিন্তু একমাত্র বিষয়ভোগপ্রিয়তা তাহাদিগের অধিকাংশ লোককে আকর্ষণ করিয়া দুরবস্থা-নিরধির গভীর নীরে আনয়নপূর্ব্বক একেবারে নিমগ্ন করিয়ারাখিল; সুতরাং মুনিঋষি-প্রণীত সেই সমস্ত শাস্ত্রাদি তাহাঁরদের সকলের পক্ষে উপকারজনক হইল না। এতাবতা মনুষ্যগণের বিষয়ভোগ-প্রিয়তার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টে পুনর্ব্বার মুনিঋষিগণ তাহারদিগের স্বভাবানুসারে বিষয়ভোগের সহিত সনাতন ধর্ম্মচর্চ্চার সংশ্রব রাখিয়া কল্পনাদ্বারা কতকগুলি দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যাহা উপধর্ম্ম বলিয়া অদ্যাপি ভারতবর্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত পুরাণাদি শাস্ত্রের স্থানে২ যে সত্যধর্ম্ম প্রকাশিত আছে তৎপ্রতি অধিকাংশ লোকের অনুরাগ ও বিশ্বাস নাই, ইহারা আমোদমিশ্রিত উপধর্ম্মের উপসনা করিয়াই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ফলত উপধর্ম্মের উপাসনা করিতে২ সত্যধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেক, এতদভিপ্রায়ে মুনিঋষিগণ যদ্যপি উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াথাকেন তবে তাহা সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধ হয় নাই এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। কেননা বালককালে যাহার চিত্তক্ষেত্রে যে ধর্ম্মের বীজ রোপিত হয় বয়ঃপরিণামে সেই ধর্ম্ম একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহাকে উৎপাটন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া তাহার ফলোৎপাদন করা

বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই কারণবশতঃ অধিকাংশ এতদ্দেশীয় লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শ্রবণ করিলেও বিরক্ত হইয়া থাকেন। তবে কেবল যে সকল যুবকগণ মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে বালককালাবধি জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছে এবং যাহারা মিসনারিদিগের প্রকাশিত উপধর্ম্মের নিন্দাসূচক ক্ষুদ্রং পুস্তক পাঠ করিয়াছে তাহারাই আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে; নচেৎ হরিনামের মালাধারী কোন এক প্রাচীন লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যদি কেবল ব্রাহ্মণ জাতির জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্তে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক মুনিঋষিগণ উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এমত হয়, তবে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবেক। সে যাহা হউক; অধুনা উপধর্ম্ম ও আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদুভয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোকেরাই ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যপথে অবস্থিতি করিতেছেন। কেননা যদিও ইহাঁরা নাস্তিক হইয়া অধোগমন করেন নাই তথাচ ধর্ম্মালোচনার ফল যে অতীন্দ্রিয় সুখভোগ তাহাও প্রাপ্ত হইতে পারিছেন না।

যদি বল ইহারা অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিতেছেন কি না তাহা তোমরা অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া কি প্রকারে বুঝিতে পার? তাহার উত্তর এই যে, যদবধি যে ব্যক্তি আপনার অন্তঃকরণকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে না পারেন তদবধি সে ব্যক্তি সমাধিস্থিত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে সক্ষম হয়েন না. ইহা আমরা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখুন আধুনিক ইয়োরোপীয় মনস্তত্ত্ববেত্তারা অন্তঃকরণকে চৈতন্যপদার্থ কহিয়া থাকেন, এবং আর্য্যশাস্ত্রে মনুষ্যের অন্তঃকরণ চিজ্জড় মিশ্রিত বলিয়া বর্ণিত আছে; কিন্তু মনুষ্যের মনঃ কি ভাবে এই দেহের কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহা একটি কি দুইটি পদার্থ তাহা কোন শাস্ত্রাদিতে প্রকাশ নাই। এমত স্থলে মনুষ্যের মন যদ্যপি যথার্থ চিজ্জড় মিশ্রিত ও নিরন্তর দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে এমত হয়, তবে সুতরাং প্রাগুক্ত লোকেরা আপনার মনকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই এবং তদভাবে একাগ্রচিত্ততার অভাববশতঃ সমাধিদ্বারা তাহারা যে অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিতে পারিতেছেন না একথা কেমনা বলা যাইবে?

সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ আমারা এই স্থলে প্রকাশ করিতেছি যে, জীবের চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও হস্ত পদপ্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ যে প্রকার দুই অংশে বিভক্ত হইয়া আছে* জীবের অন্তঃকরণও সেই প্রকার দিবানিশি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে; এবং সময় বিশেষে চারি অংশেও বিভক্ত হইয়া থাকে।

---

* জিহ্বা লিঙ্গ ও মুষ্ক প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যঙ্গ একাকার বিশিষ্ট হইলেও তাহাদের ঠিক মধ্যভাগে যে একটিং শিরা আছে তদ্দ্বারা তাহারাও দুই অংশে বিভক্ত॥

কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকিলেও কার্য্য-কালে তাহারা যেমন একটি পদার্থ হয়; অর্থাৎ মনুষ্যের দুইটি চক্ষুঃ থাকিলেও তদ্দ্বারা এককালে দুইটি পদার্থ বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় না, একটি পদার্থ উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে; তদ্রূপ জীবের মনও দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকিলেও দর্শন শ্রবণাদি কার্য্যকালে তাহা একটি পদার্থ হয়। চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দর্শন শ্রবণাদি শক্তি নাই, উহারা একমাত্র মনের দর্শন শ্রবণাদি করিবার যন্ত্রস্বরূপ। অতএব জীবের মন যে চক্ষুতে অবস্থিতি করিয়া যে বস্তু দর্শন করে সেই বস্তু উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য চক্ষুর্দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয় তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না। বিশেষতঃ মনের সহায়তায় জীবের চক্ষু এই অখিল বস্তুর রূপ দর্শন করিতে পারিলেও সেই চক্ষু যেমন আপনার আকৃতি কোনক্রমে দর্শন করিতে পারে না; তদ্রূপ জীবের মন এই ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমুদায় পদার্থের শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি গুণসমূহ জ্ঞাত হইতে পারিলেও সে তাহার আপনার রূপ গুণাদি কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু হস্ততলে এক খানি দর্পণ রাখিয়া তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে চক্ষুঃ যেমন আপনার আকৃতি দর্শন করিতে সক্ষম হয়; সেই প্রকার একটি মানসিকক্রিয়ারূপ দর্পণদ্বারা মনও আপনার আকৃতি প্রকৃতি সুন্দররূপে জ্ঞাত হইতে পারে। আমরা সেই মানসিক ক্রিয়া-রূপ দর্পণ খানির নূতন আবিষ্কার করিয়াছি। যে ব্যক্তি ন্যূনাধিক দুইমাস কাল সেই মানসিক ক্রিয়া পরিচালন করিবেন তাঁহার মস্তিষ্ক পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ তরল ও নির্ম্মল হইয়া করোটির মধ্যে গতিবিধি করিতে থাকিবেক। তদ্দ্বারা তাঁহার দেহমধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে চৈতন্যজ্যোতি ভাসমান হইবেক এবং তিনি তাঁহার জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মক মন যে সামান্যতঃ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাও উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন। মনুষ্যের মস্তিষ্ক স্থূলতঃ যে প্রকার চারি অংশে বিভক্ত হইয়া আছে শাস্ত্রকারেরাও মনুষ্যের অন্তঃকরণকে সেইপ্রকার চারি অংশে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—মনো বুদ্ধি চিত্ত ও প্রাণ। ফলতঃ মস্তিষ্ক যে অন্তঃকরণের আবাসস্থান তাহা যখন উত্তমরূপে জানিতে পারা যায় তখন অন্তঃকরণের জড়ত্ববিষয়ে আর অনুমাত্র সংশয় থাকে না।

মনুষ্যের অন্তঃকরণ যখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে তখন তাহার আকৃতি অবিকল সেই প্রকার বটে, যে প্রকার লক্ষ্মীপূজার সময়ে স্ত্রীলোকেরা গৃহের ভিত্তিতে সিন্দূরদ্বারা ছোট বড় দুইটি পুত্তলিকা অঙ্কিত করে। এবঞ্চ জীবের অন্তঃকরণ দর্শন শ্রবণাদি কার্য্যকালে যখন একটি হইয়া থাকে তখন তাহার আকৃতি ঠিক সেই প্রকার হয় যে প্রকার ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের কড়িকাষ্ঠ পূজাকালীন সিন্দূরদ্বারা তাহাতে একটি পুত্তলিকা অঙ্কিত করে, অপিচ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্তঃকরণ যখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে তখন তাহাকে বাম ও দক্ষিণ এতদুভয় অংশে বিভক্ত করিলে যে প্রকার হয়, চারি

অংশে বিভক্ত থাকিবার সময়ে তাহার আকৃতি অবিকল সেই প্রকার হইয়া থাকে।

যদি বলেন জীবের মনঃ যদ্যপি চক্ষুঃ কর্ণাদির ন্যায় দুই অংশে বিভক্ত হইত তাহা হইলে অবশ্যই পূর্ব্বাবধি তাহার প্রমাণ থাকিত। তাহার উত্তর এই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল লোকেই অন্য লোককে এতদ্রূপ বাক্য কহিয়া থাকেন যে "ওহে! তোমার দুইটি মন একত্র করিয়া এই কার্য্য কর, তাহা হইলে অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবেক„। তদ্রূপ আমরাও সর্ব্বসাধারণ লোককে কহিতেছি যে অগ্রে আপনার দুইটি মনকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া একাগ্রচিত্ত হওত সমাধি সাধন কর, তাহা হইলে ধর্ম্মালোচনার ফলস্বরূপ অতীন্দ্রিয় সুখ ভোগের অধিকারী হইয়া আত্মোপাসনার অধিকারী হইতে পারিবা।

যে সকল ব্যক্তি কেবল বিজাতীয় ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন তাঁহারা যদ্যপি এতদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া একমাত্র সর্ব্বব্যাপি চৈতন্য পদার্থকে অখিল জীবের আত্মা বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তবে তাঁহারদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যখন একমাত্র পৃথিবী জল তেজো বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতদ্বারা সকল জীবের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন একমাত্র সর্ব্বব্যাপি চৈতন্যপদার্থ যে তাহারদিগের আত্মা হইবেক ইহাতে সংশয় কি আছে?

পরিশেষে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যদি কেহ এতদ্‌গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক গ্রন্থোক্ত সাধনাদ্বারা প্রকৃত ফল লাভে বঞ্চিত হয়েন তবে তিনি অগ্রে আপনার মনকে ও মনোমধ্যস্থিত সমুদায় দৈহিক কার্য্যের পরিচালক শ্রীশ্রীজগদীশ্বরকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হউন। নচেৎ আধুনিক ব্রাহ্মদিগের ন্যায় সমাজগৃহে ক্ষণকাল গাওনা বাজনাদ্বারা আমোদ প্রমোদ করিলে কস্মিন্‌কালেও তাঁহার হৃদয়ে বিশুদ্ধ আত্ম পদার্থ স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন না। সুস্বরে উত্তম গান করিতে পারিলেই মনুষ্যগণ যদ্যপি পরম ধার্ম্মিক বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিতেন তবে যে সকল লম্পটেরা দিবানিশি বেশ্যালয়ে গাওনা বাজনাদ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে ধার্ম্মিকের শিরোমণি ও ব্রহ্মজ্ঞানির চূড়ামণি বলিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইত।

এক্ষণে যে সকল মহাত্মারা আপনার মন ও মনোমধ্যস্থিত শ্রীশ্রীজগদীশ্বরকে উত্তরূপে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের যদ্যপি ন্যূনাধিক দুইমাস কাল দিবানিশি ঈশ্বরোপাসনা করিবার সময় ও সামর্থ্য থাকে, তবে তাঁহারা কলিকাতার চিৎপুর রোড বটতলার দক্ষিণাংশে শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর লাহার পুস্তকালয়ে এতদ্‌গ্রন্থকারকে পত্র লিখিলে যে উপায়ে তৎকার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবেক তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সময়ের স্বল্পতা নিমিত্ত উপরোক্ত বাক্যে যদি কেহ বিশ্বাস না করেন তবে তিনি সেইভাবে বিশ্বাস করুন যে ভাবে বাষ্পীয় শকট ও ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফদ্বারা বহুকালসাধ্য কার্য্যাদি স্বল্পকালে সাধিত হইতেছে ইতি।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ ব্রাহ্মভ্রাতার প্রতি।

পয়ার। শুন হে জগদানন্দ! বলি এক কথা। হস্ত পদ ত্যাগ করি কি বুঝিলে মাথা॥ কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা ত্যজি উপাসনা। ভাল করে খাবে বলে ভাল ভাল খানা॥ খাতায় করিয়া সহি হই-য়াছ ব্রাহ্ম। কিন্তু অর্থবোধ নাহি কারে কহে ব্রহ্ম॥ বিষয়েতে ব্যস্ত সদা নাহি শাস্ত্রজ্ঞান। ভেবেছ কি "সমাজে বার্ষিক দিয়া দান॥ হইয়াছি আমি এক জন ব্রহ্মজ্ঞানী। মাটী কাঠ পাতরে ঈশ্বর নাহি মানি॥ প্রতি বুধবারে আমি সমাজেতে যাই। শিখিয়া অনেক গীত অন্যেরে শুনাই॥ শুনিয়া আমার গীত কত শত জন। ব্রহ্মজ্ঞানী বলে মোরে করে সম্মানন॥", আমি বলি ওহে ভাই না পার বুঝিতে। তোষামোদ করে তারা গাহনা শুনিতে॥ যোগী ঋষিগণ যাঁরে ধ্যানেতে বসিয়া। অনাহারে যুগান্তরে না পায় ভাবিয়া॥ গানের সুরেতে তুমি জানিয়া তাঁহারে। ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছ মিছা অহঙ্কারে॥ যেহেতুক ব্রহ্ম যিনি সত্য সনাতন। তাঁহারে জানিতে নাহি পারে কোন জন *॥ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যিনি সর্ব্ব-প্রকাশক। তাঁরে কি প্রকাশ করে দীপের আলোক॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড যেই জ্ঞানে প্রকাশিত। বিধি বিষ্ণু শিব যাঁর ভাবে বিমো-হিত॥ চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহগণ। যাঁহার নিয়মে সদা করিছে ভ্রমণ॥ যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে সাগরের জল। অতিক্রম নাহি করে আপনার স্থল॥ যাঁর ভয়ে সদাগতি সদা গতি করে। নিরন্তর ভ্রমিতেছে অবনী ভিতরে॥ যাঁর ভয়ে ধার্ম্মিকেরা সদা সুশঙ্কিত। যাঁর ভাবে মুনিগণ নয়ন-মুদ্রিত॥ এমত মহৎ ব্রহ্ম যাঁর

---

* ব্রহ্মপদার্থ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়স্বরূপ নহেন, তৎপ্রযুক্ত মনোদ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না; কিন্তু সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইলে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন।

পর নাই। কিরূপে তাঁহারে তুমি জানিয়াছ ভাই।। যদি বল জানি নাই শুনিয়াছি কাণে।,, তবে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী বলাও কেমনে তুমি কি জানিবে তাঁরে হইয়া বিরূপ। বেদ বেদান্তাদি যাঁর না পেয়ে স্বরূপ।। কেহ কহে জ্ঞানময় কেহ কহে সত্য। কেহবা আনন্দময় কহে তাঁরে নিত্য।। পৌরাণিকে কহে তাঁরে শিব নারায়ণ। শূন্য কহে তাঁরে শূন্যবাদি বৌদ্ধগণ।। ইচ্ছাময় বলে তাঁরে কোন কোন জন। নূর (তেজোময়) বলে ব্যাখ্যা করে যাহারা যবন।। ইংরাজেরা পিতা পুত্র ধর্ম্মাত্মা বলিয়া। লিখিয়াছে বাইবেলে বেদান্ত ছলিয়া।। অন্য অন্য জনে তাঁরে কহে অন্যরূপ। যার যেই মত বুদ্ধি সে কহে সেরূপ।। নিরাকার নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন। গুণাতীত সর্ব্বগত সত্য সনাতন।। সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ রূপ নাই তাঁর। অথচ আপনি তিনি সর্ব্ব-রূপাধার।। এই যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড করিছ ঈক্ষণ। ইহার অন্তর বাহ্যে সদা সর্ব্বক্ষণ।। বিরাজিত আনন্দ রূপেতে, একারণে। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, কহে জ্ঞানিগণে।। রূপ নাই বলে কেহ না পায় নয়নে। চর্ম্মচক্ষে তুমি তাঁরে দেখিবে কেমনে।। বোধের নয়ন খুলে দেখ দেখি চেয়ে। এখনি দেখিতে পাবে হৃদয়-নিলয়ে।। এখনি দেখিতে পাবে সর্ব্ব-চরাচরে। এখনি পাইবে তাঁরে আপনার করে।। যদি নাহি থাকে তব বোধের নয়ন। তবে তুমি কিরূপে করিবে দরশন।। তবে তুমি কি করিবে সমাজ আগারে। ম্লেচ্ছমত সেবা করে প্রতি বুধবারে।। তবে তুমি কি করিবে গান গেয়ে সুরে। সত্য করি কহ দেখি জিজ্ঞাসি তোমারে।। যদি বল "তাতে তাঁর উপাসনা হয়।,, শাস্ত্রমতে তাহা কভু উপাসনা নয়।। মনোদ্বারা সদাকাল তত্ত্ব আলোচনা; শাস্ত্রমতে তারে কহি ব্রহ্ম উপাসনা।। সপ্তাহ অন্তরে তাঁরে দুদণ্ড ভাবিলে। উপাসনা সিদ্ধি নাহি হয় কোনকালে।। মানসের মায়িকতা না হয়

বিনাশ। কোনক্রমে নাহি হয় আত্মার প্রকাশ ॥ সহজে কে প্রেম করে পেয়েছে তাঁহারে। দিবা নিশি ভাব বসি হৃদয়-আগারে ॥ শয়নে স্বপনে জ্ঞানে সদা সর্ব্বক্ষণ। সমাধি করিয়া নিত্য করিলে সাধন ॥ তবেত মানসধ্বান্ত করিয়া বিনাশ। হৃদাকাশে বোধচন্দ্র হইবে প্রকাশ ॥ যদি না করিতে পার এরূপে সাধনা। সাকার ব্রহ্মের তবে কর উপাসনা ॥ এই হেতু শাস্ত্রে ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য। লিখেছেন মুনিগণ সত্য সত্য সত্য ॥ যদি বল " মাটী কাঠ প্রস্তর আকারে। ভক্তি নাহি হয় মম পূজা করিবারে ॥ „ তবে বলি শুন কিছু নিগূঢ় বচন। ব্রহ্মমূর্ত্তি সূর্য্যদেবে কর আরাধন ॥ আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে মূর্ত্তিমান। জীবহেতু নভস্তলে করে অধিষ্ঠান ॥ সমস্ত জগদাধার-রূপে বিরাজিত। তাঁহার সাধনা কর পাইবে বাঞ্ছিত ॥ তাঁহার সাধনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে। প্রকাশ হবেন হরি হৃদয়কমলে ॥ যদি বল " সূর্য্যের স্বরূপ জড় হয়। তাঁর উপাসনা করা যুক্তিসিদ্ধ নয় ॥ „ তবে শুন ভেঙ্গে বলি তোমার নিকটে। সূর্য্যের স্বরূপ জড় কথা সত্য বটে ॥ কিন্তু তার তেজোরাশি স্বপ্রকাশ যাহা। জড় নয় জড় নয় জড় নয় তাহা ॥ কুযুক্তি আশ্রয় যেন নাহি করে মন। বিশেষ করিয়া কহি করহ শ্রবণ ॥ নিরাকার স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম যিনি হন। তাঁর প্রতিবিম্বধারি তপন দর্পণ ॥ দর্পণ আপনি জড় প্রতিবিম্ব নহে। বেদমাতা গায়ত্রী আপনি ইহা কহে ॥ গায়ত্রীর অর্থ* তুমি বুঝে দেখ চিতে। তাহলে সংশয় না থাকিবে কোনমতে ॥ যদিবা গায়ত্রী বাক্য না কর স্বীকার। তথাচ সন্দেহ নাশ করিব তোমার ॥ স্থির হয়ে শুন তুমি স্বরূপ বচন। অধুনা ভারতে যাহা জানে অল্পজন ॥ এমত নিগূঢ় বাক্য

* আদিত্যের অন্তর্গত সকলের বরণীয় পরমজ্যোতিস্বরূপ যে পরমাত্মা, যিনি এই অখিল বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ এবং অস্মদাদি সমুদায় জীবের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক তাঁহাকেই ধ্যান করি ॥

বলি হে তোমারে। শুনিয়া সন্দেহ নাশ কর একেবারে॥ সচ্চিদ আনন্দময় ব্রহ্ম যিনি হন। তাঁর প্রতিবিম্ব হয় সূর্য্যের কিরণ॥ আ-নন্দাদি-রূপে ব্রহ্ম ভিন্ন যেইরূপ। কিরণও ত্রিবিধরূপে ভিন্ন সেই-রূপ॥ প্রকাশ উত্তাপ বর্ণ কিরণস্বরূপ। সৎ চিৎ আনন্দের হয় প্রতিরূপ *॥ সাকারে পড়িয়া যদি হয়েছে সাকার। তথাচ স্বরূপ তাঁর আছে নিরাকার॥ বর্ণাংশ আনন্দরূপ, উত্তাপাংশ সত্য; প্রকাশাংশ জ্ঞানরূপ জানিবেন নিত্য॥ যদি বল "পরমাণু রচিত কিরণ। প্রকাশাদি অংশে ভিন্ন হয় সে কেমন॥" স্পষ্টরূপে কহি তবে বিশেষ ইহার। বুঝিয়া সন্দেহ নাশ কর আপনার॥ জ্যোতির প্রকাশ, বর্ণ, ভিন্ন উষ্ণতায়। পরমাণু-রচিত বলিলে বলা যায় †॥ প্রকাশাংশ হৈত যদি পরমাণুময়। তাহলে কি কোন স্থানে অন্ধকার রয়॥ বায়ুদ্বারা পরমাণু হইয়া চালিত। অবশ্য সে অন্ধকারে বিনাশ করিত॥ অতএব বুঝে দেখ বুদ্ধি যাহা কহে। প্রকাশ ও বর্ণ অংশ পরমাণু নহে॥ এক খানি বস্ত্র তুমি রৌদ্রে শুষ্ক করে। লয়ে যাও অন্ধকার ঘরের ভিতরে॥ পরে সেই বস্ত্র খানি কর নিরীক্ষণ। প্রকাশ বর্ণাংশ তাহে নাহি কদাচন॥ কেবল উষ্ণতা ব্যাপ্ত আছে সে বস্ত্রেতে। জানিতে পারিবা স্পর্শ করি নিজ হাতে॥ অভিন্ন হইত যদি তবে সেই ক্ষণে। প্রকাশ বর্ণাংশ বস্ত্রে হেরিতে নয়নে॥ বাস্তবিক অভিন্ন হইয়া ভিন্নপ্রায়। আধারের

* একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে যেমন সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনরূপে বিভিন্ন করা যায়, একমাত্র সূর্য্যকিরণও সেই প্রকার প্রকাশ বর্ণ ও উত্তাপ এই তিন প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে। এতন্মধ্যে জ্যোতিপদার্থের উত্তা-পাংশ সত্যস্বরূপ, প্রকাশাংশ জ্ঞানস্বরূপ ও বর্ণাংশ আনন্দস্বরূপ।

† জ্যোতিঃ পদার্থ পরমাণুরচিত নহে, তবে যে এস্থলে তাহার উত্তা-পাংশকে পরমাণুরচিত বলা হইল তাহা কেবল বায়ুবাদির পরমাণু তন্মধ্যে থাকিয়া উষ্ণ হয় বলিয়া জানিবেন।

গুণ * ইহা কহিনু তোমায়।। বুঝে দেখ আকাশের সত্ত্বা যেইরূপ। কিরণের উত্তাপাংশ ঠিক সেইরূপ।। সাকার বা নিরাকার কি বলিবে ভাই। বুঝে দেখ নিরাকার পরমাণু নাই।। যদি বল " জড়-ধর্ম্মি সূর্য্যের কিরণ। যেহেতুক চক্ষুর্দ্বারা হয় দরশন।। সচ্চিদ ও আনন্দের প্রতিবিম্ব হলে। জড়াপেক্ষা কোন চিহ্ন থাকিত কৌশলে।। „ তবে চিহ্ন কহিতেছি করিয়া শ্রবণ। তদ্দ্বারা সংশয়-পঙ্ক কর প্রক্ষালন।। জগতে কিরণ ভিন্ন জড় সমুদায়। কদাচ কিরণ ভিন্ন প্রকাশ না হয়।। জ্ঞানজ্যোতিঃ সূর্য্যজ্যোতিঃ দুই জ্যো-তিভিন্ন। জড়েরে কি প্রকাশ করিতে পারে অন্য।। জড়াপেক্ষা ভিন্ন চিহ্ন কিরণে যা আছে। তাহাও প্রকাশ করে কহি তব কাছে।। জড় বস্তু আছে যত অবনীভিতরে। প্রতিবিম্ব পড়ে তার দর্পণ আধারে।। ঘট পট মঠ আদি জড় দ্রব্য যত। দর্পণেতে উল্টাভাবে হয় প্রকাশিত।। বিবেচনা করে তুমি দেখ একবার। প্রতিবিম্ব রূপ-মাত্র সত্ত্বা নাই তার।। বারি প্রতিবিম্ব থাকে দর্পণভিতরে। সে বারি কি কাহারো পিপাসা নাশ করে।। গজা খাজা মেঠায়ের প্রতিবিম্ব যাহা। কবে কার ক্ষুধানাশ করিয়াছে তাহা।। হাতি ঘোড়া গাড়ীর যে প্রতিবিম্ব পড়ে। তাহাতে কি যেতে পারে বাবুলোকে চড়ে।।

* কিরণের মধ্যে বায়বাদির পরমাণু থাকিয়া যে প্রকার উত্তপ্ত হয়, সেই প্রকার গৃহ বৃক্ষাদি সাকার বস্তুতেই কেবল কিরণের বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, নচেৎ শূন্যমধ্যে যে জ্যোতিঃ থাকে তাঁহার প্রকাশাংশ ব্যতীত কোন প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হয় না, ইহা পাঠক মহাশয়েরা উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিবেন। বিশেষতঃ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপদার্থ সকল বস্তুতে সমভাবে থাকিলেও যে প্রকার সজীব পদার্থে তাঁহার সত্ত্বা জ্ঞান ও আনন্দ এই, তিনেরই প্রকাশ থাকে, নির্জ্জীব পদার্থে কেবল সত্ত্বামাত্র অনুগত থাকা দৃষ্ট হয় তদ্রূপ কিরণ পদা-র্থের কোন স্থলে কেবল উত্তাপাংশ এবং কোন স্থলে বা বর্ণাংশাদি সমুদায় প্রকাশিত হয়।

ধেনুর যে প্রতিবিম্ব দর্পণ-ভিতরে। কে কবে খেয়েছে ক্ষীর দুহিয়া তাহারে ॥ এইরূপ জড়ের যে প্রতিবিম্বাকার। সত্ত্বা নাই সত্ত্বা নাই সত্ত্বা নাই তার ॥ আহা মরি কিমাশ্চর্য্য! কর নিরীক্ষণ। দর্পণে যে প্রতিবিম্ব সূর্য্যের কিরণ ॥ প্রকাশ উত্তাপ আর বর্ণ অংশ যাহা। অবিকল অবিকল অবিকল তাহা ॥ উত্তাপাদি কোন অংশে না থাকে বিকার। জড়েতে কি হয় কভু হেন চমৎকার ॥ সূর্য্যের কিরণ যদি জড় দ্রব্য হৈত। প্রতিবিম্বে হইত না সত্ত্বা অনুগত ॥ যদি বা জিজ্ঞাসা কর কেন ইহা হয়। তাহার উত্তর শুন ত্যজিয়া সংশয় ॥ সচ্চিদ আনন্দময় ব্রহ্ম যিনি হন। সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ সত্য সনাতন ॥ তাঁর প্রতিবিম্ব হয় সূর্য্যের কিরণ। কিরণের প্রতিবিম্ব ধরে যে দর্পণ। সে দর্পণ ব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন কভু নয়। একারণ কিরণের সত্ত্বা সিদ্ধি হয় * ॥ আমি যে সূর্য্যেরে ব্রহ্ম কহিতেছি অদ্য। তাহা নহে, চিরদিন আছে শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে করিয়া নির্দ্ধার্য্য। লিখেছেন শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য ১ ॥ গায়ত্রীর অর্থেতেও আছে প্রকাশিত। ব্যাখ্যা করে কহিলাম নিজ সাধ্যমত ॥ বিবেচনা

---

* সকল পদার্থের প্রতিবিম্বের যেরূপ সত্ত্বা নাই, ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সূর্য্যকিরণও সেই প্রকার সত্ত্বাহীন পদার্থ। কিরণ পদার্থের যদি সত্ত্বা থাকিত তবে তাহার কিয়দংশ ভিন্ন করিয়া স্থানান্তরে আনয়নপূর্ব্বক অন্ধকার বিনাশ করিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহাকে বিভিন্ন করিতে কেহই সক্ষম হইবেন না। এতাবতা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে কিরণ পদার্থ অন্য পদার্থের প্রতিবিম্বের ন্যায় কেবল রূপবিশিষ্টমাত্র। তবে যে সত্য বস্তুর ন্যায় ভাসমান হয় তাহা কেবল সত্যবস্তুর (ব্রহ্মের) প্রতিবিম্ব বলিয়া জানিবেন।

---

১ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

করে তুমি দেখ একবার। তাহলে সন্দেহ তব না থাকিবে আর॥ সমস্ত জগদাধার ব্রহ্মমূর্ত্তি সূর্য্য। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অমোঘ সুবীর্য্য সূর্য্য হৈতে মেঘ জন্মে মেঘ হৈতে বৃষ্টি। বৃষ্টি হৈতে শস্য জন্মে রক্ষা হয় সৃষ্টি॥ আকর্ষণধর্ম্মে তিনি করেন সৃজন। করিছেন আকর্ষণ ধর্ম্মেতে পালন॥ সেই আকর্ষণধর্ম্ম করিলে রহিত। প্রলয় হইবে তদা জানিবা নিশ্চিত॥ অতএব নিশ্চয় করিয়া তুমি মনে। ব্রহ্মমূর্ত্তি জ্ঞান কর সূর্য্যনারায়ণে॥ সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম দ্বিপ্রকার। অবোধ ও সুবোধের উপাসনা সার॥ অবোধ দেখিতে পায় সূর্য্যনারায়ণ। সুবোধে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন॥ আজন্ম হেরিছ তুমি সূর্য্যনারায়ণে। ব্রহ্ম বলে ভক্তি নাহি হয় সে কারণে॥ কভু এই বাক্যগুলি করিয়া স্মরণ। বিরলে বসিয়া তুমি কর আলোচন॥ যদ্যপি কিঞ্চিৎ তব বোধশক্তি থাকে। অবশ্য বুঝিবা যাহা কহিনু তোমাকে॥ যেরূপে করিনু জ্ঞাত ব্রহ্মের আকার। এরূপে জানাতে পারি ব্রহ্ম নিরাকার॥ সকলের বুদ্ধিবৃত্তি একরূপ নয়। সুতরাং লিখিলে নাহি হবে ফলোদয়॥ বিশেষতঃ দিবানিশি করিতে সাধনা। অনেকে অক্ষম হবে আছে ভাল জানা॥ কেহবা বিচারাভাবে নারিবে বুঝিতে। একারণ মনোদুঃখ রহিল মনেতে॥ হইলে তাঁহার কৃপা হইবে সফল। উঠে যাবে ফুলখেলা সারতরু ফল॥ সম্প্রতি কেশব কহে হয়ে ক্ষুণ্নমনা। চিত্ত শুদ্ধিহেতু কর সাকারোপাসনা॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

বিজ্ঞাপন।

পাঠকগণেরে কহি হইয়া বিনীত। শোভাবাজারেতে গ্রন্থ হইল মুদ্রিত।। স্বগ্রোধ শীতল বাবু লাগিয়া ইহার। বিকৃত হয়েছে বর্ণ বিবিধ প্রকার।। লেখকের মূর্খ্যতাও বুঝিয়া মননে। শুধিবেন সর্ব্বদোষ সদাশয় গুণে।।